কসিদাতুল ঈমান
ও
খাখাইতুল ইত্তফাক

[প্রথম খণ্ড]

كَنْزُالْاِيْمَان وَ خَزَائِنُ الْعِرْفَان

তরজমা-ই-ক্বোরআন

কান্‌যুল ঈমান

কৃত

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী
রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফ্‌সীর (হাশিয়া)

খাযাইনুল ইরফান

কৃত

সদ্‌রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী
রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ

আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

গুলশানে-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স

চট্টগ্রাম

কান্‌যুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান

নিরীক্ষণ	❍	ওস্‌তাযুল ওলামা, শায়খুল হাদীস ওয়াত্ তাফসীর অধ্যক্ষ আলহাজ্ আল্লামা মুসলেহ উদ্দীন (মাদ্দাযিল্লাহু আলী)
সহযোগিতায়	❍	পাণ্ডুলিপি তৈরী ও প্রুফ রিডিং মাওলানা এ, এ, জামেউল আখ্‌তার আশরাফী আলহাজ্ হাফেয মীর মুহাম্মদ এয়াকূব মুহাম্মদ ফিরোজ আলম মুহাম্মদ দিদারুল আলম ক্বাযী মুহাম্মদ আবুল ফোরক্বান হাশেমী আবূ সাঈদ মুহাম্মদ য়ূসুফ জীলানী
	❍	আয়াতসমূহের বিন্যাস নিরীক্ষণ হাফেয ক্বাযী মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন হাশেমী
প্রকাশকাল (প্রথম প্রকাশ)	❍	১১ই রবিউল আখের, ১৪১৬ হিজরী ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫ সন
প্রচ্ছদ	❍	আতিকুল ইসলাম চৌধুরী
কম্পিউটার কম্পোজ	❍	মুহাম্মদ নুরুল আজিম মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন
কেতাবত	❍	মুহাম্মদ আমানুল্লাহ্
মুদ্রণ	❍	নিও কনসেপ্ট লিমিটেড ৭, সিডিএ বাণিজ্যিক এলাকা মুমিন রোড, চট্টগ্রাম
যোগাযোগের ঠিকানা	❍	গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স হক মার্কেট, বহদ্দার হাট, ডাকঘর-চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
হাদিয়া	❍	টাকা ২৫০ মাত্র UAE Dhs 50 Only US$ 20 Only

KANZUL IMAN O KHAZAINUL IRFAN

By A'La Hazarat, Imam-e-Ahle Sunnat Moulana Shah Muhammad Ahmad Reza Khan Breillawi (Rahmatullahi Allaihi) and Sadrul Afazil Moulana Sayyed Muhammad Naeem Uddin Muradabadi (Rahmatullahi Allaihi)

Translated into Bengali by Al-haj Moulana Muhammad Abdul Mannan

Published by Gulshan-e-Habib Islamic Complex, Chittagong, Bangladesh

Office : **GULSHAN-E-HABIB ISLAMIC COMPLEX**
Haque Market, Bahaddar Hat. P. O. Chandgaon, Chittagong, Bangladesh

Price : BTk. 250 Only, UAE Dhs 50 Only, US$ 20 Only

যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ–

জনাব আলহাজ্ মাওলানা ক্বারী গোলাম রসূল	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ আবদুল আযীয	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব মুহাম্মদ আশ্রাফ নওয়াবী	দুবাই, ইউ,এ,ই
মুহাম্মদ মুনির ইবনে আবদুস সাত্তার ওয়াহেদীনা আশরাফী	দুবাই, ইউ,এ,ই
ওয়াহেদীনা আশরাফী পরিবার	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ কবির আহ্মদ	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ মুহাম্মদ নূরুল আলম	তেলপারই, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
জনাব আলহাজ্ এমদাদ হোসাঈন	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব এন, এ, এম, বদরুদ্দীন	আবুধাবী, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ রফিকুল আনোয়ার	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
জনাব আলহাজ্ মফিজুর রহমান	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ বদিউল আলম	স্বত্বাধিকারী, হোটেল ফোর ষ্টার, চকবাজার, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
জনাব আলহাজ্ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, আর.এম. গ্রুপ অব কোম্পানীজ, চট্টগ্রাম
জনাব আলহাজ্ মুহাম্মদ ইকবাল	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
জনাব আলহাজ্ ফরিদুল আনোয়ার	চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
জনাব আলহাজ্ নূরুল আযীয চৌধুরী	আল্-ফসীল কোং, ফুজায়রাহ্, ইউ,এ,ই
জনাব মফজল আহমদ	আল্-ফসীল কোং, ফুজায়রাহ্, ইউ,এ,ই
জনাব মুহাম্মদ জসীম উদ্দীন চৌধুরী	ফুজায়রাহ্, ইউ,এ,ই
জনাব আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম	লোকমান টাইপিং ষ্টাব্লিশম্যান্ট, দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব মাওলানা মুহাম্মদ শো'আয়ব	সা'দিয়া টাইপিং ষ্টাব্লিশম্যান্ট, দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব মুহাম্মদ মুনির উদ্দীন	দুবাই, ইউ,এ,ই
জনাব মুহাম্মদ ইউসুফ	ইউসুফ গেরেজ, আল-আইন, আবুধাবী, ইউ, এ,ই,
জনাব মুহাম্মদ শফি	শফি টার্নার এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস, আল-আইন, আবুধাবী, ইউ,এ,ই
জনাব রফিক আহমদ	আল-আইন, শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ,এ,ই
জনাব মুজিবুর রহমান	আল-আইন, শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ,এ,ই
জনাব মুহাম্মদ শফি	আল-আইন, শিল্প এলাকা, আবুধাবী, ইউ,এ,ই

প্রকাশকের বক্তব্য

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ط

'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম' একটি যুগোপযোগী সংস্থা। সুশিক্ষার প্রসার ও সমাজ সেবার মহান ব্রত পালনের নিমিত্ত গঠিত এ কমপ্লেক্সের রয়েছে বহুমুখী পরিকল্পনা। অত্র প্রতিষ্ঠান তার প্রস্তাবিত যুগোপযোগী প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পথে ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে কমপ্লেক্সের পরিচালনাধীন রয়েছে একটি মাদ্রাসা, হেফয্খানা ও এতিমখানা। শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত আদর্শের শিক্ষা ও প্রচারকর্ম ইত্যাদিও এর তত্ত্বাবধানে চলছে নিয়মিতভাবে।

আমাদের অত্র কমপ্লেক্সের রয়েছে একটা 'প্রকাশনা প্রকল্প'। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে যুগের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কিতাব ও বই-পুস্তক প্রকাশের কথা কমপ্লেক্সের জন্য পূর্ব প্রস্তাবিত ভবনের 'ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে' ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো।

বলাবাহুল্য, ধর্মীয় অঙ্গনে পবিত্র ক্বোরআন মজীদের তরজমা ও তাফসীর (যথাক্রমে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)-এর ক্ষেত্রে বহুবিধ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন ভুল ও ভ্রান্ত-আক্বীদা ভিত্তিক তরজমা ও তাফসীরে বর্তমানে বাজার ভর্তি হয়ে রয়েছে। সুতরাং এহেন অবস্থায়, পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ব্যাখ্যা সহকারে সরল বাংলায় প্রকাশ করা দীর্ঘদিনের চাহিদা হিসেবেই থেকে যায়। আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবাণীক্রমে বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, মুফাস্সিরে ক্বোরআন, সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান দীর্ঘ এক যুগেরও অধিককাল যাবত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যুগবরেণ্য ইমাম, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত বিশুদ্ধতম তরজমা-ই-ক্বোরআন প্রসিদ্ধ **কান্যুল ঈমান** এবং এরই উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে, খলীফা-ই-আ'লা হযরত, সদ্রুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক লিখিত প্রসিদ্ধ তাফসীর **খাযাইনুল ইরফান**-এর সরল বাংলায় অনুবাদের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমরা অত্র কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধানে তাঁর অনূদিত কিতাব খানা প্রকাশ করে যুগের সেই দীর্ঘদিনের চাহিদাটুকু পূরণে উদ্যোগী হয়েছি।

সেই উদ্যোগেরই ভিত্তিতে প্রকল্প প্রধান হিসেবে খোদ্ বঙ্গানুবাদকই তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কিতাবখানার দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ নিরীক্ষণ, সম্পাদনা ও মুদ্রণের যাবতীয় কাজ সুচারুরূপে সমাধা করেছেন।

আল্লাহ্র কালাম পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান-পিপাসুদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্ত বিরাটাকার কিতাব প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠক সমাজের হাতে পেশ করতে পেরে আমরা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে শোক্রিয়া জ্ঞাপন করছি। তদ্সঙ্গে কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দান করেছেন, বিশেষ করে, প্রকল্প প্রধান ও বঙ্গানুবাদক এবং যাঁদের বিশেষ বদান্যতায় কিতাখানির ব্যয়বহুল প্রকাশনা ও সুলভমূল্যে সম্মানিত পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে– তাঁদের সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর পরম করুণাময়ের দরবারে সংশ্লিষ্ট সবার উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং ইহ ও পরকালীন সাফল্যের জন্য একান্তভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি– আমীন!

কিতাবখানা যদি জ্ঞান-পিপাসু পাঠক সমাজের সামান্যটুকু পরিতৃপ্তির মাধ্যমও হয়, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করবো। পরিশেষে পাঠক সমাজের গঠনমূলক পরমার্শ এবং মতামতও আমাদের একান্ত কাম্য। এতে ভবিষ্যতে আমাদের প্রকাশনা কার্য অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ উৎসাহিত বোধ করবো।

আল্লাহ্ পাকই তৌফিক দাতা!

গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্সের পক্ষে

মাওলানা সৈয়দ হোসাইন আহমদ ফারুকী
সভাপতি

বঙ্গানুবাদকের কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ ط

ক্বোরআন মজীদ বিশ্ব প্রতিপালক মহান স্রষ্টা আল্লাহর জাল্লা শানুহুরই পবিত্র কালাম, যা তিনি আপন হাবীব, নবীকুল সরদার, রাসূলকুল শিরমণি, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল করেছেন, যা 'মা-কানা ওয়া মা ইয়াকূনু'-এর সার্বিক জ্ঞানের ধারক। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'তিব্‌ইয়ানুল্লিকুল্লি শায়ইন্।' অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদ হচ্ছে এমন গ্রন্থ, যাতে প্রত্যেক কিছুরই বিবরণ রয়েছে। সুতরাং পবিত্র ক্বোরআন হচ্ছে সমস্ত নির্ভুল জ্ঞানের উৎস।

পবিত্র ক্বোরআন আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, যার ভাষালংকার (ফাসাহাত ও বালাগাত), অদৃশ্য বিষয়াদির নির্ভুল জ্ঞান, বাস্তব বিষয়াদির অতুলনীয় বর্ণনাভঙ্গী এবং অব্যর্থ হিদায়ত বা দিক-নির্দেশনা ইত্যাদির কারণে সেটাকে আল্লাহর নিরেট সত্য, অকাট্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কিতাব হিসেবে মেনে নিতে সমগ্র সৃষ্টিই বাধ্য। সৃষ্টির মহা কল্যাণের নিমিত্ত, পরম করুণাময়ের নিকট থেকে, এ ক্বোরআন করীম তাঁর হাবীবের উপর অবতীর্ণ হয়ে বস্তুতঃ মানব জাতি তাকেই সত্যিকার অর্থে সৃষ্টির সেরা হিসেবে প্রমাণিত করেছে। কারণ, খোদ্ আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এরশাদ ফরমায়েছেন- "যদি আমি এ ক্বোরআনকে কোন পর্বতের উপর নাযিল করতাম, তাহলে অবশ্যই তুমি আল্লাহর ভয়ে সেটাকে অবনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে দেখতে।" (৫৯ : ২১)

ক্বোরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহরই বাণী, সেহেতু সেই মহান বাণীর প্রকৃত অর্থ, মাহাত্ম্য ও ব্যাখ্যা কি-তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন, আর জানেন তিনি, যাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সেটা অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ ফরমায়েছেন- 'আর্‌রাহ্‌মানু-আল্লামাল্ ক্বোরআন।" অর্থাৎ "পরম দয়াময় (আল্লাহ্ তাঁর হাবীবকে) ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" তাই ক্বোরআন মজীদের প্রত্যেক তাফসীর বা ব্যাখ্যার সমর্থন হয়ত ক্বোরআনেই থাকতে হবে, অথবা থাকতে হবে হাদীসে পাকে, অথবা থাকবে সাহাবা কেরামের অভিমতসমূহে, অথবা তাফসীর ঐ সব বিষয়াদি দ্বারা হতে হবে, যেগুলো আরবী অভিধান ও ইসলামের মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কিত হয়, কিংবা এমন ধরণের তাফসীর হওয়া বাঞ্ছনীয়, যা উপরোক্ত কোন এক প্রকার দ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত হয়। অন্যথায় তা হবে 'তাফ্‌সীর-ই-বির্‌রায়' বা মনগড়া তাফসীর; যা হারাম; ইচ্ছাকৃত হলে 'কুফর' ও (দুনিয়ায় থাকতে) পরকালে জাহান্নামেই নিজের ঠিকানা করে নেয়ারই নামান্তর মাত্র। (নাউযুবিল্লাহ্!)

আল্‌হামদু লিল্লাহ্! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ রেযা খান বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিই তাঁর বিশ্ববিখ্যাত তরজমা-ই-ক্বোরআন 'কান্‌যুল ঈমান' বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছেন, যা উপরোল্লেখিত প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ বিধায় তা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ তাফসীর ভিত্তিক 'তরজমা-ই-ক্বোরআন' (ক্বোরআনের অনুবাদ)। তদুপরি, এর মধ্যে সলফে সালেহীনের গৃহীত তাফসীরের সাথে যেই মিল রয়েছে, আস্‌হাবে তা'ভীলের গ্রহণযোগ্য অভিমতের সাথে যেই সাজুয্য তাতে বিদ্যমান রয়েছে, তাতে ভাষার যেই অতুলনীয় সরলতা, শালীনতা ও শ্রুতিমাধুর্য রয়েছে, সাধারণ লোকের পরিভাষাকে তাতে যেমনভাবে বর্জন করা হয়েছে, ক্বোরআন মজীদের আসল উদ্দেশ্য ও খোদায়ী মূলতত্ত্বের যেই নজিরবিহীন প্রকাশভঙ্গী এর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাতে ক্বোরআন করীমের পরিভাষাকে যেমনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আল্লাহ্ পাকের শানে অশোভন উক্তিকারীদের তেমনিভাবে রদ্দ বা খণ্ডন করা হয়েছে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের মান-মর্যাদার প্রতি তেমনভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং ওলামা কেরাম ও মাশা-ইখে এযাম তাতে ইলমে হাক্বীক্বত ও মা'রিফাতের যেই ভাণ্ডারের সন্ধান পান- তা অন্যান্য 'তরজমা-ই-ক্বোরআন' (ক্বোরআনের অনুবাদ গ্রন্থ)-এ খুবই বিরল। এ কারণেই কান্‌যুল ঈমানকেই বিশ্ববাসী ক্বোরআনের শ্রেষ্ঠতম উর্দু অনুবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এর উপর হাশিয়া বা পার্শ্ব ও পাদটীকারূপে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ তাফসীর (ব্যাখ্যা) লিখেছেন- আ'লা হযরতেরই খলীফা সদরুল আফাযিল মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, যা 'তাফসীর-ই-খাযাইনুল ইরফান' নামে প্রসিদ্ধ। তাতে রয়েছে নিম্নলিখিত বিরল বৈশিষ্ট্যাবলীঃ

প্রায় সব আয়াতের শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ও ব্যাখ্যা, তাওহীদ ও রিসালতের সপ্রমাণ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা, আহ্‌লে সুন্নাতের আক্বাইদের অকাট্য দলীলাদি সহকারে বর্ণনা, বাতিল ফের্কাগুলোর উৎস নির্ণয় পূর্বক তাদের স্বরূপ উন্মোচন ও সপ্রমাণ খণ্ডন, আয়াতগুলোর সংশ্লিষ্ট ফিক্বহ্ ভিত্তিক মাস্‌আলা-মাসাইলের সুস্পষ্ট বিবরণ, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থাবলী ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির জরুরী উদ্ধৃতি ইত্যাদি।

তাছাড়া, এ কিতাবে রয়েছে- মানুষের ঈমান আক্বীদা ও তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং তাদের অভ্যন্তরীন থেকে আন্তর্জাতিক পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়ে পবিত্র ক্বোরআন ও এর গ্রহণযোগ্য তাফসীরের আলোকে নির্ভুল দিক-

নির্দেশনা। মোটকথা, মানুষের ইহ ও পরকালীন সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে এ মহান গ্রন্থ এক সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, আমাদের বাংলাদেশে এবং অন্যান্য দেশের বাংলাভাষীদের মধ্যে একদিকে বিভিন্ন লেখকের বিভ্রান্তিপূর্ণ তরজমা-ই-ক্বোরআন ও তাফসীর বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রচারিত হয়ে আসছে। যার ফলে পবিত্র ক্বোরআনের জ্ঞান পিপাসুদের তথা মুসলিম সমাজের একদিকে ঈমান-আক্বীদা বিনষ্ট হচ্ছে, অন্যদিকে নৈতিক চরিত্রের উপর খারাপ প্রভাব পড়ছে। সর্বোপরি, তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল জ্ঞান সঞ্জাত দিক-নির্দেশনা থেকে।

এহেন পরিস্থিতিতে উল্লেখিত 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান' উর্দু ভাষা থেকে সরল বাংলায় অনূদিত হয়ে বহুলভাবে প্রচারিত হলে সেসব বিপর্যয়ের কারণ উৎপাটিত হয়ে যাবে। অথচ দীর্ঘকাল যাবত বাংলাভাষীদের এ চাহিদা অপূর্ণাবস্থায় থেকেই গেলো। বলাবাহুল্য, বিশেষকরে, আমাদের দেশে ছাত্র-জনতার মধ্যে পবিত্র ক্বোরআনের নির্ভুল অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রতি অধীর আগ্রহ ও সে ধরণের কিতাবের অভাবের কারণে পাঠকদের অস্বস্তিবোধ বিশেষভাবে অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সেনার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক ও সভাপতি হিসাবে দীর্ঘদিনের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থেকেই।

কাজেই, যুগের এ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ পাকের তৌফিক প্রাপ্তিতে দৃঢ় আশা পোষণ করে এ অধম মসি হাতে নিলাম। ১৯৮০ সালে 'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদের কঠিন কাজে হাত নিলাম। সর্বপ্রথম সূরা ফাতিহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান অনুসারে) প্রকাশিত হলো– ছাত্রসেনার প্রথম ম্যাগাজিন 'রাহবার'-এ। অতঃপর শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে প্রথম পারার অনুবাদ শেষ করলে 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম'-এর কর্মকর্তাবৃন্দ তা কিতাবাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে আমার পাণ্ডুলিপি মুর্শিদে বরহক, পীরে কামিল, হযরতুল আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়ব শাহ্ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলায়হির তদানিন্তন এক সফরে চট্টগ্রামের বলুয়ারদীঘির পাড়স্থ খানক্বাহ্ শরীফে সদয় অবস্থানকালে তাঁর পবিত্র দরবারে পেশ করেছিলাম। তিনি এ মহান উদ্যোগে অত্যন্ত খুশী হন এবং বরকতময় দো'আ দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। তেমনিভাবে এ উদ্যোগে খুশী হয়েছিলেন দেশের আপামর সুন্নী ওলামা ও ছাত্র-জনতা। রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম ধারাবাহিকভাবে কিতবখানার অনুবাদ প্রকাশ করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে 'প্রথম পারা' অতি সুন্দর অবয়বে প্রকাশ করলো, যা পাঠক সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও নন্দিত হয়েছিলো। এ অধমও অনুবাদ কার্য অব্যাহত রাখলাম। প্রথম পাঁচ পারার অনুবাদ সমাপ্ত হলো। কিন্তু 'রেযা একাডেমী' তা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েও শেষ পর্যন্ত পেরে উঠেনি। শেষ পর্যন্ত 'রেযা একাডেমী, চট্টগ্রাম বিলুপ্তই হয়ে গেলো। অতঃপর এ পাঁচ পারা 'মাসিক তরজুমান'-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হলো। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আমার পক্ষে মাত্র আট পারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। অতঃপর সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাইস্থ এক প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে ১৯৮৭ সালে সেখানে চলে যাই। সেখানে নির্দ্ধারিত দায়িত্ব পালনের পর অবসর সময়টুকুতে পবিত্র ক্বোরআনের উক্ত তরজমা ও তাফসীরের বঙ্গানুবাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকি। আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর অপার অনুগ্রহে বিগত ১৯৯২ সালে, মোতাবেক ৯ই যিলহজ্জ ১৪১৩ হিজরী আরফাহ্ দিবসে বেলা ৪টার সময় উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সর্বশেষ পারাটুকুর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হলো। আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ্।

এবার এর ব্যয়বহুল প্রকাশনা। আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু তাঁর হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় সেটারও ব্যবস্থা করে দিলেন ক্রমান্বয়ে। দুবাইতে কতিপয় হিতাকাংখী ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করলাম। তাঁরা এ মহান কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতার আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করলেন। তাঁদের পরামর্শ ও প্রাথমিক সহযোগিতায় আমিও উৎসাহিত হলাম। বিগত ১৯৯৩ সনের প্রথম দিকে দ্বিতীয়বার হজ্জ্বব্রত পালন ও আল্লাহ্‌র হাবীবের রওযা-ই-আক্বদাসে হাযিরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করার পর দুবাই ফিরে কিতাবখানার প্রকাশনার কাজে হাত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এলাম। এর অব্যবহিত পরেই, আগস্ট '৯৩ সন থেকে উক্ত বঙ্গানুবাদের পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষণ ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ আরম্ভ করলাম। আমার পরম সম্মানিত ওস্তাদ, গাযালী-ই-যমান, উস্তাযুল ওলামা অধ্যক্ষ আলহাজ্ব আল্লামা মুসলেহ্ উদ্দীন সাহেব মাদ্দাযিল্লুহুল আলী নিরীক্ষণের সদয় দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শত ব্যস্ততার মধ্যে তিনি দীর্ঘ এক বৎসর চারমাসে গোটা পাণ্ডুলিপির নিরীক্ষণ সমাপ্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লেখিত সহযোগীদের সহযোগিতা নিয়ে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি তৈরী, কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রুফ রিডিং-এর কাজও সমাধা করলাম।

তারপর ব্যয়বহুল মুদ্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের পালা। ইত্যবসরে 'গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স', চট্টগ্রাম-এর প্রকাশনা প্রকল্পের মাধ্যমে কিতাবটা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সিদ্ধান্তানুযায়ী এর 'প্রকল্প প্রধান' হিসেবে আমি কিতাবটার প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালনের গুরুভার গ্রহণ করলাম। আল্লাহ্ পাকের অপার মেহেরবানীক্রমেই আরো দীর্ঘ এক বৎসর কাল অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে এ বিরাটাকার কিতাবটার মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত করা সম্ভবপর হলো। এ ক্ষেত্রে পূর্বোল্লেখিত সম্মানিত বিশেষ সহযোগীদের কথা একান্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এতদ্‌সঙ্গে আমার পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত অকৃত্রিম সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করাও যুক্তিযুক্ত। আল্লাহ্ পাক সবার আন্তরিকতার যথোপযুক্ত প্রতিদান দিন! আমীন!

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বোল্লেখিত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন ব্যক্তিবর্গের বদান্যতার কারণেই এ ব্যয়বহুল প্রকাশনার কাজ সমাধা করা ও খরচের বিরাট অংশ ভর্তুকি দিয়ে সুলভ মূল্যে সম্মানিত পাঠকদের নিকট পরিবেশন করা সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া, সংযুক্ত আরব আমীরাতের কিছু সংখ্যক উৎসাহী পাঠক এ কিতাবের অগ্রিম গ্রাহক হয়ে এ প্রকাশনার কাজে ধৈর্য সহকারে সহযোগিতা দিয়েছেন। আরো যাঁরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁরা হলেনঃ সর্বজনাব আলহাজ্ হাফেয মুহাম্মদ আমীন (দুবাই), স, উ, ম, আবদুস্ সামাদ (চট্টগ্রাম), ইঞ্জিনিয়ার আলী আহমদ (দুবাই), মুহাম্মদ আবুল বশর চৌধুরী (সার্ভিস ম্যানেজার, আলী মেকাঃ ইঞ্জিঃ ওয়ার্কস, মুসাফ্ফাহ্, আবুধাবী), আলহাজ্ হাফেয্ মুহাম্মদ ইসমাঈল (দুবাই), আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবূ তাহের (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ ফযলুল কবীর চৌধুরী (শারজাহ্), ইনস্পেক্টর মুহাম্মদ নূরুল্ছফা (ফুড কন্ট্রোল বিভাগ, দুবাই মিউনিসিপ্যালিটি), আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস্ সবুর (আল্ হামরিয়া মার্কেট, দুবাই), মুহাম্মদ আবদুল মালেক (মালেক ভবন, নজির আহমদ চৌধুরী রোড, চট্টগ্রাম), মুহাম্মদ আবূ বকর সিদ্দীক্ব (শিলাইগড়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম), আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস আনসারী (মুসাফ্ফাহ্, আবুধাবী), মুহাম্মদ ফুল মিঞা (মুসাফ্ফাহ্, আবুধাবী), আলহাজ মুহাম্মদ শফি (মুসাফ্ফাহ্, আবুধাবী), মাওলানা মুহাম্মদ সলিম সিদ্দীক্বী (মুসাফ্ফাহ্, আবুধাবী), আলহাজ্ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আযীয্ (মুসফ্ফাহ্, আবুধাবী), সৈয়দ মনসূর নাদিম (আবুধাবী), মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যব সিরাজী (আবুধাবী), মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ সরোয়ার (দুবাই), মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল আলম সিদ্দীকী (শারজাহ্), মুহাম্মদ দিদারুল আলম (আজমান), নূরুচ্ছফা (বাবুল) (দুবাই), আলহাজ্ মুহাম্মদ তৈয়্যব (রাস্-আল্-খায়মাহ্), আলহাজ্ মুহাম্মদ সিরাজ ও মুহাম্মদ মাহবূব (রিকার্ভ ইঞ্জিঃ ওয়ার্কসপ, শারজাহ্), আবদুল গফুর সওদাগর (শারজাহ্), মুহাম্মদ আলতাফ হোসাইন (বর্ণালী গ্যারেজ, শারজাহ্), আলহাজ্ মাওলানা আবূ জাফর (আল-আইন শিল্প এলাকা), মাওলানা মুহাম্মদ শফি (আল-আইন শিল্প এলাকা), হাজী বদিউল আলম (নাজিরপাড়া, চট্টগ্রাম), মাওলানা নবীদুর রহমান (আল-আইন), মীর সলিম উদ্দীন (দুবাই), হাজী জালাল আহমদ (দুবাই), মুহাম্মদ সগীর খান (আল সগীর ষ্টীল ট্রেডিং, ফুজায়রাহ্, ইউ,এ,ই) এবং মাওলানা আনসারী (ইমাম, নূর গ্যারেজ, শারজাহ্) প্রমুখ।

সার্বিকভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন গুলশান-ই-হাবীব ইসলামী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম-এর সম্মানিত সভাপতি জনাব আলহাজ্ সৈয়দ মাওলানা হোসাঈন আহমদ ফারুকী, সহ-সভাপতি আলহাজ্ মাওলানা মুহাম্মদ লোকমান হাকীম, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ক্বাযী আবুল বয়ান মুহাম্মদ রিদওয়ানুর রহমান হাশেমী, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফেয মাওলানা মীর মুহাম্মদ এয়াকূব এবং কোষাধ্যক্ষ হাফেয মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক্ব।

আল্লাহ্ পাক সবার সহযোগিতাকে কবূল করুন এবং এর যথাযথ প্রতিদান দিয়ে উভয় জাহানের সাফল্য দান করুন। আমীন!

'কানযুল ঈমান' ও 'খাযাইনুল ইরফান'-এর বঙ্গানুবাদ মূল কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। মুদ্রিত প্রতিটি পৃষ্ঠার মধ্যভাগে প্রতিটি 'বক্স'-এর ডান পাশে পবিত্র ক্বোরআনের আয়াতগুলো (আরবী) বিশুদ্ধরূপে স্থাপন করা হয়েছে। আর প্রতিটি আয়াতের পাশাপাশি এর বঙ্গানুবাদ সুস্পষ্টাক্ষরে দেয়া হয়েছে। আয়াতের বঙ্গানুবাদের মধ্যে স্থান-বিশেষে টীকার নম্বর দেয়া আছে। সেই নম্বর অনুযায়ী পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোর বর্ণনা তাফসীররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। আয়াতগুলোর অনুবাদ পাঠ করার সময় নম্বর অনুসারে পার্শ্ব ও পাদটীকাগুলোও পড়ে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, এ অনুবাদ হচ্ছে 'কানযুল ঈমান' আর 'পাদ ও পার্শ্বটীকা হচ্ছে 'খাযাইনুল ইরফান' (উর্দু)-এর হুবহু বঙ্গানুবাদ।

বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র বানানরীতির অনুসরণ করা হয়েছে। যেমন– আরবী ভাষা থেকে উদ্ভূত শব্দগুলোর প্রায় সবটিতে বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু যেসব আরবী, উর্দু বা ফার্সী শব্দ বাংলা ভাষায় নির্দিষ্ট বানানে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত বানানরীতিরই অনুসরণ করা হয়েছে, যাতে কারো নিকট দৃষ্টি ও শ্রুতিকটু না ঠেকে। আমার অনুসৃত বানানরীতিতে আরবী, উর্দু ও ফার্সী শব্দগুলোর বানানে প্রায় সব জায়গায় নিম্নরূপ উচ্চারণ রীতিকেই অবলম্বন করা হয়েছেঃ

أ - আ
ب - ব
پ - প
ت ط - ত
تھ - থ

ٹ - ট
ٹھ - ঠ
ث س ص - স
چ - চ
ج - জ

چھ - ছ
ح ہ - হ
خ - খ
د - দ
دھ - ধ

ڈ - ড
ڈھ - ঢ
ر - র
ڑ - ড়
ڑھ - ঢ়

ز ذ ظ - য
ژ - ঝ
ش - শ
ض - দ

ع - 'আ
غ - গ/ঘ
ف - ফ
ق - ক্ব
ک - ক
ل - ল

م - ম
ن - ন
و - ভ
ی - য়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ

(আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁর দয়ালু হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করছি।)

সূরা ফাতিহার নামসমূহ ঃ এ সূরার বহু নাম রয়েছেঃ (১) ফাতিহা, (২) ফাতিহাতুল কিতাব (ক্বোরআনের ভূমিকা), (৩) উম্মুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের মূল), (৪) সূরাতুল কানয্‌ (ভাণ্ডার সূরা), (৫) কাফিয়াহ্‌ (প্রাচুর্যসম্পন্ন), (৬) ওয়াফিয়াহ্‌ (পরিপূর্ণ), (৭) শাফিয়াহ্‌ (আরোগ্যদায়ক), (৮) শেফা (আরোগ্য), (৯)সাব্‌'ই মাসানী (সপ্ত প্রশংসা, বারংবার আবৃত্তিযোগ্য সপ্ত আয়াত), (১০) নূর (জ্যোতি), (১১) রুক্বইয়াহ্‌ (দো'আ-তাবিজ), (১২) সূরাতুল হাম্‌দ (প্রশংসার সূরা), (১৩) সূরাতুদ্‌ দো'আ (প্রার্থনার সূরা), (১৪) তা'লীমুল মাস্‌আলা (মাসআলা শিক্ষা), (১৫) সূরাতুল মুনাজাত (মুনাজাতের সূরা), (১৬) সূরাতুত্‌ তাফভীদ (অর্পণের সূরা), (১৭) সূরাতুস্‌ সাওয়াল (যাঞ্চার সূরা), (১৮) উম্মুল কিতাব (কিতাবের মূল), (১৯) ফাতিহাতুল ক্বোরআন (ক্বোরআনের সূচনা) এবং (২০) সূরাতুস্‌ সালাত (নামাযের সূরা)।

এ সূরায় সাতটি আয়াত, সাতাশটি পদ এবং একশ চল্লিশটি বর্ণ আছে। কোন আয়াত 'নাসিখ' (রহিতকারী) কিংবা 'মানসূখ' (রহিতকৃত) নয়।

শানে নুযূল (অবতরণের প্রেক্ষাপট) ঃ এ সূরা মক্কা মুকার্‌রামাহ্‌ কিংবা মদীনা মুনাওয়ারাহ্‌য় অথবা উভয় পূণ্যময়ী ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আমর ইবনে শো'রাহ্‌বীল থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হাকে বললেন, "আমি এক আহ্‌বান শুনে থাকি, যাতে (اِقْرَاْ) 'ইক্বরা' (আপনি পড়ুন!) বলা হয়।" ওয়ারক্বাহ্‌ ইবনে নওফলকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হলো। তিনি আরয করলেন, "যখন এ আহ্বান আসে তখন আপনি স্থিরচিত্তে তা শ্রবণ করুন।" এরপর হযরত জিব্‌রাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, আপনি বলুন, "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম, আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অবতরণের দিক দিয়ে এটাই প্রথম সূরা। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সর্বপ্রথম 'সূরা ইক্বরা' নাযিল হয়েছে। দো'আ বা প্রার্থনার তরীক্বা শিক্ষা দেয়ার জন্য এ সূরার বর্ণনাভঙ্গী বান্দাদের ভাষায়ই এরশাদ হয়েছে।

সূরা ঃ ১ — ১ — ফাতিহা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ফাতিহা মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭ রুকূ'-১

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর;

২. পরম দয়ালু, করুণাময়;

৩. প্রতিদান দিবসের মালিক।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢
مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٣

মানযিল - ১

মাস্‌আলা ঃ নামাযে এ সূরা পাঠ করা ওয়াজিব– ইমাম ও একাকী নামায আদায়কারীর জন্য নিজ মুখে উচ্চারণ করে (প্রত্যক্ষভাবে) এবং মুক্তাদীর জন্য 'হুকমী' বা পরোক্ষভাবে (অর্থাৎ ইমামের মুখে)। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে আছে- قِرَاْءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاْءَةٌ অর্থাৎ "ইমামের পাঠ করাই মুক্তাদীর পাঠ করা।" ক্বোরআন মজীদে মুক্তাদীকে নীরব থাকার এবং ইমামের 'ক্বিরআত' শ্রবণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে- اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (অর্থাৎ-যখন ক্বোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করো এবং নিশ্চুপ থাকো)। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ "ইমাম যখন 'ক্বিরআত' পাঠ করেন তখন তোমরা চুপ থাকো।" আরো বহু সংখ্যক হাদীসে একথাই বর্ণিত হয়েছে।

মাস্‌আলা ঃ জানাযার নামাযে 'দো'আ' স্মরণ না থাকলে 'সূরা ফাতিহা' দো'আর নিয়তে পাঠ করা জায়েয; ক্বিরআতের নিয়তে জায়েয নয়। (আলমগীরী)

সূরা ফাতিহার ফযীলতসমূহ ঃ হাদীসসমূহে এ সূরার বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তাওরীত, ইন্‌জীল ও যাবূরে এর মতো কোন সূরা নাযিল হয়নি।" (তিরমিযী শরীফ)

এক ফিরিশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম আরয করলেন এবং এমন দু'টি 'নূর'-এর সুসংবাদ দিলেন, যা হুযূরের পূর্বে কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি। একটা হচ্ছে 'সূরা ফাতিহা', অন্যটা 'সূরা বাক্বারা'র শেষ আয়াতসমূহ। (মুসলিম শরীফ)

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রোগের জন্য শেফা। (দারমী শরীফ)

সূরা ফাতিহা একশবার পাঠ করে যে প্রার্থনাই করা হোক, আল্লাহ্‌ তা'আলা কবূল করেন। (দারমী শরীফ)

ইস্‌তি'আযাহঃ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম) পাঠ করা

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন তেলাওয়াতের পূর্বে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পাঠ করা সুন্নাত– (তাফসীর-ই-খাযিন)। তবে, ছাত্র যখন শিক্ষক থেকে পাঠ করে তখন তার জন্য সুন্নাত নয়। (ফতোয়া-ই-শামী)

মাস্‌আলাঃ নামাযের মধ্যে ইমাম কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য 'সানা' (সুব্‌হা-নাকা) পাঠ করার পর নীরবে 'আউযু বিল্লাহ্' পাঠ করা সুন্নাত। (শামী)

তাস্‌মিয়াহ্ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পাঠ করা

মাস্‌আলাঃ 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' ক্বোরআন পাকেরই আয়াত; তবে সূরা ফাতিহা কিংবা অন্য কোন সূরার অংশ নয়। এজন্যই তা (ক্বিরআতের সাথে) উচ্চরবে পাঠ করা হয় না। বোখারী ও মুস্‌লিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত সিদ্দীক্বে আকবর ও হযরত ফারূক্বে আ'যম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন' থেকেই নামায (ক্বিরআত) আরম্ভ করতেন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহার সাথে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চরবে পাঠ করতেন না।

মাস্‌আলাঃ 'তারাবীহ্‌র নামায'- এর মধ্যে যেই খতম আদায় করা হয় তাতে কখনো একবার উচ্চরবে 'বিস্‌মিল্লাহ্' অবশ্যই পড়তে হবে, যেন একটা আয়াত বাদ না পড়ে।

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন শরীফে 'সূরা বারাআত' (সূরা তাওবা) ব্যতীত প্রত্যেকটা সূরা 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করতে হয়।

মাস্‌আলাঃ 'সূরা নাম্‌ল'-এর মধ্যে সাজদার আয়াতের পর যেই 'বিস্‌মিল্লাহ্'র উল্লেখ রয়েছে তা কোন পূর্ণ আয়াত নয়; বরং আয়াতের একটা অংশ মাত্র। সর্বসম্মতভাবে, ঐ আয়াতের সাথে অবশ্যই পড়তে হবে– যেসব নামাযে 'ক্বিরআত' উচ্চরবে পড়া হয় সেসব নামাযে সরবে, আর যেসব নামাযে নীরবে পড়তে হয় সেসব নামাযে নীরবে।

মাস্‌আলাঃ প্রত্যেক 'মুবাহ্' (বৈধ) কাজ 'বিস্‌মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করা মুস্তাহাব। 'না'জায়েয্' বা অবৈধ কাজের প্রারম্ভে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়া নিষিদ্ধ।

সূরা ঃ ১	২	ফাতিহা
৪. আমরা(যেন)তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি!		اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤
৫. আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো!		اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥
মানযিল - ১		

সূরা ফাতিহার বিষয়বস্তুসমূহঃ এ সূরায় আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা, রাবূবিয়াত, রহমত, মালিকানা, ইবাদতের একক উপযুক্ততা, উত্তম কাজের তৌফিক দান, বান্দাদের পথ-নির্দেশনা, আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ, ইবাদতকে একমাত্র তাঁরই জন্য সীমিতকরণ, সাহায্য তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা, তাঁরই হিদায়ত তলব করা, প্রার্থনার নিয়ম-কানুন, সৎবান্দাদের অবস্থাদির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা, পথভ্রষ্টদের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকা ও তাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা, পার্থিব জীবনের পরিণতি ও প্রতিদান, প্রতিদান-দিবসের বিস্তারিত এবং সমস্ত মাস্‌আলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

হামদঃ حَمْد (আল্লাহ্‌র প্রশংসা)

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি কাজের প্রারম্ভে 'তাস্‌মিয়াহ্' (আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা)-এর ন্যায় 'হাম্‌দ' (আল্লাহ্‌র প্রশংসা) করা চাই।

মাস্‌আলাঃ 'হাম্‌দ' কখনো 'ওয়াজিব'; যেমন-জুমু'আর খোৎবায়। কখনো 'মুস্তাহাব'; যেমন-বিবাহের খোৎবায়, দো'আয়, প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রারম্ভে এবং প্রত্যেক পানাহারের পর। কখনো 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্'; যেমন-হাঁচি আসার পর। (তাহ্‌তাভী শরীফ)

রাব্বিল আলামীন (رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ **)ঃ** এর মধ্যে সমস্ত সৃষ্টিজগত যে ক্ষণস্থায়ী, 'মুম্‌কিন' ★ ও মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ্ তা'আলা যে চিরস্থায়ী, অনাদি, অনন্ত, চিরন্তন, চিরজীবী, চির তত্ত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ– সেসব বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে; যেসব গুণাবলী আল্লাহ্ পাক 'রাব্বুল আলামীন'-এর জন্য অপরিহার্য। এ দু'টি মাত্র শব্দের মধ্যে 'ইল্‌ম-ই-ইলাহিয়্যাৎ' (খোদাতাত্ত্বিক জ্ঞান) -এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন (مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ **)ঃ** আল্লাহ্‌রই মালিকানার পূর্ণ-বিকাশের বর্ণনা এবং এটা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। কেননা, সমস্ত সৃষ্টি হলো তাঁরই মামলূক (মালিকানাধীন) এবং মামলূক উপাস্য হবার যোগ্য হতে পারে না। এ থেকে জানা যায় যে, দুনিয়া হচ্ছে 'দারুল আমল' বা কর্মক্ষেত্র। আর এর একটা অন্ত বা শেষ রয়েছে। বিশ্বের এ পরম্পরাকে 'আদি-অন্তহীন' বলা বাতিল। দুনিয়ার পরিসমাপ্তির পর একটা প্রতিদান-দিবস রয়েছে। এ আয়াত দ্বারা 'তানাসুখ' (পুনঃজন্মবাদ) বাতিল বলে প্রমাণিত হলো।

★ 'মুমকিন' (مُمْكِن)ঃ আরবী দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষায়, 'মুমকিন' হলো– যা সৃষ্টি হবার পূর্বে 'হওয়া' বা 'না হওয়া' উভয়ই সম-সম্ভাবনাময়; কিন্তু তা অস্তিত্ব লাভ করার জন্য অপরের (অর্থাৎ স্রষ্টার) মুখাপেক্ষী।

ইয়্যাকা না'বুদু (إِيَّاكَ نَعْبُدُ): আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর বর্ণনার পর আয়াতের এ অংশটা উল্লেখ করে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় যে, 'আক্বীদা'ই আমলের পূর্বশর্ত এবং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা আক্বীদার বিশুদ্ধির উপর নির্ভরশীল।

মাস্আলাঃ 'না'বুদু' (نَعْبُدُ) – এ বহুবচন ক্রিয়াপদ দ্বারা ইবাদতকে জমা'আত সহকারে (সম্মিলিতভাবে) আদায় করার বৈধতাও বোধগম্য হয়। একথাও বুঝা যায় যে, সাধারণ মুসলমানের ইবাদত আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের ইবাদতের সাথে মিলে কবূলিয়াতের মর্যাদা লাভ করে।

মাস্আলাঃ এতে শির্ক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো জন্য ইবাদত হতে পারে না।

ইয়্যাকা নাস্তা'ঈন (إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ): এ'তে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সাহায্য প্রার্থনা শুধু আল্লাহ্র নিকটই– প্রত্যক্ষভাবে হোক, কিংবা পরোক্ষভাবে হোক। সাহায্য প্রার্থনার উপযোগী প্রকৃতপক্ষে তিনিই; অন্যান্য উপায়-উপকরণ, সেবক ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি সবই আল্লাহ্র সাহায্যেরই মাধ্যম। বান্দাকে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহ্র কুদরতকেই প্রকৃত কার্য সম্পাদনকারী মনে করা একান্ত আবশ্যক। আয়াতের এ অংশ থেকে নবী ও ওলীগণের নিকট সাহায্য চাওয়াকে শির্ক মনে করা একটা বাতিল আক্বীদা (ভ্রান্ত বিশ্বাস)। কেননা, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য বান্দাদের সাহায্য (প্রকৃতপক্ষে,) আল্লাহ্রই সাহায্য, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা নয়। যদি এ আয়াতের ঐ অর্থ হতো, যা ওহাবী সম্প্রদায় বুঝে নিয়েছে, তা'হলে ক্বোরআন মজীদে (أَعِينُونِي بِقُوَّةٍ) (যুল ক্বারনায়ন বললেন, "তোমরা আমাকে শক্তি দ্বারা সাহায্য করো"।) এবং اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوٰةِ (তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো!) কেন এরশাদ হয়েছে? আর হাদীস শরীফসমূহে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের নিকট সাহায্য চাওয়ার শিক্ষাই বা কেন দেয়া হয়েছে?

ইহ্দিনাস সিরা-তাল মুস্তাক্বীম (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ): আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলীর পরিচয়ের পর ইবাদত, অতঃপর প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। এ থেকে এ মাস্আলা জানা যায় যে, বান্দাদের ইবাদতের পর দো'আয় মগ্ন হওয়া উচিত। হাদীস শরীফেও নামাযের পর 'দো'আ' বা প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। (তাবরানী ফিল্ কবীর ও বায়হাক্বী ফিস্ সুনান)

সূরা : ১	৩ ফাতিহা
৬. তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো;	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ
৭. তাদের পথে নয়, যাদের উপর গযব নিপতিত হয়েছে এবং পথভ্রষ্টদের পথেও নয়। (আমীন!) ★	غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
মানযিল – ১	

'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা 'ইসলাম' অথবা 'ক্বোরআন মজীদ' কিংবা 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূত পবিত্র চরিত্র' অথবা 'হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন (আহ্লে বায়ত) ও সাহাব্য কেরামের কথা'ই বুঝানো হয়েছে। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' হলো আহ্লে সুন্নাতেরই অনুসৃত পথ; যাঁরা আহ্লে বায়ত, সাহাবা কেরাম, ক্বোরআন ও সুন্নাহ্ এবং 'বৃহত্তম জমা'আত' সবাইকে মান্য করেন।

সিরা-তাল্লাযী-না আন্'আম্তা আলায়হিম (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ): (এ আয়াত) উপরোক্ত বাক্যেরই তাফসীর বা ব্যাখ্যা। অর্থাৎ 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম' দ্বারা মুসলমানদেরই পথকে বুঝানো হয়েছে। (তাছাড়া, তা'দ্বারা অনেক মাস্আলার সমাধানও পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ে বুযর্গানে দ্বীনের আমল রয়েছে তা-ই 'সিরাতাল মুস্তাক্বীম'-এর অন্তর্ভুক্ত।

গায়রিল মাগ্দুবি আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ): এ বাক্যেও হিদায়ত রয়েছে। যেমন-

মাস্আলাঃ সত্য-সন্ধানীদের জন্য খোদার দুশমন থেকে দূরে থাকা এবং এদের পথ, কার্যকলাপ, আচার-আচরণ এবং রীতি-নীতি থেকে বিরত থাকা একান্ত আবশ্যক।

তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়ত থেকে বুঝা যায় যে, 'মাগ্দূ-বি আলায়হিম' (مَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) দ্বারা 'ইহুদী' এবং 'দোয়া-ল্লীন (ضَالِّينَ) দ্বারা খৃষ্টানদের কথা বুঝানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ 'দোয়াদ' (ض) ও 'যোয়া' (ظ)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বৈশিষ্ট্যে অক্ষর দু'টির মধ্যে মিল থাকা উভয়কে এক করতে পারে না। কাজেই, غَيْرِ الْمَظْلُوبِ 'যোয়া' (ظ) সহকারে পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে তা হবে ক্বোরআন পাকে বিকৃতি সাধন ও 'কুফর'; নতুবা না-জায়েয।

মাস্আলাঃ যে ব্যক্তি 'দোয়াদ' (ض)-এর স্থলে 'যোয়া' (ظ) পড়ে সে ব্যক্তির 'ইমামত' জায়েয্ নয়। (মুহীতে বুরহানী)

আ-মীন (آمِينَ): এর অর্থ হচ্ছে- 'এরূপ করো' অথবা 'কবূল করো'!

মাস্আলাঃ এটা ক্বোরআনের শব্দ নয়।

মাস্আলাঃ 'সূরা ফাতিহা' পাঠান্তে– নামাযে ও নামাযের বাইরে 'আ-মীন' (آمِينَ) বলা সুন্নাত।

★ 'সূরা ফাতিহা' সমাপ্ত।

প্রথম পারা

মাস্‌আলাঃ হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি)-এর মাযহাব হচ্ছে– নামাযের ভিতর 'আ-মীন' নীরবে (চুপেচুপে) বলতে হয়। সমস্ত হাদীসের উপর আলোকপাত ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উচ্চরবে 'আ-মীন' বলা সম্পর্কীয় হাদীসগুলোর মধ্যে একমাত্র হযরত ওয়া-ইল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু)-এর রেওয়ায়তই সহীহ্‌। এ'তে 'আ-মীন' সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে– مَــدَّ بِهَــا (মাদ্দাবিহা), যা 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ নিশ্চিতভাবে প্রকাশ করে না। (বরং এটা একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ।) এ'তে যেমন 'আ-মীন' উচ্চস্বরে পড়ার অর্থ গ্রহণ করার সম্ভাবনা (اِحْتِمَالْ) থাকে, তেমনি, বরং অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমতানুযায়ী, এর 'হামযাহ্‌'কে (هَمْزَه) 'মাদ্দ' (~) সহকারে পাঠ করার অর্থ লওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এ কারণে এ (দ্ব্যর্থক) রেওয়ায়ত (হাদীস) উচ্চরবে (আ-মীন) বলার দলীল হতে পারে না। আর অন্যান্য রেওয়ায়ত, যেগুলোর মধ্যে এটা উচ্চস্বরে পড়ার বর্ণনা আছে, সেগুলোর 'সনদ'-এর মধ্যে মতভেদ আছে। এতদ্ব্যতীত, ঐসব রেওয়ায়ত হচ্ছে- 'অর্থ' বা 'ভাবভিত্তিক' (بِالْمَعْنٰى) এবং 'রাভী' (হাদীস বর্ণনাকারী) -এর 'বুঝ' (رِوَايَةٌ بِالْمَعْنٰى) মাত্র; 'হাদীস' নয়। অতএব, 'আ-মীন' (آمِيْن) চুপেচুপে বলাই অধিকতর বিশুদ্ধ।★

****

টীকা-১. সূরা বাক্বারাঃ এ সূরা 'মাদানী'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, মদীনা শরীফে সর্বপ্রথম এ সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে; তবে وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ الْآيَة বিদায় হজ্জের সময় মক্কা মুকাররমায় নাযিল হয়েছে। (তাফসীর-ই-খাযিন)

এ সূরায় ২৮৬টি আয়াত, ৪০টি রুকূ', ৬,১২১টি পদ এবং ২৫,৫০০টি বর্ণ আছে। (তাফসীর-ই-খাযিন)

প্রাথমিক যুগে ক্বোরআন শরীফে সূরাগুলোর নাম লিখা হতো না। নাম লিখার এ নিয়ম (পদ্ধতি) হাজ্জাজ ইবনে য়ূসুফই প্রবর্তন করেন।

হযরত ইবনুল আরবীর বর্ণনানুযায়ী, সূরা বাক্বারার ১০০০ নির্দেশ, ১০০০ নিষেধ, ১০০০ বিধি-বিধান এবং ১০০০ বিবরণী রয়েছে। সেগুলো মোতাবেক আমল করায় বরকত এবং প্রত্যাখ্যানে অনুশোচনা অবধারিত। এ গুলোর উপর কোন বাতিলপন্থী কিংবা যাদুকরের কোন ক্ষমতা নেই।

যে ঘরে এ সূরা পাঠ করা হয় তিন দিন পর্যন্ত অবাধ্য শয়তান সে ঘরে প্রবেশ করে না। মুসলিম শরীফের হাদীসে এরশাদ হয়েছে- শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে, যেখানে এ সূরা পাঠ করা হয়– (তাফসীর-ই-জুমাল)। ইমাম বায়হাক্বী এবং সা'ঈদ ইবনে মনসূর হযরত মুগীরা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি নিদ্রার প্রাক্কালে সূরা বাক্বারার দশটা আয়াত পাঠ করবে সে কখনো ক্বোরআন শরীফ ভুলবেনা। সে আয়াতগুলো হচ্ছে- এ সূরার প্রথম চার আয়াত, আয়াতুল কুরসী ও তদ্‌সংলগ্ন দু'আয়াত এবং সূরার শেষ তিনটি আয়াত।

মাস্‌আলাঃ ইমাম তাবরানী ও ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে ওমর 'রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা' থেকে বর্ণনা করেন- হুযূর আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌ সালাম এরশাদ করেন, "মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার পর কবরের শির-প্রান্তে সূরা বাক্বারার প্রথম তিন আয়াত এবং পদ-প্রান্তে শেষের আয়াতগুলো পাঠ করো।"

শানে নুযূলঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি এমনি এক কিতাব নাযিল করার ওয়াদা দিয়েছিলেন, যাকে না পানি দ্বারা ধুয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে, না তা জীর্ণ-শীর্ণ হবে। যখন ক্বোরআন পাক নাযিল হলো তখন এরশাদ করলেন- ذٰلِكَ الْكِتٰبُ (যালিকাল কিতাবু) অর্থাৎ 'এটা হচ্ছে সেই প্রতিশ্রুত কিতাব।' (অন্য) একটা অভিমত হলো- আল্লাহ্‌ তা'আলা বনী ইস্রাঈলের প্রতি একটা কিতাব নাযিল করার এবং হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে একজন নবী প্রেরণের ওয়াদা দিয়েছিলেন। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করলেন, যেখানে বহু সংখ্যক ইহুদী বসবাস করতো, তখন 'আলিফ-লাম-মীম, যালিকাল কিতাবু' (সূরা বাক্বারা) নাযিল করে উক্ত ওয়াদা পূরণের সংবাদ দিলেন। (তাফসীর-ই-খাযিন)

টীকা-২. الٓمّٓ। (আলিফ-লাম-মীম)ঃ সূরাগুলোর প্রারম্ভে যে 'হুরূফে মুক্বাত্তা'আত' বা বিচ্ছিন্ন (একক) বর্ণসমূহ উল্লেখ করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে– এগুলো আল্লাহ্‌র রহস্যাবলী ও বহু অর্থবোধক বর্ণ সমষ্টি। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি

★ 'সূরা ফাতিহা'র টীকা-তাফসীর সমাপ্ত।

আল্লাহই জানেন। আমরা শুধু এ গুলোর সত্যতার উপর ঈমান বা পূর্ণ বিশ্বাস রাখি।

টীকা-৩. لَا رَيْبَ فِيْهِ (লা রায়বা ফীহি)ঃ (অর্থাৎ ক্বোরআন সন্দেহের ক্ষেত্র নয়।) কারণ, সন্দেহ তাতেই হয়, যার পক্ষে দলীল নেই। ক্বোরআন শরীফ এমন সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি সম্বলিত কিতাব, যেগুলো প্রতিটি সুবিবেচক বিবেকবান ব্যক্তিকে, এটা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং নিরেট সত্য হওয়ায় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করে। কাজেই, এ কিতাব কোন প্রকারের সন্দেহযোগ্য নয়। অন্ধ ব্যক্তির অস্বীকারের ফলে যেমন সূর্যের অস্তিত্বে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি একগুঁয়ে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরের সংশয় ও অস্বীকারের কারণে এ মহান কিতাব সামান্যতম সন্দেহযুক্তও হতে পারেনা।

টীকা-৪. هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন)ঃ যদিও ক্বোরআন করীমের হিদায়ত প্রতিটি পাঠক ও গবেষকের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য- সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির; যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন- هُدًى لِّلنَّاسِ (হুদাল্লিন্নাস, অর্থাৎ এ পবিত্র ক্বোরআন সমস্ত মানব জাতির জন্যই সাধারণভাবে পথ প্রদর্শক); কিন্তু যেহেতু পরহেয্‌গার বা খোদাভীরুরাই তা থেকে হিদায়তগ্রহণ করে উপকৃত হন,সেহেতু 'হুদাল্লিল মুত্তাক্বীন' (অর্থাৎ ক্বোরআন খোদাভীরুদের জন্যই পথ প্রদর্শক) এরশাদ হয়েছে। যেমন বলা হয়, "বৃষ্টি শাক-সব্জীর ক্ষেতের জন্য হয়।" (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা শাক-সব্জীর ক্ষেত ও গাছপালাই উপকৃত হয়ে থাকে;) যদিও বৃষ্টি বর্ষিত হয় মরুভূমি ও অনাবাদী জমির উপরও।

তাক্বওয়াঃ এর কয়েকটা অর্থ হতে পারে। যথা- নিজেকে ভীতিপ্রদ বস্তু থেকে রক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায়, নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ পরিহার করে নিজেকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত রাখা। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, মুত্তাক্বী সে ব্যক্তিই, যে শির্ক, গুনাহ্ কবীরাহ্ ও ফাহিশাহ্ (অশ্লীলতা) থেকে বিরত থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে অন্য কারো থেকে উত্তম মনে করেনা সেই হলো 'মুত্তাক্বী'। কারো কারো মতে, তাক্বওয়া হলো- হারাম বস্তুসমূহ বর্জন করা এবং একান্ত করণীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা। কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে, পুনঃপুনঃ পাপাচার ও ইবাদত-বন্দেগীর উপর অহংকার বর্জন করাই তাক্বওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, এটাই তাক্বওয়া যে, তোমার প্রভু তোমাকে সে স্থানে পাবেননা, যে স্থানটা তোমার জন্য তিনি নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। অন্য এক অভিমত হচ্ছে- তাক্বওয়া হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম-এর অনুসরণেরই নাম- (খাযিন)। এ সমস্ত অর্থই পরস্পর সামঞ্জস্য রাখে এবং পরিণাম ও তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর বিরোধী নয়।

তাক্বওয়ার স্তরসমূহঃ তাক্বওয়ার স্তর অনেক। যথাঃ (১) সাধারণ লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে- ঈমান এনে কুফর থেকে বিরত থাকা, (২) মধ্যম স্তরের লোকের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা এবং (৩) বিশেষ ব্যক্তিদের তাক্বওয়া। তা হচ্ছে ঐ সমস্ত জিনিষ পরিহার করা, যেগুলো আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন করে। (জুমাল)

সূরাঃ ২ বাক্বারা	৫	পারাঃ ১
৩. তারাই, যারা না দেখে ঈমান আনে (৫), নামায কায়েম রাখে (৬) এবং আমার দেয় জীবিকা থেকে আমার পথে ব্যয় করে - (৭)।		الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝
মানযিল - ১		

হযরত অনুবাদক আ'লা হযরত (কুদ্দিসা সিররুহু) উল্লেখ করেছেন- তাক্বওয়া সাত প্রকার। যথাঃ (১) কুফর থেকে বিরত থাকা। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যেই রয়েছে; (২) ভ্রান্ত আক্বাইদ ও মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা। এটা প্রত্যেক সুন্নীর মধ্যেই অর্জিত রয়েছে; (৩) প্রত্যেক 'কবীরাহ্ গুনাহ্' থেকে বিরত থাকা; (৪) 'সগীরাহ্' বা ছোট-খাট গুনাহ্ থেকেও বিরত থাকা; (৫) সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকা; (৬) রিপুর প্রবৃত্তি থেকে বেঁচে থাকা এবং (৭) অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। এটা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পর্যায়। আর ক্বোরআনে আযীম এ সাত পর্যায়ের লোকেরই হিদায়তকারী।

টীকা-৫. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ (আল্‌-লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল্ গায়বি)ঃ এখান থেকে مُفْلِحُوْنَ (মুফলিহূন) পর্যন্ত আয়াতসমূহ খাঁটি মু'মিনদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে ঈমানদার। এর পরবর্তী দু'টি আয়াত প্রকাশ্য কাফিরদের সম্পর্কে, যারা বাহ্যিক ও আন্তরিকভাবে কাফির। এর পরবর্তী وَمِنَ النَّاسِ (ওয়া মিনান্না-সি) থেকে ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ, যাদের অন্তরে রয়েছে 'কুফর'; কিন্তু বাহ্যিকভাবে নিজেরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে প্রকাশ করে। (জুমাল)

গায়ব (غَيْب)ঃ শব্দটি مصدر (ক্রিয়ার ধাতুমূল)। এটা হয়ত اسم فاعل (ইসমে ফা-'ইল)-এর অর্থে ব্যবহৃত। এতদ্ভিত্তিতে, 'গায়ব' হলো, যা ইন্দ্রিয় শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় না। এ ধরণের 'গায়ব' দু'প্রকার -

প্রথমতঃ সেই গায়ব, যার উপর কোন দলীল থাকে না। এ ধরণের গায়বকে 'ইলমে গায়ব-ই-যাতী' বলা হয়। عِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ [অর্থাৎ তাঁর (আল্লাহ্) নিকটই অদৃশ্য জ্ঞানভাণ্ডার, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না] এ আয়াতে ঐ শ্রেণীর গায়বের কথাই বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সমস্ত আয়াতের মধ্যে, যেগুলোতে 'ইলমে গায়ব'কে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যান্যদের জন্য অস্বীকার করা হয়েছে, তাতে এ শ্রেণীরই 'ইলমে গায়ব' অর্থাৎ 'যাতী' (ذاتى)-ই উদ্দেশ্য, যার উপর কোন দলীল নেই। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট।

দ্বিতীয়তঃ (ঐ গায়ব) যার উপর দলীল আছে। যেমন, বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর গুণাবলী, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর নবূয়ত ও তদসম্পর্কীয় আহকাম, আল্লাহ্‌র বিধানসমূহ, শেষ দিবস (ক্বিয়ামত) ও এর অবস্থাসমূহ, হাশর-নশর, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ইত্যাদির জ্ঞান, যার উপর দলীল রয়েছে এবং যা আল্লাহ্‌র শিক্ষাদান (ওহী) দ্বারা অর্জিত হয়। এখানে (আয়াত) এটাই উদ্দেশ্য।

এ দ্বিতীয় প্রকারের গায়বের জ্ঞান ও আস্থা, যা ঈমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত, প্রত্যেক মু'মিনেরই রয়েছে। যদি তা না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধন্য বান্দাগণ- নবী ও ওলীগণের উপর যে সমস্ত অদৃশ্য জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তা ঐ প্রকারেরই 'ইলমে

গায়ব'। অথবা 'গায়ব' শব্দটিকে معنى مصدرى বা 'ক্রিয়াধাতুগত অর্থে' ব্যবহার করা যায়। আর এমতাবস্থায়, হয়ত 'গায়ব'-এর 'সেলাহ্' (صلہ) مُؤمَنٌ بِہٖ সাব্যস্ত হবে, নতুবা, "ب"- কে উহ্য শব্দ مُتَلَبِّسِيْنَ -এর সাথে সম্পর্কিত করে (ضمير এর- يُؤْمِنُوْنَ থেকে) حال সাব্যস্ত করা হবে। প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায়, আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "যারা না দেখে ঈমান আনে।" যেমন হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্রুহু) অনুবাদ করেছেন। শেষোক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী, অর্থ হবে- "যারা মু'মিনদের পেছনে, অগোচরেও ঈমান আনে।" অর্থাৎ তাদের ঈমান মুনাফিকদের ন্যায় মু'মিনদেরকে দেখানোর জন্য নয়; বরং তারা আন্তরিকভাবে, অনুপস্থিত ও উপস্থিত- উভয় অবস্থায়ই ঈমানদার থাকে।

'গায়ব'-এর অন্য ব্যাখ্যায়, 'গায়ব' শব্দ দ্বারা 'অন্তর' বুঝানো হয়েছে। তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়- "তারা মনে-প্রাণে ঈমন আনে।" (তাফসীর-ই-জুমাল)

ঈমানঃ যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে হিদায়ত ও ইয়াক্বীন সহকারে, চূড়ান্তভাবে একথা সাব্যস্ত হয় যে, সেগুলো দ্বীন-ই-মুহাম্মদীরই অন্তর্ভুক্ত, সে সমস্ত বিষয়কে মেনে নেয়া, অন্তরের সাথে বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নামই প্রকৃত ঈমান। আমল ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ কারণেই يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ এর পর وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এরশাদ করেছেন।

টীকা-৬. 'নামায কায়েম রাখা'র অর্থ হচ্ছে- সর্বদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে, নির্দ্ধারিত সময়ে যথারীতি নামাযের 'আরকান' পূর্ণরূপে পালন করে এবং নামাযের ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাব কাজগুলো সতর্কতার সাথে সম্পন্ন করে, কোনটিতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতিও ঘটতে দেয়না, নামায ভঙ্গকারী কিংবা মাকরূহ্‌র কারণ হয় এমন সব কিছু থেকে নামাযকে মুক্ত রাখে এবং এর অপরিহার্য কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে।

নামাযের অপরিহার্য কার্যাদি দু'প্রকার। যথা- (১) বাহ্যিক কার্যাবলী, যেগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে; আর (২) অপ্রকাশ্য বা অন্তরের কার্যাবলী। সেগুলো হচ্ছে- বিনয় ও নম্রতা সহকারে একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে মনোনিবেশ করা এবং মুনাজাত-প্রার্থনায় আত্মনিয়োগ করা।

টীকা-৭. 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা'র মানে হচ্ছে- হয়তঃ যাকাত প্রদান করা; যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে- وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ (অর্থাৎ তারা নামায কায়েম রাখে এবং যাকাত প্রদান করে)। অথবা 'সাধারণ ব্যয়'; তা ফরয হোক কিংবা ওয়াজিব; যেমন- যাকাত, মান্নত, নিজের এবং স্বীয় পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করা ইত্যাদি। কিংবা 'মুস্তাহাব ব্যয়'; যেমন- নফল সাদক্বাহ্‌সমূহ এবং মৃত ব্যক্তিদের রূহে ঈসালে সাওয়াবের জন্য অর্থ ব্যয় করা ইত্যাদি।

সূরাঃ ২ বাক্বারা	৬	পারা ঃ ১
৪. এবং তারাই, যারা ঈমান আনে এর উপর যা, হে মাহবুব! আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা আপনার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে (৮) আর পরলোকের উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে (৯)।		وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝
৫. সে সব লোক তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তারাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবে।		اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝
মানযিল - ১		

মাস্‌আলাঃ গেয়ারবী (একাদশ তারিখের আয়োজন), ফাতেহা-খানি, তীজাহ্ (মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তৃতীয় দিবসে তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য আয়োজন), চেহলাম (কারো মৃত্যুর চল্লিশতম দিবসের আয়োজন) ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এগুলোও নফল সাদক্বাহ্। ক্বোরআন পাক এবং কলেমা শরীফ পাঠ করা- সাওয়াবের কাজের সাথে অন্য সাওয়াবের কাজ মিলে প্রতিদান ও সাওয়াবকে বৃদ্ধি করে।

মাস্‌আলাঃ (وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ -এর) مِمَّا পদটির মধ্যে "مِنْ" হরফটা تبعيضيه (বা একাংশ নির্দেশক)। এ পদটা একথাই নির্দেশ করে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে গিয়ে অপব্যয় করা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ সে ব্যয় নিজের জন্য হোক অথবা স্বীয় পরিবার-পরিজনের জন্য হোক, কিংবা অন্য কারো জন্য হোক, মধ্যম ধরণের হওয়া উচিত; অপব্যয় না হওয়া চাই।

رَزَقْنٰهُمْ বাক্যাংশটিকে (يُنْفِقُوْنَ -এর) পূর্বে উল্লেখ করে এবং رزق (দান করা) ক্রিয়াটি আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সাথে সম্পর্কিত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'ধন-দৌলত তোমাদের সৃষ্ট নয়, (বরং) আমারই প্রদত্ত। এ'কে যদি আমার নির্দেশে আমার পথে ব্যয় না করো, তবে তোমরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৃপণ প্রতিপন্ন হবে। আর এ কার্পণ্য বড়ই ঘৃণ্য।'

টীকা-৮. এ আয়াতে 'আহ্‌লে কিতাব' বলে সেসব মু'মিনের কথা বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ নিজ কিতাব এবং পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাব ও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) - এর প্রতি আগত ওহীর উপর ঈমান এনেছে এবং ক্বোরআন পাকের উপরও। আর مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ (মা উন্‌যিলা ইলায়কা) দ্বারা সম্পূর্ণ ক্বোরআন পাক ও পূর্ণ শরীয়ত বুঝানো হয়েছে। (জুমাল)

মাস্‌আলাঃ ক্বোরআন পাকের উপর ঈমান আনা যেভাবে প্রত্যেক 'শরীয়তের বিধি-নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি'র উপর ফরয, তেমনি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করাও অপরিহার্য। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নবীগণের প্রতি যা নাযিল করেছেন, অবশ্য তন্মধ্যে যে সব বিধান আমাদের শরীয়তে রহিত হয়ে গেছে সেগুলোর উপর আমল করা জায়েয নয়; কিন্তু তাতে ঈমান রাখা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোতে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' 'ক্বিবলা' ছিলো। এর উপর ঈমান আনা তো আমাদের উপর অপরিহার্য; কিন্তু তদনুযায়ী আমল করা', অর্থাৎ নামাযের মধ্যে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো জায়েয হবে না; (কারণ,) তা রহিত হয়ে গেছে।

মাস্আলাঃ কোরআন শরীফের পূর্বে যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলোর উপর 'মোটামুটিভাবে' (إجمالاً) বিশ্বাস স্থাপন করা 'ফরয-ই-আইন' (অর্থাৎ প্রত্যেকের উপর ফরয) এবং কোরআন শরীফের উপরও। বিস্তারিতভাবে জ্ঞান লাভ 'ফরয-ই-কিফায়াহ্'। কাজেই, সাধারণ মুসলমানদের জন্য এর বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা ফরয নয়, যখন তাদের মধ্যে এমনসব 'আলিম' বর্তমান থাকেন, যাঁরা কোরআন শরীফের বিস্তারিত জ্ঞানার্জনে পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন।

টীকা-৯. অর্থাৎ 'আখিরাত' বা পরলোক এবং এতে যা কিছু রয়েছে, যেমন- প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ ইত্যাদির উপর এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং আস্থা রাখে যে, তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই। এতে আহ্লে কিতাব ও অন্যান্য কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যারা আখিরাত বা পরলোক সম্পর্কে ভ্রান্ত 'আ'ক্বীদা' পোষণ করে।

টীকা-১০. 'আউলিয়া' বা আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাদের পর শত্রুদের উল্লেখ করা হিদায়তেরই অন্যতম হিকমত। কারণ, এ বিপরীতমুখী বর্ণনা থেকে প্রত্যেকের নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রকৃতি ও তার পরিণতির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা | ৭ | পারা ঃ ১

৬. নিশ্চয় তারা, যাদের অদৃষ্টে কুফর রয়েছে (১০) তাদের জন্য সমান- চাই আপনি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করুন কিংবা না-ই করুন। তারা ঈমান আনার নয়।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑥

৭. আল্লাহ্ তাদের অন্তরগুলোর উপর এবং কানগুলোর উপর মোহর ছেপে দিয়েছেন। আর তাদের চোখের উপর কালো-ঠুলী (আবরণ) রয়েছে (১১) এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি (১২)।

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑦

রুকূ' - দুই

৮. এবং কিছু লোক বলে (১৩), 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছি।' এবং (আসলে) তারা ঈমানদার নয়।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ⑧

মান্যিল - ১

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবূ জাহ্ল ও আবূ লাহাব প্রমুখ কাফির সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্র জ্ঞানে, ঈমান থেকে বঞ্চিত। এ জন্যই তাদের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার বিরোধিতা থেকে ভীতি প্রদর্শন করা কিংবা না করা- উভয়ই সমান; তাদের ক্ষেত্রে তা ফলপ্রসূ হবে না। তবুও হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচেষ্টা বৃথা যাবে না। কারণ, সাধারণতঃ রিসালাতের পদ-মর্যাদার দায়িত্ব হলো পথ প্রদর্শন করা, দলীল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া।

মাস্আলাঃ যদিও জনসাধারণ হিদায়ত গ্রহণ না করে তবুও পথপ্রদর্শক তাঁর পথপ্রদর্শনের সাওয়াব পাবেন। এ আয়াতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অন্তরে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, যেন কাফিরগণ ঈমান গ্রহণ না করলেও তিনি মর্মাহত না হন। তাঁর প্রচেষ্টাই হচ্ছে দ্বীনের পরিপূর্ণ 'দাওয়াত' পৌঁছানো। এর প্রতিদান অবশ্যই মিলবে। বঞ্চিত তো ঐ হতভাগ্য লোকেরাই, যারা তাঁর (দঃ) আনুগত্য করেনি।

কুফরঃ আল্লাহ্র অস্তিত্ব কিংবা তাঁর একত্ববাদ অথবা কোন নবীর নবূয়ত কিংবা যে সমস্ত বিষয় দ্বীনের অঙ্গ হিসেবে সুস্পষ্ট, সে সব বিষয় থেকে কোন একটা বিষয়কে অস্বীকার করা অথবা এমন কোন কাজ করা, যা শরীয়ত মতে অস্বীকারেরই দলীল হয়- তাই 'কুফর'।

টীকা-১১. সারকথা হলো- কাফিররা গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতার মধ্যে এমনভাবে নিমজ্জিত যে, তারা সত্য দেখা, শুনা এবং বুঝা থেকে এমনভাবে বঞ্চিত হয়ে গেছে যেমন কারো হৃদয় ও কানের উপর মোহর লেগেছে এবং চোখের উপর পর্দা ঢাকা পড়েছে।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বান্দার কার্যাদিও আল্লাহ্র ক্ষমতারই আয়ত্বাধীন।

টীকা-১২. এতে বুঝা গেলো যে, হিদায়তের পথসমূহ প্রথম থেকেই তাদের জন্য বন্ধ ছিলোনা, যাতে তারা কোন ওযর (অজুহাত) পেশ করার সুযোগ পেতো; বরং তাদের কুফর, গোঁড়ামী, অবাধ্যতা, অধার্মিকতা, সত্যের বিরোধিতা এবং নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর প্রতি শত্রুতারই এটা পরিণাম। উদাহরণ স্বরূপ, যদি কেউ চিকিৎসকের বিরোধিতা করে আর প্রাণনাশক বিষ পান করে এবং তার জন্য ঔষধের মাধ্যমে উপকৃত হবার কোন উপায়ই না থাকে, তবে সে ব্যক্তিই তিরস্কারের উপযোগী।

টীকা-১৩. শানে নুযূলঃ এখান থেকে তেরটি আয়াত মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা অন্তরের দিক দিয়ে কাফির ছিলো এবং নিজেদেরকে

মুসলমানি হিসেবে প্রকাশ করতো। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ "তারা ঈমানদার নয়।" অর্থাৎ মুখে কলেমা উচ্চারণ করে ইসলামের দাবীদার হওয়া ও নামায-রোযা পালন করা মু'মিন হবার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত না হয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যতো ফের্কা বা সম্প্রদায় ঈমানের দাবী করে, কিন্তু কুফরী-আক্বীদা পোষণ করে তাদের সকলের বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য যে, তারা কাফির, ইসলাম বহির্ভূত। শরীয়তে এমন ব্যক্তিদেরকে বলা হয় 'মুনাফিক'। তাদের অনিষ্ট প্রকাশ্য কাফিরদের চেয়েও অধিক।

مِنَ النَّاسِ (কিছু লোক) এরশাদ করার সূক্ষ্ম রহস্য হচ্ছে- এ সম্প্রদায়টা প্রশংসনীয় গুণাবলী ও মানবীয় পূর্ণতা থেকে এমনভাবে শূন্য যে, কোন সদ্‌গুণ-বাচক কিংবা সুন্দর শব্দ দ্বারা তাদের উল্লেখই করা যায়না। (শুধু) একথাই বলা যায় যে, তারাও মানুষ।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাউকে 'বশর' (মানুষ) বললে তার মর্যাদা ও কামালাতের (পূর্ণতা) অস্বীকৃতির দিক প্রকাশ পায়। এ জন্যই ক্বোরআন মজীদে বিভিন্ন স্থানে সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে যারা 'বশর' বা (তাদের মতো) 'মানুষ' বলে, তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর মর্যাদার ক্ষেত্রে এমন শব্দের ব্যবহার 'আদব' বা শালীনতার পরিপন্থী এবং কাফিরদেরই রীতি।

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ⑨

৯. ধোকা দিতে চায় আল্লাহ্ তা'আলা ও ঈমানদারদেরকে (১৪) এবং প্রকৃতপক্ষে, তারা ধোকা দিচ্ছে না, কিন্তু নিজেদের আত্মাকেই এবং তাদের অনুভূতি নেই।

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ⑩

১০. তাদের অন্তরগুলোতে ব্যাধি রয়েছে (১৫), অতঃপর আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য অবধারিত রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, তাদের মিথ্যার পরিণামে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ ۙ قَالُوْۤا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ⑪

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে বিবাদ সৃষ্টি করোনা' (১৬) তখন তারা বলে, 'আমরাই তো সংশোধনবাদী।'

اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ⑫

১২. শুনছো! তারাই বিবাদ সৃষ্টিকারী; কিন্তু তাদের সে অনুভূতি নেই।

কোন কোন তাফসীরকারক অভিমত প্রকাশ করেছেন, 'مِنَ النَّاسِ' শ্রোতাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করার জন্যই এরশাদ করা হয়েছে যে, এমনি প্রতারক, ধোকাবাজ এবং এমন নির্বোধও মানব জাতির মধ্যে রয়েছে!

টীকা-১৪. আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁকে কেউ ধোকা দিতে পারবে। তিনি সব রহস্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। (আয়াতের) অর্থ হচ্ছে-মুনাফিকরা নিজেদের ধারণায়, আল্লাহ্ তা'আলাকে প্রতারিত করতে চায়; অথবা এ যে, 'আল্লাহ্‌কে প্রতারিত করতে চায়' মানে 'তাঁর রসূলকে তারা প্রতারিত করতে চায়'। কেননা, তিনি (দঃ) তাঁরই প্রতিনিধি। আর আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে খোদায়ী রহস্যাদির জ্ঞান দান করেছেন। তিনি (দঃ) এসব মুনাফিকের গোপনকৃত 'কুফর' সম্পর্কে অবগত এবং মুসলমানগণও তাঁর (দঃ) সংবাদদানের ফলে (সে সম্পর্কে) ওয়াকিফহাল। কাজেই, ঐ সব বে-দ্বীনের প্রতারণা না খোদার সাথে কার্যকর, না তাঁর রসূলের সাথে, না মু'মিনের সাথে; বরং তারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদেরকেই প্রতারিত করছে।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'দ্বিমুখী ভূমিকা' (تَقِيَّة) পালন করা ★ অতীব দূষণীয়। যে মযহাব বা মতবাদের বুনিয়াদ 'দ্বিমুখী পলিসি'- এর উপর প্রতিষ্ঠিত সে মযহাব বা মতবাদ বাতিল ও ভ্রান্ত। দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীদের অবস্থা নির্ভরযোগ্য নয়, তাওবাও সন্তোষজনক নয়। এজন্যই ওলামা' কেরাম অভিমত প্রকাশ করেছেন- لَا تُقْبَلُ تَوْبَةُ الزِّنْدِيْقِ অর্থাৎ "মুনাফিকদের (দ্বি-মুখী ভূমিকা পালনকারীগণ) তাওবা গ্রহণযোগ্য নয়।"

টীকা-১৫. ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করাকেই (আয়াতে) 'অন্তরের ব্যাধি' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, ভ্রান্ত-আক্বীদা পোষণ করা 'রূহানী জিন্দেগী' (আত্মিক জীবন)-এর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, মিথ্যা বলা হারাম। এর পরিণতি হচ্ছে কঠিন শাস্তি।

টীকা-১৬. মাস্আলাঃ কাফিরদের সাথে মেলামেশা, তাদের খাতিরে দ্বীনে শিথিলতা অবলম্বন করা, বাতিল পন্থীদের সাথে চাটুকারিতা, তাদের সন্তুষ্টির জন্য অপোষকারীর ভূমিকা পালন করা এবং সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা মুনাফিকদেরই বৈশিষ্ট্য ও হারাম। একেই বলা হয়েছে 'মুনাফিকদের বিবাদ'। আজকাল অনেক লোক এটাকে স্বভাবে পরিণত করে নিয়েছে যে, তারা যেই সভায় অংশগ্রহণ করে সে সভারই হয়ে যায়। ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যাহের ও বাতেনের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকা বড় দূষণীয়।

★ ভ্রান্ত বিশ্বাসকে অন্তরে গোপন করে সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করা।

টীকা-১৭. এখানে 'اَلنَّاسُ' (অপরাপর লোকেরা) থেকে হয়ত সাহাবা কেরামই উদ্দেশ্য অথবা মু'মিনগণ। কেননা, আল্লাহ্‌র পরিচিতি লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং পরিণতিদর্শিতা দ্বারা তাঁরাই পূর্ণ মানুষ নামে অভিহিত হবার উপযুক্ত।

মাস্‌আলাঃ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ (তোমরা ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছে ....) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, "সালেহীন বা নেক্‌কার লোকদের অনুকরণ প্রশংসনীয় কাজ ও বাঞ্ছিত।

মাস্‌আলাঃ একথাও প্রমাণিত হলো যে, 'আহ্‌লে সুন্নত'-এর মতাদর্শই সঠিক। কেননা, এতেই 'সালেহীন' বান্দাদের অনুকরণ রয়েছে।

মাস্‌আলাঃ অন্য সব ফির্কা 'সালেহীন' বা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের মত ও পথ থেকে বহু দূরে। অতএব, (তারা) পথভ্রষ্ট।

মাস্‌আলাঃ কোন কোন ইমাম এ আয়াতকে 'যিন্দীক্ব'-এর তাওবা মাক্ববূল হবার দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। (বায়দাভী শরীফ)

যিন্দীক্ব ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয়, যে (নবীর) নবূয়তকে স্বীকার করে এবং ইসলামের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করে; কিন্তু অন্তরে এমন আক্বীদা পোষণ করে, যা সর্বসম্মতভাবে 'কুফর'। এরাও মুনাফিকদের শ্রেণীভুক্ত।

টীকা-১৮. এ'তে বুঝা গেলো যে, 'সালেহীন'-কে মন্দ বলা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত প্রথা। আজকালকার বাতিলপন্থীরাও পূর্বেকার বুযর্গদেরকে মন্দ বলে। 'রাফেযী সম্প্রদায়' ★-এর লোকেরা 'খোলাফা-ই-রাশেদীন' (ইসলামের চার খলিফা) সহ বহুসংখ্যক সাহাবীকে, 'খারেজীরা' হযরত আলী মুরতাদা ও তাঁর সহচরগণ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হুম)-কে, 'গায়র মুক্বাল্লিদগণ' (যারা কোন ইমামের মযহাব অনুসরণ করেনা) 'মুজতাহিদ ইমামদের'কে ★★, বিশেষ করে, ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-কে, 'ওহাবীরা' অসংখ্য আউলিয়া কেরাম ও আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দাদেরকে, মির্যায়ীরা ★★★ পূর্ববর্তী নবীগণকে (আলায়হিমুস্ সালাম) পর্যন্ত, 'কোরআনীরা' (চাকড়ালী) সাহাবা কেরাম ও মুহাদ্দিসগণকে এবং 'নেচারীরা' সমস্ত ধর্মীয় মহাপুরুষকে মন্দ বলে থাকে আর তাঁদের প্রতি অপবাদ দেয়ার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস দেখায়।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা — ৯ — পারা ঃ ১

১৩. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আনো যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে' (১৭) তখন তারা বলে, 'নির্বোধদের মতো কি আমরাও বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো?' (১৮) শুনছো! তারাই হলো নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানেনা (১৯)।

১৪. এবং যখন ঈমানদারদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি।' আর যখন নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় (২০) তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো এমনিতে তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি (২১)।'

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾

وَاِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾

মানযিল - ১

এ আয়াত থেকে (আরো) বুঝা গেলো যে, এসব সম্প্রদায়ই গোমরাহীতে রয়েছে। এতে দ্বীনদার আলিমদের জন্য শান্তনা রয়েছে, যেন পথভ্রষ্টদের মন্দ বলার কারণে তাঁরা অতি দুঃখিত না হন, আর মনে করেন যেন এটা বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত স্বভাব। (মাদারিক)

টীকা-১৯. মুনাফিকদের এ মন্দ বলা মুসলমানদের সামনে ছিলোনা; (বরং) তাঁদেরকে তো তারা এটাই বলতো, "আমরাতো সর্বান্তঃকরণে মু'মিন আছি।" যেমন, পরবর্তী আয়াতে রয়েছে اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا (অর্থাৎ যখন তারা মু'মিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি।") তারা এ ধরণের মন্দচর্চা তাদের খাস বৈঠকগুলোতে করতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঐ মুখোশ খুলে দিয়েছেন। (খাযিন)

অনুরূপভাবে, আজকালকার বাতিলপন্থীরাও নিজেদের ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে (বাতিল-আক্বীদা) সাধারণ মুসলমানদের নিকট গোপন করে; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পুস্তক-পুস্তিকা এবং লেখনীর মাধ্যমে তাদের এ গোপন ভ্রান্তি প্রকাশ করে দেন। এ আয়াত দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা বে-দ্বীনদের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকে, ধোকা না খায়।

টীকা-২০. এখানে 'শয়তানগণ' দ্বারা কাফিরদের ঐসব দলপতিকে বুঝানো হয়েছে, যারা পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকে- (খাযিন ও বায়দাভী)। এসব মুনাফিক যখন তাদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, "আমরা তোমাদেরই সাথে রয়েছি। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের মেলামেশা শুধু তাদেরকে প্রতারিত করা ও ঠাট্টা করার ছলেই এবং এজন্য যে, তাদের গোপন কথা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে ও তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির সমূহ সুযোগ পাওয়া যাবে।" (খাযিন)

টীকা-২১. অর্থাৎ ঈমানের প্রকাশ ঠাট্টা-তামাশার ছলে করেছিলো। এটা ইসলামকে অস্বীকার করারই নামান্তর হলো।

★ শিয়া সম্প্রদায়ের একটা উপদল।

★★ যাঁরা কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে শরীয়তের নীতিমালা প্রণয়ন ও আহকাম বের করতে সক্ষম।

★★★ নবূয়তের মিথ্যা দাবীদার মীর্যা গোলাম আহমদ কাদীয়ানীর অনুসারীরা।

মাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করা 'কুফর'।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। একদিন তারা সাহাবা কেরামের একটা জমা'আতকে আস্তে দেখলো। তখন ইবনে উবাই আপন সাথীদেরকে বললো, "দেখো! আমি কি করি।" যখন তাঁরা (সাহাবীগণ) নিকটে পৌছলেন তখন ইবনে উবাই প্রথমে সিদ্দীকে আকবর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর হাত মুবারক আপন হাতে নিয়ে তাঁর প্রশংসা করলো। অতঃপর অনুরূপভাবে, হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা)-এর প্রশংসা করলো। হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বললেন, "হে ইব্নে উবাই! আল্লাহ্কে ভয় করো, মুনাফিকী থেকে বিরত হও! কেননা, মুনাফিকরাই হলো নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।" এর উত্তরে সে বলতে লাগলো, "এসব কথাবার্তা মুনাফিক-সুলভ মনোভাব নিয়ে মোটেই বলা হয়নি। আল্লাহ্র শপথ! আমরা আপনাদের মতোই প্রকৃত ঈমানদার।"

যখন এ সাহাবীগণ চলে গেলেন তখন সে (ইব্নে উবাই) তার সাথীদের মধ্যে স্বীয় চালবাজির উপর গর্ব করতে আরম্ভ করলো।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (এ'তে এ মর্মে আলোকপাত করা হয়েছে) যে, মুনাফিকগণ মু'মিনদের সাথে সাক্ষাতের সময় ঈমান ও ইখ্লাস (নিষ্ঠা) প্রকাশ করে থাকে। আর তাঁদের নিকট থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের খাস বৈঠকগুলোতে তা' নিয়ে উপহাস ও ঠাট্টা-তামাশা করে। (এ ঘটনা ইমাম সা'লাভী ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেছেন। যদিও ইবনে হাজর ও ইমাম সুয়ূতী 'লুবাবুন্ নুকূল'-এর মধ্যে এ বর্ণনাকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ⑮

১৫. আল্লাহ্ তাদের সাথে ঠাট্টা করেন (২২) (যেমনি তাঁর জন্য শোভা পায়) এবং তাদেরকে অবকাশ দেন, যেন তারা তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ⑯

১৬. তারা এমনসব লোক, যারা হিদায়তের বিনিময়ে গোমরাহী ক্রয় করেছে (২৩)। সুতরাং তাদের এ ব্যবসা কোন লাভ আনয়ন করেনি এবং তারা ব্যবসার (লাভজনক) পন্থা জানতোইনা (২৪)।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِیْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ⑰

১৭. তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছে; অতঃপর যখন তা দ্বারা আশেপাশে সবকিছু আলোকিত হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ্ তাদের জ্যোতি অপসারণ করে নিলেন এবং তাদেরকে (এমনভাবে) অন্ধকাররাশিতে ছেড়ে নিলেন যে, তারা কিছুই দেখ্তে পায়না (২৫)–

মাস্আলাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, সাহাবা কেরাম এবং ধর্মের ইমামগণকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করা 'কুফর'।

টীকা-২২. আল্লাহ্ তা'আলা ঠাট্টা-তামাশা এবং সমস্ত দোষ-ত্রুটি ও হীন কার্যাদি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ আয়াতে 'ঠাট্টা-তামাশা' দ্বারা মুনাফিকদের ঠাট্টা-তামাশার শাস্তির কথাই বুঝানো হয়েছে; যাতে একথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, এ শাস্তি তাদের অপকর্মের কারণেই। (এখানে পরিণামের স্থলে কর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। আর) এ ধরণের স্থানে পরিণতির স্থলে কর্মের উল্লেখ করা নিতান্ত অলংকার শাস্ত্রসম্মত। যেমন, جَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ (অর্থাৎ অপকারের পরিণাম অপকারই)। এখানে সুন্দর বর্ণনাভঙ্গীর আরেক পূর্ণতা হলো– এ বাক্যটাকে (অর্থাৎ- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ الآية) পূর্বে উল্লেখিত (اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ) বাক্যটার উপর ' عطف ' (অব্যয় দ্বারা সম্বন্ধিত) করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত (استهزاء) বা ঠাট্টা-তামাশা প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (কিন্তু এ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে।)

টীকা-২৩. 'হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করা'র অর্থ হলো- ঈমানের পরিবর্তে কুফরকেই গ্রহণ করা। তা অতীব ক্ষতিকর বিষয়।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত হয়তো ঐসব ব্যক্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে; কিংবা (এ আয়াত শরীফ) ইহুদীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা পূর্ব থেকেই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান রাখ্তো। কিন্তু যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হলো, তখন তারা তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে বস্লো।

অথবা, সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে (এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে); যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জন্মগতভাবে সঠিক বিবেক দান করেছেন, সত্যের প্রমাণাদি সমুজ্জ্বল করেছেন, হিদায়তের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন; কিন্তু তারা সে-ই বিবেক-বিবেচনাশক্তিকে কাজে লাগায়নি, বরং পথভ্রষ্টতাকেই গ্রহণ করেছে।

মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা (পারস্পরিক) লেনদেনের বৈধতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ 'বেচা-কেনা'র কোন শব্দ ব্যবহার করা ব্যতিরেকেই শুধু পারস্পরিক রেযামন্দির (সম্মতি) ভিত্তিতে এক বস্তুর পরিবর্তে অন্য বস্তুর লেনদেন জায়েয বা বৈধ।

টীকা-২৪. কেননা, তারা যদি ব্যবসার সঠিক নিয়ম জানতো তবে তারা আসল মূলধন (হিদায়ত)-কে হারিয়ে বসতোনা।

টীকা-২৫. এটা তাদেরই দৃষ্টান্ত, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু হিদায়ত প্রদান করেছেন অথবা হিদায়ত গ্রহণের ক্ষমতা দান করেছেন। অতঃপর তারা

...বিনষ্ট করেছে এবং চিরস্থায়ী সম্পদকে আহরণ করেনি। তাদের পরিণতি হচ্ছে-অনুতাপ, আফসোস এবং ভয়-ভীতি। এর মধ্যে ঐসব মুনাফিকও শামিল, যারা বাহ্যিকভাবে ঈমানদার বলে পরিচয় দিয়েছে; কিন্তু অন্তরে 'কুফর' গোপন রেখে স্বীকারোক্তির আলো বিনষ্ট করে ফেলেছে। আর ঐসব ব্যক্তিও (এর মধ্যে শামিল), যারা ঈমান আনার পর 'মুরতাদ্দ' হয়েছে এবং তারাও, যাদেরকে জন্মগতভাবে সুস্থ বিবেক দেয়া হয়েছে আর অকাট্য প্রমাণাদির আলোকরশ্মি ও সত্যকে সুস্পষ্ট করেছে; কিন্তু, তারা তা থেকে উপকার গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীকেই বেছে নিয়েছে। আর যখন সত্য শুনা, গ্রহণ করা, সত্য বলা এবং সত্য পথ দেখা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তখন তাদের কান, জিহ্বা ও চোখ সবই অকেজো।

টীকা-২৬. হিদায়তের পরিবর্তে গোমরাহী ক্রেতাদের এটা হলো দ্বিতীয় উপমা। বৃষ্টি যেমন জমির জীবনের কারণ হয়, আর এর সাথে থাকে ভীতিপ্রদ অন্ধকার, ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী, তেমনিভাবে ক্বোরআন ও ইসলাম অন্তরসমূহের 'হায়াত' বা জীবনের কারণ হয়। পক্ষান্তরে, কুফর, শির্ক ও নিফাক্ব (মুনাফিকী)-এর উল্লেখ অন্ধকারের সমতুল্য; যেমন অন্ধকার যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তেমনি কুফর এবং নিফাক্বও সত্যের দিশা লাভের পথে বাধা দেয়। আর সতর্কবাণীগুলো বজ্রতুল্য এবং সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিজলীর সমতুল্য।

শানে নুযূলঃ দু'জন মুনাফিক হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবার থেকে মুশরিকদের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিলো। পথিমধ্যে এমন বর্ষণের বৃষ্টিপাত আরম্ভ হলো যার বিবরণ আয়াতে দেয়া হয়েছে। তা'তে ভয়ানক বজ্রপাত ও বিজলী ছিলো। যখন বজ্রপাত হতো তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে ভীষণ গর্জন কান বিদীর্ণ করে তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত না করে। আর যখন বিজলী চমকিত হতো তখন তারা পথ চলতে আরম্ভ করতো। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যেতো তখন অন্ধের মতো দাঁড়িয়ে থাক্তো। (এ বিপদসঙ্কুল অবস্থায়) তারা পরস্পর বলতে লাগ্লো, "আল্লাহ্ যদি নিরাপদে ভোর আনয়ন করেন, তবে আমরা পুনরায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে নিজেদের হাত তাঁরই হাতে অর্পণ করবো।" অতএব, তারা অনুরূপই করেছিলো এবং ইস্লাম ধর্মে প্রতিষ্ঠিত রইলো। তাদের এ অবস্থা'কে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব মুনাফিকের জন্য উদাহরণে পরিণত করেছেন, যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মজলিসে হাযির হলে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিতো, যাতে কখনো হুযূর (দঃ)-এর নসীহত তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে না পারে, যার কারণে তারা যেন মৃত্যুমুখে পতিত হতো! আর যখন তাদের মাল-দৌলত ও আওলাদ বেশী হতো এবং বিজয় ও গণীমতের সম্পদ ★ অর্জিত হতো তখন বিজলীর আলোকপ্রাপ্তদের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হতো এবং বলতো, "এখনতো 'দ্বীন-ই-মুহাম্মদী' (দঃ) সত্য।" আর যখন তাদের ধন-সম্পদ ও আওলাদ ক্ষতিগ্রস্ত হতো এবং কোন বালা-মুসীবৎ আসতো, তখন বৃষ্টির ঘন অন্ধকারে থমকে দাঁড়ানো লোকদের ন্যায় বলতো যে, এসব মুসীবৎ তো সে দ্বীনের কারণেই এসেছে এবং ইসলাম ত্যাগ করতো। (ইমাম সুয়ূতী প্রণীত 'লুবাবুন্ নুকূল'।)

১৮. বধির, বোবা ও অন্ধ। সুতরাং তারা ফিরে আসার নয়।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾

১৯. কিংবা যেমন, আসমান থেকে বর্ষণরত বৃষ্টি, যাতে রয়েছে অন্ধকাররাশি, বজ্র ও বিদ্যুৎ-চমক (২৬); (তারা) নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে বজ্র-ধ্বনির কারণে, মৃত্যুর ভয়ে (২৭); এবং আল্লাহ্ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করেই রয়েছেন (২৮)।

اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. বিদ্যুৎ-চমক এমনি মনে হয় যেন তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে (২৯)। যখনই সামান্য বিদ্যুতালোক (তাদের সম্মুখে) উদ্ভাসিত হলো তখন তাতে চলতে লাগলো (৩০) এবং যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন হলো তখন তারা দাঁড়িয়ে রইলো। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের কান ও চোখ নিয়ে যেতেন (৩১)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন (৩২)।

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ اَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَاِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾

টীকা-২৭. যেমন অন্ধকার রাতে কালো ঘনঘটা ছাইয়ে যায় এবং বিজলী-বজ্রের গর্জন ও চমক জঙ্গলে-ময়দানে মুসাফিরদেরকে হতভম্ব করে আর বজ্রের ভয়ানক কারণে তারা মৃত্যুভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরগণও ক্বোরআন পাক শ্রবণ না করার জন্য কান বন্ধ করে রাখে। আর তাদের মনে এ আশংকাই পীড়া দেয় যে, কখনো আবার ক্বোরআনের কোন মনমুগ্ধকর বিষয় ইস্লাম ও ঈমানের দিকে তাদের অন্তরকে আকৃষ্ট করে তাদের পূর্বপুরুষদের কুফরী ধর্মকে বর্জন করিয়ে বসবে কিনা! তা তাদের নিকট মৃত্যুরই সমতুল্য।

টীকা-২৮. কাজেই, তাদের এ পলায়ন তাদেরকে কোনরূপ উপকৃত করতে পারেনা। কেননা, তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারেনা।

টীকা-২৯. যেমন, বিজলীর চমককে মনে হয় যে, তা দৃষ্টিশক্তিকে ছিনিয়ে নেবে, তেমনি সুস্পষ্ট দলীলাদির জ্যোতিও যেন তাদের অন্তরদৃষ্টিকে দুষ্ট করে ফেলবে।

★ ধর্মীয় যুদ্ধে পরাজিত কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ।

টীকা-৩০. যেভাবে, অন্ধকার রাতে এবং বৃষ্টি-বাদলের ঘন অন্ধকারে মুসাফির দিশেহারা হয়ে যায়; তখন বিজলী চমকিত হলে কিছুদূর সামনে এগিয়ে যায় আর অন্ধকার হলে আবার থমকে দাঁড়িয়ে থাকে; অনুরূপভাবে, ইস্লামের বিজয়, মু'জিযাসমূহের আলোক এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় মুনাফিকগণ ইস্লামের দিকে ঝুঁকে পড়ে; আবার যখন কোন কষ্ট বা দুঃখ-দুর্দশা এসে পড়ে,তখন তারা কুফরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে এবং ইস্লাম থেকে সরে পড়তে আরম্ভ করে। এ বিষয়কে অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ করেছেন-

اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ وَاِنْ يَّكُنْ لَّهُمُ الْحَقُّ يَاْتُوْا اِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ۔

(অর্থাৎ যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি, তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার জন্য আহবান করা হয়,তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদি তারা সত্য হতো, তবে এর প্রতি একান্ত বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আসতো।) (খাযিন ও সাভী ইত্যাদি)

টীকা-৩১. অর্থাৎ যদিও মুনাফিকদের কর্মনীতি এ ধরণের শাস্তির উপযোগী ছিলো, কিন্তু (এতদ্সত্ত্বেও) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে বাতিল করেননি।

মাস্আলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, উপকরণের কার্যকারিতার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে- 'আল্লাহ্র ইচ্ছা'। অর্থাৎ আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত শুধু উপায়-উপকরণাদি কিছুই করতে পারেনা।

মাস্আলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ্র ইচ্ছা কোন কারণ-উপকরণের মুখাপেক্ষী নয়। তিনি কারণ-উপকরণ ছাড়াই যা চান করতে পারেন।

টীকা-৩২. ' شَئْ ' হচ্ছে- 'যা আল্লাহ্ চান এবং যা আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন হতে পারে'। সমস্ত 'মুম্কিন' (সম্ভাবনাময় বস্তু)★ ' شَئْ '-এর অন্তর্ভূক্ত। এ কারণে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের আওতাধীন। আর যা 'মুম্কিন' নয় তা হচ্ছে- 'ওয়াজিব' (واجب) ★★ অথবা 'মুমতানি' (ممتنع) বা অসম্ভব। আল্লাহ্র কুদ্রত ও ইচ্ছার সাথে এর('ওয়াজিব' কিংবা 'মুমতানি')-এর কোন সম্পর্ক নেই। ★★★ যেমন আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলী 'ওয়াজিব'; এ কারণে (তা) আল্লাহ্র সৃষ্টি বা কুদ্রতভুক্ত (مقدور) নয়।

মাস্আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে মিথ্যাবলা এবং সমস্ত দোষত্রুটি 'অসম্ভব'। এ কারণে এসব (অশোভন) জিনিষের (কার্যাদি) সাথে আল্লাহ্র শক্তির কোন সম্পর্ক নেই।

রুকূ' - তিন

২১. হে মানবকুল (৩৩)! (তোমরা) স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন; এ আশা করে যে, তোমাদের পরহেয্গারী অর্জিত হবে (৩৪)।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

টীকা-৩৩. সূরার প্রারম্ভে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ কিতাব পরহেয্গারদের হিদায়তের জন্য নাযিল হয়েছে। অতঃপর পরহেয্গারদের বৈশিষ্ট্যাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে; তারপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এমন দলসমূহ ও তাদের অবস্থাদির উল্লেখ করা হয়েছে, যেন ভাগ্যবান মানুষেরা হিদায়ত ও তাক্বওয়ার প্রতি উৎসাহিত হয় এবং অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকে। এখন 'তাক্বওয়া' (পরহেয্গারী) অর্জন করার নিয়ম শিক্ষা দেয়া হচ্ছে- (আয়াত দেখুন!)।

(ক্বোরআন করীমে) يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ (ওহে মানবকুল!) দ্বারা সম্বোধন অধিকাংশ ক্ষেত্রে মক্কা-বাসীদেরকে এবং ' يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ' (ওহে ঈমানদারগণ!) দ্বারা মদীনা-বাসীদেরকেই করা হয়। কিন্তু এখানে এ সম্বোধন 'মু'মিন ও 'কাফির' সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এতে এ মর্মে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষের আভিজাত্য পরহেয্গারী অর্জন ও আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইবাদত হলো- সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্মান, যা বান্দা স্বীয় 'আবদিয়াত' বা 'বান্দা হওয়া' এবং মা'বূদের 'উলূহিয়্যাৎ'-এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে মুখে স্বীকারোক্তি সহকারে প্রদর্শন করে থাকে। এখানে (এ আয়াতে) 'ইবাদত' ব্যাপক অর্থবোধক। এ'তে এর সকল শ্রেণী ও প্রকারভেদ এবং এর 'উসূল ও ফুরু' বা এর মৌলিক বিষয়াদি এবং শাখা-প্রশাখাসমূহ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

মাস্আলাঃ কাফিরগণও ইবাদতে আদিষ্ট। যেমন, কারো ওযূবিহীন হওয়া তার উপর নামায ফরয হওয়ায় কোন বাধা সৃষ্টি করেনা, তেমনি কোন ব্যক্তির কাফির হওয়াও কারো উপর ইবাদত ওয়াজিব হবার জন্য বাধা নয়। যেমন, ওযূবিহীন ব্যক্তির উপর নামায ফরয হওয়া 'হাদস্' দূর করা অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন করাকে অপরিহার্য করে দেয়, অনুরূপভাবে, কাফিরের উপর ইবাদত ফরয হবার কারণে কুফর পরিহার করাও অপরিহার্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৪. এ থেকে বুঝা গেলো যে, ইবাদতের উপকার ইবাদতকারীই লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা একথা থেকে পবিত্র যে, বান্দার ইবাদত কিংবা অন্য কিছু দ্বারা তিনি উপকৃত হবেন।

★ 'সূরা ফাতিহার' প্রথম আয়াতের টীকা-তাফসীর দ্রষ্টব্য।

★★ যার অস্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আবশ্যকীয়, কারো মুখাপেক্ষী নয়।

★★★ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও ইচ্ছা 'ওয়াজিব' এবং 'অসম্ভব' বিষয়াদির সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

টীকা-৩৫. প্রথম আয়াতে সৃষ্টির মতো 'নি'মাত'-এর উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। আর অপর আয়াতে জীবন যাপন, আরাম-আয়েশ এবং পানাহারের উপায়-উপকরণের বর্ণনা দিয়ে একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিনি (আল্লাহ্) হলেন নি'মাতদাতা। সুতরাং অন্য কারো ইবাদত করা নিছক বাতুলতা মাত্র।

টীকা-৩৬. আল্লাহ্র একত্ব বর্ণনার পর হুযূর নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়ত ও ক্বোরআন করীম আল্লাহ্রই অকাট্য ঐশী কিতাব হবার এমন অকাট্য প্রমাণ বর্ণনা করা হচ্ছে, যা সত্য সন্ধানীকে আস্থাশীল করে এবং অবিশ্বাসীদেরকে হার মান্তে বাধ্য করে।

টীকা-৩৭. 'খাস বান্দা' দ্বারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৩৮. অর্থাৎ এমন সূরা রচনা করে আনো, যা بلاغت ও فصاحت (ভাষার অলংকার), চমৎকার রচনা-শৈলী ও সুন্দর বিন্যাস এবং অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানের মধ্যে ক্বোরআন পাকের সাথে তুলনীয় হয়!

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٢﴾

২২. এবং যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা এবং আস্মানকে ইমারত করেছেন এবং আস্মান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন (৩৫)। অতঃপর তা'দ্বারা কিছু ফল সৃষ্টি (উৎপন্ন) করেন তোমাদের আহারের জন্য। সুতরাং জেনে-বুঝে আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ দাঁড় করাবেনা (৩৬)।

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৩. এবং যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয় তাতে, যা আমি স্বীয় (এ খাস্) বান্দার (৩৭) উপর নাযিল করেছি, তবে এর অনুরূপ একটা সূরা তো নিয়ে এসো (৩৮) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের সকল সহায়তাকারীকে আহ্বান করো (সাহায্যের জন্য), যদি তোমারা সত্যবাদী হও!

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. অতঃপর যদি আনয়ন করতে না পারো, আর আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে, কখনো আনতে পারবেনা, তবে ভয় করো ঐ আগুনকে, যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ ও পাথর (৩৯), (যা) তৈরী রাখা হয়েছে কাফিরদের জন্য (৪০)।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

২৫. এবং সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে যে, তাদের জন্য বাগান (জান্নাত) রয়েছে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবহমান (৪১)। যখন তাদেরকে ঐ বাগানগুলো থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা (সেটার বাহ্যিক আকার দেখে) বলবে, 'এতো সে-ই রিয্ক্ব, যা আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম (৪২);'

টীকা-৩৯. 'পাথর' দ্বারা ঐসব প্রতিমা (মূর্তি) বুঝানো হয়েছে, কাফিরগণ যেগুলোর পূজা করে এবং যেগুলোর প্রতি ভালবাসাবশতঃ গোঁড়ামী করে ক্বোরআন পাক এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে।

টীকা-৪০. মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, দোযখের সৃষ্টি হয়েছে।

মাস্আলাঃ এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, خلود في النار বা দোযখের চিরস্থায়ী শাস্তি মু'মিনদের জন্য নয়।

টীকা-৪১. আল্লাহ্ পাকের 'সুন্নাত' বা দস্তুর হলো যে, তিনি কিতাবে (ক্বোরআন) ভীতি প্রদর্শনের সাথে সাথে উৎসাহ প্রদানকারী আয়াত বর্ণনা করেন। এজন্য এখানেও কাফিরগণ এবং তাদের কার্যকলাপ ও শাস্তির কথা উল্লেখ করার পর ঈমানদারগণ ও তাঁদের কার্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন। আর তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

'صالحات' অর্থাৎ সৎ-কার্যাদি হলো- সেসব আমল, যা শরীয়তমতে ভাল। এগুলোর মধ্যে ফরয ও নফলসমূহ সবই শামিল রয়েছে। (জালালায়ন শরীফ)

মাস্আলাঃ 'عمل صالح'-এর উপর 'ايمان'-এর উপর 'عطف' হওয়া (অর্থাৎ সংযোজক অব্যয়ের মাধ্যমে সৎ কাজকে ঈমানের সাথে সংযোজন করা) এ কথারই প্রমাণবহ যে, আমল ঈমানের অংশ নয়।

মাস্আলাঃ এ সুসংবাদ সৎকর্মপরায়ণ ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শর্তহীন। আর পাপীদের জন্য যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ্র ইচ্ছার শর্তাধীন। অর্থাৎ তিনি যদি চান নিজ অনুগ্রহে ক্ষমাও করতে পারেন; নতুবা তার গুনাহ্র পরিমাণে শাস্তি প্রদানের পর তাকে জান্নাত দিতে পারেন। (মাদারিক)

টীকা-৪২. জান্নাতের 'ফলসমূহ' পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে, কিন্তু স্বাদ হবে পরস্পর ভিন্ন। এজন্যই জান্নাতীগণ বলবেন, "এ ফলগুলোতো আমরা পূর্বেও পেয়েছিলাম।" কিন্তু আহারের পর তাঁরা নতুন স্বাদ উপলব্ধি করবেন। ফলে, তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি পাবে।

টীকা-৪৩. জান্নাতী স্ত্রীগণ 'হূর' হোক, কিংবা অন্যান্য স্ত্রীলোক হোক–সবই স্ত্রীসুলভ বৈপত্তিক অবস্থাদি, সব ধরণের অপবিত্রতা ও সর্বপ্রকার মালিন্য থেকে পবিত্র হবে। না তাদের শরীরে কোন প্রকার ময়লা থাকবে, না পায়খানা-প্রস্রাব। একই সাথে তারা উগ্র-স্বভাব এবং অসদাচরণ থেকেও সম্পূর্ণ পবিত্র হবে। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৪৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ না কোনদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবেন, না কখনো জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হবেন।

মাস্আলাঃ এ'তে প্রতিভাত হয় যে, জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের জন্য ধ্বংস নেই।

টীকা-৪৫. শানে নুযূলঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা ' مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ '-আল-আয়াত এবং ' أَوْ كَصَيِّبٍ ' -আল-আয়াতে মুনাফিকদের দু'টি উপমা বর্ণনা করলেন, তখন মুনাফিকগণ এ আপত্তি উত্থাপন করলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরণের উপমা বর্ণনা করার বহু উর্ধ্বে। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৪৬. যেহেতু উপমাগুলোর বর্ণনা বক্তব্যের নিপুণতার চাহিদাই (مقتضاء حكمت) এবং তা বিষয়বস্তুকেও হৃদয়গ্রাহী করে আর এটা আরবের সাহিত্যিকদের রীতিও বটে; কাজেই, এ'তে আপত্তি উত্থাপন করা ভুল ও অনর্থক। বস্তুতঃ এ উপমাগুলোর উল্লেখ যথার্থ।

সূরাঃ ২ বাক্বারা ১৪ পারাঃ ১

وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۚ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

এবং সে-ই ফল, যা (বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে) পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য সে-ই বাগানগুলোতে (জান্নাতসমূহ) পবিত্র স্ত্রীগণ রয়েছে (৪৩) এবং তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে (৪৪)।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

২৬. নিশ্চয় আল্লাহ্ যে কোন জিনিষের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেন না- মশা হোক কিংবা তদপেক্ষা বড় কিছু (৪৫)। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারা তো জানে যে, এটা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, সত্য (৪৬)। বাকী রইলো কাফিরগণ, তারা বলে, 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' আল্লাহ্ তা দ্বারা অনেককে গোমরাহ্ করেন (৪৭) এবং অনেককে হিদায়ত করেন; এবং তা দ্বারা তাদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন, যারা অবাধ্য (৪৮)–

মানযিল - ১

টীকা-৪৭. ' يُضِلُّ بِهِ ' (তা দ্বারা পথভ্রষ্ট করেন) হচ্ছে- কাফিরদের উক্তি- 'এ ধরণের উপমায় আল্লাহ্র উদ্দেশ্য কি?' - এরই জবাব এবং ' أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا ' ও ' أَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ' যে দু'টি বাক্য উপরে এরশাদ হয়েছে, সে দু'টিরই ব্যাখ্যা। অর্থাৎ এ ধরণের উপমা দ্বারা এমন অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপর মূর্খতা প্রভাব বিস্তার করেছে, যাদের অভ্যাস হলো অহংকার ও অবাধ্যতা, যারা সত্য বিষয় ও সুস্পষ্ট হিকমতের অস্বীকার ও বিরোধিতায় অভ্যস্ত এবং এসব উপমা অতীব যথার্থ হওয়া সত্ত্বেও তা মান্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। আর তা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা এমন অনেককেই হিদায়ত করেন,যারা গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে অভ্যস্ত এবং ন্যায়ের পরিপন্থী কোন কথা বলেনা। তারা জানে, হিকমত হচ্ছে এটাই যে, উচ্চ মর্যাদাশীল বস্তুর উপমা কোন মূল্যবান বস্তুর সাথে আর মর্যাদাহীন বস্তুর উপমা নগণ্য বস্তুর সাথে দেয়া হবে; যেমন উপরোক্ত আয়াতে হক (সত্য)-এর উপমা নূরের সাথে এবং বাতিলের উপমা অন্ধকারের সাথে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৮. শরীয়তের পরিভাষায়, 'ফাসিক্ব' বলা হয় ঐ না-ফরমান (অবাধ্য)-কে, যে 'গুনাহ্ কবীরাহ্'য় (মহাপাপ) লিপ্ত হয়।

ফিস্ক্ব(فسق)ঃ বা 'ফাসিক্ব হবার' তিনটা স্তর আছে। যথাঃ-

(এক) تغابى (তাগাবী) ঃ তা হচ্ছে- মানুষ আকস্মিকভাবে কোন 'কবীরাহ্ গুনাহ্'য় লিপ্ত হয়, কিন্তু সে সেটাকে পাপ জ্ঞান করে।

(দুই) انهماك (ইনহিমাক) ঃ তা হলো - (কেউ) কবীরাহ্ গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে বেপরোয়া হয়।

(তিন) جحود (জহুদ) ঃ (কেউ) হারামকে ভাল (বৈধ) মনে করে সম্পন্ন করে। এ পর্যায়ের 'ফাসিক্ব' ঈমানহারা হয়ে যায়। প্রথমোক্ত দু'পর্যায়ের ফাসিক্ব যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ 'কবীরাহ্ গুনাহ্' (শিরক্ ও কুফর)-এর সম্পাদনকারী না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মু'মিন (ঈমানদার) বলা যায়।

এখানে 'ফাসিক্বগণ' দ্বারা সেসব অবাধ্যকে বুঝায়, যারা ঈমান বহির্ভূত হয়ে গেছে।

ক্বোরআন শরীফে কাফিরদের উপরও 'ফাসিক্ব' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ (নিশ্চয় মুনাফিকগণ হলো ফাসিক্ব তথা কাফির)।

কোন কোন তাফসীরকারক এখানে 'ফাসিক্ব' 'কাফির' অর্থে ব্যবহৃত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ 'মুনাফিক' এবং কোন কোন তাফসীরকারক 'ইহুদী' অর্থের কথাও উল্লেখ করেছেন।

টীকা-৪৯. তা দ্বারা ঐ অঙ্গীকারই উদ্দেশ্যে যা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী (আসমানী) কিতাবসমূহে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ঈমান আনা সম্পর্কে গ্রহণ করেছেন।

অন্য এক অভিমত হ'লো- 'অঙ্গীকার' (عَهْد) তিন প্রকারঃ-

প্রথমতঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আদম-সন্তান থেকে নিয়েছেন, যেন তারা আল্লাহ্‌র রাবূবিয়াতকে স্বীকার করে। এর বর্ণনা রয়েছে নিম্নলিখিত আয়াতে- وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْٓ اٰدَمَ الاٰيَة (অর্থাৎ এবং স্মরণ করুন ঐ সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক আদম-সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। আল-আয়াত)

দ্বিতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে নির্দিষ্ট। অর্থাৎ তাঁরা যেন রিসালতের প্রচার করেন এবং ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ الاٰيَة (অর্থাৎ স্মরণ করুন যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি।)

তৃতীয়তঃ ঐ অঙ্গীকার, যা আলিমদের জন্য খাস। তা'হলো- তাঁরা যেন সত্যকে গোপন না করেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে এ আয়াতে- وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ الاٰيَة (অর্থাৎ এবং স্মরণ করুন, যখন আমি পাকা অঙ্গীকার নিয়েছি সেসব লোকের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে।)

টীকা-৫০-(ক). আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতার সম্পর্কসমূহ, মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমস্ত নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে মান্য করা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাবগুলোর সত্যতা স্বীকার করা এবং সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া- এগুলো হচ্ছে এমন সব সম্পর্ক, যেগুলোকে জুড়ে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পরস্পর থেকে অন্যায়ভাবে পৃথক করা এবং পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের ভিত্তি স্থাপন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ ۪ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৭. তারাই, যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে (৪৯) পাকাপোক্ত হবার পর এবং ছিন্ন করে ঐ সম্পর্ককে, যা জুড়ে রাখার জন্য খোদা তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন এবং যমীনে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় [৫০ (ক)]; তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।

২৮. আশ্চর্য! তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকারকারী হবে? অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করবেন; আবার তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে [৫০-(খ)]।

টীকা-৫০-(খ). আল্লাহ্‌র একত্ব ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়তের প্রমাণ এবং ঈমান ও কুফরের পরিণাম বর্ণনা করার পর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বিশেষ ও ব্যাপক নি'মাতসমূহ, কুদ্‌রত, রহস্যাবলী এবং হিকমতের নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করেছেন। আর কুফরের দোষ-ত্রুটি অন্তরে বদ্ধমূল করার জন্য কাফিরদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন- তোমরা কিরূপে খোদাকে অস্বীকার করো এতদ্‌সত্ত্বেও যে, তোমাদের আপন অবস্থা তাঁর উপর ঈমান আনা'র সহায়ক যে, তোমরা তো মৃত ছিলে। 'মৃত' বলতে প্রাণহীন শরীরকে বুঝায়। আমাদের প্রচলিত ভাষায়ও বলা হয়- ''যমীন মৃত হয়ে গেছে''। প্রচলিত ভাষায়ও মৃত্যু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। খোদ্ ক্বোরআন শরীফে এরশাদ হয়েছে- يُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ্) যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর।] কাজেই, সারকথা হলো, তোমরা ছিলে প্রাণহীন শরীর (মাটি ও পানি ইত্যাদির ন্যায়) উপাদানের আকারে; অতঃপর খাদ্যের আকারে; অতঃপর মিশ্রিত আকারে; অতঃপর বীর্য অবস্থায়। তিনি (আল্লাহ্ পাক) তোমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন, জীবিত করেছেন। আবার বয়সের মেয়াদ পূর্ণ হলে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিত করবেন। এ জীবন দ্বারা হয়তো 'কবরের যিন্দেগী' বুঝায়, যা প্রশ্ন করার জন্য হবে; নতুবা 'হাশরের যিন্দেগী'। অতঃপর তোমাদের হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে। নিজেদের এ অবস্থা জেনেও তোমাদের 'কুফর করা' অতীব আশ্চর্যের বিষয়।

তাফসীরকারদের এক অভিমত এটাও যে, كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ দ্বারা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তখন আয়াতের মর্মার্থ হবে- তোমরা কিরূপে কাফির হতে পারো এ অবস্থায় যে, তোমরা মূর্খতারূপী মৃত্যুর শিকার ছিলে; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ইল্‌ম ও ঈমানের জীবন দান করেছেন। অতঃপর তোমাদের জন্য সেই মৃত্যু অবধারিত, যা জীবনের মেয়াদ শেষ হবার পর প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে প্রকৃত স্থায়ী জীবন দান করবেন। তারপর তোমাদের তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। আর তিনি তোমাদেরকে এমন সাওয়াব দান করবেন, যা না কোন চোখ অবলোকন করেছে, যার কথা না কোন কান শ্রবণ করেছে এবং না কোন অন্তরে এর কোন ধারণা জন্মেছে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ খনিসমূহ, শাক-সজী, প্রাণীকুল, সমুদ্র, পাহাড়, (মোট কথা,) যা কিছু যমীনে রয়েছে সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

'ধর্মীয় মঙ্গল' এভাবে যে, পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহ দেখে তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও কুদরতের পূর্ণ-পরিচিতি লাভ হবে। আর **'পার্থিব মঙ্গল'** হচ্ছে- খাও, পান করো, আরাম করো, স্বীয় কার্যাদিতে ব্যবহার করো। কাজেই, এ ধরণের নি'মাতসমূহ (লাভ করা) সত্ত্বেও তোমরা কিরূপে কুফর করবে?

মাস্আলাঃ ইমাম করখী ও হযরত আবূ বকর রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা) প্রমুখ 'خَلَقَ لَكُمْ'-কে উপকৃত হওয়া যায় এমন সব বস্তু মূলতঃ 'মুবাহ্' বা বৈধ হবার পক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন।

টীকা-৫২. এ সৃষ্টি ও আবিষ্কার, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানী হবার প্রমাণবহ। কেননা, এ ধরণের হিকমতপূর্ণ মাখ্লূক সৃষ্টি করা সার্বিক ও পূর্ণ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন মতেই সম্ভবপর নয়, (এমনকি,) এ সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۹﴾

২৯. তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে (৫১); অতঃপর তিনি আসমানের দিকে اسْتَوٰى (ইচ্ছা) করলেন, তখন ঠিক সপ্ত-আসমান সৃষ্টি করলেন এবং তিনি সবকিছু জানেন (৫২)।

রুকূ' - চার

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؕ قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

৩০. এবং (স্মরণ করুন!) যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি সৃষ্টিকারী (৫৩)।' (তারা) বললো, 'আপনি কি এমন কোন সৃষ্টিকে (প্রতিনিধি) করবেন, যে তাতে ফ্যাসাদ ছড়াবে ও রক্তপাত ঘটাবে (৫৪)? আর আমরা আপনার প্রশংসা পূর্বক আপনার 'তাস্বীহ' (স্তুতিগান) করি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'আমার জানা আছে যা তোমরা জানোনা (৫৫)।'

'মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া' কাফিরগণ অসম্ভব বলে মনে করতো। এ আয়াতগুলোতে তাদের ভ্রান্তি ও ভিত্তিহীনতার উপর অকাট্য প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন; এভাবে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ; আর শরীরসমূহের উপাদানও একত্রিত হবার এবং জীবন লাভের যোগ্যতা রাখে, তখন মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কিভাবে অসম্ভব হতে পারে?

আসমান ও যমীন সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা আসমানে ফিরিশ্তাদেরকে এবং যমীনে জিন্ জাতিকে আবাস দিয়েছেন। জিন্ জাতি ফ্যাসাদ সৃষ্টি করলে তিনি একদল ফিরেশতা পাঠালেন, যারা এদেরকে (জিন্ জাতি) পাহাড় ও দ্বীপসমূহের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

টীকা-৫৩. 'খলীফা' বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য কার্যাবলী পরিচালনায় মূল পরিচালকের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। এ আয়াতে 'খলিফা' বলতে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে; যদিও অন্যান্য নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-ও আল্লাহ্ তা'আলার 'খলীফা' হন। (যেমন) হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম) সম্পর্কে এরশাদ করেছেন يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ [অর্থাৎ হে দাউদ! আমি তোমাকে যমীনের 'খলীফা' (প্রতিনিধি) করেছি।]

ফিরিশ্তাদেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতিনিধিত্বের সংবাদ এ জন্যই দেয়া হয়েছে, যেন তাঁরা তাঁকে খলীফা বা প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে তাঁর নিকট থেকে জেনে নেন এবং তাঁদের নিকট খলীফার এ মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায় যে, তাঁকে সৃষ্টির পূর্বেই 'খলীফা' (প্রতিনিধি) উপাধি প্রদান করা হয়েছে এবং আসমানবাসীদেরকেও তাঁর সৃষ্টির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

মাস্আলাঃ এর মধ্যে বান্দাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যেন তারা কোন কাজ করার পূর্বে পরামর্শ করে নেয়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কারো পরামর্শের প্রয়োজন হবে।

টীকা-৫৪. ফিরিশতাদের উদ্দেশ্য- আপত্তি উত্থাপন কিংবা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে তিরস্কার করা নয়; বরং তাঁকে প্রতিনিধি করার হিকমত সম্পর্কে জেনে নেয়া। আর ফ্যাসাদ ছড়ানোর সম্বন্ধ মানব জাতির প্রতি করার জ্ঞান তাঁদেরকে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে, কিংবা 'লওহ্-ই-মাহফূয' থেকে অর্জিত হয়েছে অথবা তাঁরা নিজেরাই জিন্ জাতির উপর অনুমান করেছেন।

টীকা-৫৫. অর্থাৎ আমার হিকমতসমূহ তোমাদের নিকট প্রকাশিত নয়। কথা হলো যে, মানবকুলের মধ্যে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)ও থাকবেন, ওলী এবং আলিমগণও। আর তাঁরা জ্ঞানগত ও আমলগত উভয় প্রকারের মর্যাদা ও মহত্বের অধিকারী হবেন।

টীকা-৫৬. আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সম্মুখে সমুদয় বস্তু ও সব নামীয় বস্তু উপস্থাপন করে তাঁকে সেগুলোর নাম, গুণাবলী, কার্যকারিতা, বৈশিষ্ট্যাবলী এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্ম-কৌশলাদির মৌলিক বিষয়সমূহ- সব কিছুর জ্ঞান 'ইল্হাম' ★ সূত্রে দান করেছেন।

টীকা-৫৭. অর্থাৎ যদি তোমরা তোমাদের এ ধারণায় সত্য হও যে, আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর জ্ঞানী করে অন্য কোন মাখলূক সৃষ্টি করবো না এবং তোমরাই (আমার) খিলাফতের (প্রতিনিধিত্ব করা) জন্য একমাত্র উপযোগী, তবে এ সমস্ত বস্তুর নাম বলে দাও। কেননা, খলীফার দায়িত্ব হচ্ছে- প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান ব্যতীত খলীফার এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর নয়, যে গুলোর উপর তাঁকে কার্য-নির্বাহক করা হয়েছে এবং যে গুলোর ফয়সালা তাঁকে দিতে হবে।

মাস্আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিশ্তাদের উপর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবে 'ইল্‌ম' (জ্ঞান)-কেই প্রকাশ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, নামসমূহের জ্ঞান (ইল্‌ম-ই-আস্মা) অর্জন করা নির্জনে ও একাকীভাবে ইবাদতের চাইতে অধিকতর উত্তম।

৩১. এবং আল্লাহ্ তা'আলা আদমকে যাবতীয় (বস্তুর) নাম শিক্ষা দিলেন (৫৬) অতঃপর সমুদয় (বস্তু) ফিরিশ্তাদের সামনে উপস্থাপন করে এরশাদ করলেন, 'সত্যবাদী হলে এসব বস্তুর নাম বলো তো (৫৭)!'

৩২. (তারা) বললো, 'পবিত্রতা আপনারই, আমাদের কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু (ততটুকুই) যতটুকু আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনিই জ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময় (৫৮)।'

৩৩. তিনি এরশাদ করলেন, 'হে আদম! বলে দাও তাদেরকে সমুদয় (বস্তুর) নাম।' যখন তিনি (অর্থাৎ আদম) তাদেরকে সমুদয় বস্তুর নাম বলে দিলেন (৫৯) এরশাদ করলেন, 'আমি কি (একথা) বলছিলাম না যে, আমি জানি আস্মানসমূহ এবং যমীনের সমস্ত গোপন (অদৃশ্য) বস্তু সম্পর্কে এবং আমি জানি যা কিছু তোমরা প্রকাশ করছো এবং যা কিছু তোমরা গোপন করছো (৬০)?

৩৪. এবং (স্মরণ করুন!) যখন আমি ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, 'তোমরা আদমকে সাজদা করো।' তখন সবাই সাজদা করেছিলো, ইবলীস্ ব্যতীত; সে অমান্যকারী হলো ও অহংকার করলো এবং কাফির হয়ে গেলো (৬১)।

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾

قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ۫ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ফিরিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৫৮. এর মধ্যে ফিরিশ্তাদের পক্ষ থেকে তাঁদের অক্ষমতা ও অপূর্ণতার স্বীকারোক্তি এবং এ কথারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, তাঁদের প্রশ্ন (আদম সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে) জানার আগ্রহ হিসেবে ছিলো, আপত্তি হিসেবে নয়। আর এখন তাঁরা মানুষের মহত্ব এবং তাঁর সৃষ্টির হিকমত সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, যা তাঁরা পূর্বে জানতেন না।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) প্রত্যেক বস্তুর নাম ও সৃষ্টির গূঢ় রহস্য বর্ণনা করেছেন (তখন আল্লাহ্ তা'আলা)

টীকা-৬০. ফিরিশতাগণ যে কথাটা প্রকাশ করেছিলেন তা ছিলো- 'মানুষ ফিৎনা-ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত করবে।' আর যে কথাটা গোপন করেছিলেন, তা ছিলো- 'খলিফা হবার যোগ্য শুধু তাঁরা নিজেরাই এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদের চেয়ে অধিক উত্তম ও জ্ঞানী কোন মাখলূক সৃষ্টি করবেন না।'

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে মানুষের আভিজাত্য এবং জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। আর একথাও (প্রমাণিত হয়) যে, শিক্ষাদানের সম্বন্ধ আল্লাহ তা'আলার প্রতি

করা শুদ্ধ, যদিও তাঁকে 'শিক্ষক' নামে অভিহিত করা যায়না। কেননা, 'শিক্ষক' পেশাদার শিক্ষাদাতাকে বলা হয়।

মাস্আলাঃ এ থেকে একথাও জানা যায় যে, সমস্ত শব্দ ও ভাষা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই প্রদত্ত।

মাস্আলাঃ এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশ্তাদের জ্ঞান ও পূর্ণতাগুলো ক্রমবর্দ্ধিত হয়।

টীকা-৬১. আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর নমুনা (موجودات) এবং রূহানী জগত ও শরীর জগতের 'সমষ্টি' করে সৃষ্টি করেছেন। আর (তাঁকে) ফিরিশ্তাদের জন্য পূর্ণতাগুলো অর্জনের মাধ্যম করেছেন। অতঃপর তাঁদেরকে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, এতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার এবং নিজেদের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

★ ইলহামঃ অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যা ইঙ্গিত করা হয়।

কোন কোন তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে সৃষ্টি করার পূর্বেই ফিরিশ্তাদেরকে (তাঁকে) সাজদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে নিম্নলিখিত আয়াত শরীফ– فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۔ (অর্থাৎ 'যখন আমি তাঁকে সুঠাম করবো এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করবো, তখন তোমরা তাঁর প্রতি সাজদাবনত হয়ো!'–সূরা সোয়াদ) (বায়দাভী শরীফ)

সাজদার নির্দেশ সমস্ত ফিরিশ্তাকেই দেয়া হয়েছিলো। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। (খাযিন)

মাস্আলাঃ সাজদা দু'প্রকার। যথা– (১) 'সাজদা-ই-ইবাদত', যা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করা হয় এবং (২) 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্', যাতে সাজদাকৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই উদ্দেশ্য হয়; ইবাদত নয়।

মাস্আলাঃ 'সাজদা-ই-ইবাদত' আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস্; তা অন্য কারো জন্য হতে পারে না। এমনকি কোন শরীয়তেই তা জায়েয ছিলো না।

এ আয়াতে যেসব তাফসীরকারক (সাজদাহ্ দ্বারা) 'সাজদা-ই-ইবাদত'-এর কথা বুঝিয়েছেন, তাঁরা বলেন, "সাজদা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো আর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে ক্বিবলা করা হয়েছিলো মাত্র। সুতরাং হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ছিলেন مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ (যার দিকে সাজদা করা হয়); مَسْجُوْدٌ لَهٗ (যাঁর উদ্দেশ্যে সাজদা করা হয়) নন।" কিন্তু এ অভিমত দুর্বল। কেননা, এ সাজদা দ্বারা হযরত আদম (আমাদের নবী ও এ নবীর উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য ছিলো। আর مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ (যাঁর দিকে সাজদা করা হয় অর্থাৎ ক্বিবলা) সাজদাকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন, কা'বা মু'আয্যামাহ্ হুযূর সৈয়্যদে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ক্বিবলা ও مَسْجُوْدٌ اِلَيْهِ; অথচ হুযূর (দঃ) কা'বা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

অন্য অভিমত হলো– এখানে 'সাজদা-ই-ইবাদত' ছিলোনা; বরং 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্'-ই ছিলো। আর ঐ সাজদা শুধু হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্যই ছিলো। মাটির উপর কপাল রেখেই তা করা হয়েছিলো; শুধু মাথা নত করে নয়। এটাই সঠিক ও অধিকাংশের অভিমত। (মাদারিক)

মাস্আলাঃ 'সাজদা-ই-তাহিয়্যাহ্' (বা সম্মান প্রদর্শনার্থে সাজদা) পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে জায়েয ছিলো। আমাদের শরীয়তে রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে। এখন কারো জন্য তা জায়েয নয়। কেননা, যখন হযরত সালমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) হুযূর আক্বদাস (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে সাজদা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, তখন হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "মাখ্লূকের জন্য আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সাজদা করা উচিত নয়।" (মাদারিক)

৩৫. এবং আমি এরশাদ করলাম, 'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী এ জান্নাতে অবস্থান করো এবং খাও এখানে কোন বাধা-বিঘ্ন ব্যতিরেকেই, যেখানে তোমাদের মন চায়; কিন্তু এ গাছের নিকটে যেওনা (৬২)! গেলে, (তোমরা) সীমা অতিক্রমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (৬৩)।'	وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞

ফিরিশ্তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাজদাকারী হলেন– হযরত জিব্রাঈল অতঃপর হযরত মীকাঈল, অতঃপর হযরত ইস্রাফীল, অতঃপর হযরত আয্রাঈল, অতঃপর আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)।

এ সাজদা জুমু'আর দিন সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলার সময় থেকে 'আসর' পর্যন্ত করা হয়েছিলো। এক অভিমত এটাও আছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্যধন্য ফিরিশ্তারা একশ বছর, আর অন্য অভিমতে, পাঁচশ বছর সাজদারত ছিলেন। (কিন্তু) শয়তান সাজদা করেনি এবং সে অহংকারবশতঃ এ বিশ্বাসই পোষণ করতে থাকে যে, সে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) থেকেও শ্রেষ্ঠ। তাকে সাজদার নির্দেশ দেয়া হিকমতের পরিপন্থী। (মা'আযাল্লাহি তা'আলা।) এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে কাফির হয়ে গেছে।

মাস্আলাঃ আয়াত শরীফে এ কথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ফিরিশ্তাকুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এ কারণেই তাঁকে তাঁদের দ্বারা সাজদা করানো হয়েছে।

মাস্আলাঃ অহংকার অতীব মন্দ। এতে কখনো অহংকারী ব্যক্তির কার্যকলাপ 'কুফর' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (বায়দাভী ও জুমাল)

টীকা-৬২. এটা দ্বারা গম কিংবা আঙ্গুর ইত্যাদি গাছের কথা বুঝানো হয়েছে। (জালালায়ন)

টীকা-৬৩. ' ظُلْمٌ ' (যুলুম) শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন বস্তুকে অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা। এটা নিষিদ্ধ। আর নবীগণ হলেন– 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা গুনাহ্ সম্পাদিত হয়না। (সুতরাং) এখানে 'যুলুম' (ظلم) মানে হচ্ছে– 'অধিকতর উত্তম কাজের পরিপন্থী করা' মাত্র (خلاف اولى)।

মাস্আলাঃ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে 'যালিম' বলা তাঁদের অবমাননা করার শামিল এবং কুফর। যে কেউ এরূপ বলবে সে কাফির হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা মালিক ও মুনিব। তিনি যা চান এরশাদ করেন। এতে তাঁর ইজ্জত ও মহত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অন্যের কি অবকাশ আছে যে, সে আদব বা শালীনতা-বিবর্জিত কথা মুখে উচ্চারণ করবে এবং আল্লাহ্র 'সম্বোধন'কে স্বীয় দুঃসাহসের জন্য সনদ বানাবে? (আল্লাহ্) আমাদেরকে তাঁদের (নবীগণ) সম্মান, আদব ও আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের উপর এটাই অপরিহার্য।

টীকা-৬৪. শয়তান কোন মতে, হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর নিকট পৌছে বললো, "আমি কি আপনাদেরকে 'শাজরাতুল খুল্দ' বা এমন একটা গাছের কথা বলবো, যার ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হওয়া যায়?" হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তা প্রত্যাখ্যান করলেন। সে (শয়তান) তখন শপথ করে বললো, "আমি আপনাদের হিতকাঙ্খী।" তাঁদের ধারণা ছিলো আল্লাহ্ পাকের নামে মিথ্যা শপথ কে করতে পারে? সুতরাং এ ধারণার ভিত্তিতে হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম) সেই গাছের কিছু ফল আহার করলেন অতঃপর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-কে দিলেন। তিনিও আহার করলেন। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ধারণা ছিলো যে, لَا تَقْرَبَا (তোমরা ঐ গাছের কাছে যেওনা!)-এর নিষেধটা تنزيهى (মাকরূহ তানযীহী) নির্দেশক, تحريمى বা 'হারাম নির্দেশক' নয়। কেননা, তিনি যদি তা تحريمى বা 'হারাম জ্ঞাপক' মনে করতেন, তবে কখনো এরূপ করতেন না। কেননা, নবীগণ মা'সূম বা নিষ্পাপ। এখানে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর ইজ্তিহাদ (সত্য সন্ধানে চরম প্রচেষ্টা)-এ ত্রুটি হয়েছে মাত্র এবং 'ইজতিহাদ'-এ ত্রুটি হলে নির্দেশ অমান্যজনিত কোন গুনাহ্ হয়না।

টীকা-৬৫. হযরত আদম ও হাওয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) এবং তাঁদের বংশধরগণকে; যারা তাঁদের ঔরসে ছিলো, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসার নির্দেশ দেয়া হলো। হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) চরন্দ্বীপের (শ্রীলংকা) পর্বতমালার উপর এবং হযরত হাওয়া (আলায়হাস্ সালাম) জিদ্দায় অবতীর্ণ হন। (খাযিন)

হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বরকতে পৃথিবীর গাছসমূহে পবিত্র খুশ্বু সৃষ্টি হলো। (রূহুল বয়ান)

টীকা-৬৬. এ থেকে বয়সের শেষ সময় অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তের কথাই প্রতিভাত হয়। আর হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য এ সুসংবাদই রয়েছে যে, তাঁকে দুনিয়াতে শুধু এতটুকু সময়ের জন্য বসবাস করতে হবে। অতঃপর পুনরায় তিনি জান্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন এবং তাঁর বংশধরদের জন্যও তাদের পরকালের সংবাদ রয়েছে। অর্থাৎ তাদের পার্থিব জীবন সীমিত সময়ের জন্য। তাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর তাদেরকে পুনরায় পরকালের দিকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা ঃ ২ বাক্বারা ১৯ পারা ঃ ১

৩৬. অতঃপর শয়তান জান্নাত থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং যেখানে ছিলো সেখান থেকে তাঁদেরকে আলাদা করে দিলো (৬৪)। আর আমি এরশাদ করলাম, '(তোমরা) নীচে নেমে যাও (৬৫)! তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু: এবং তোমাদেরকে একটা (নির্দ্ধারিত) সময়সীমা পর্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান ও জীবিকা অবলম্বন করতে হবে (৬৬)।'

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ ﴿٣٦﴾

৩৭. অতঃপর শিখে নিলেন আদম আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু কলেমা (বাণী)। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর তাওবা কবূল করলেন (৬৭)। নিশ্চয় তিনিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٧﴾

মানযিল - ১

টীকা-৬৭. হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) পৃথিবীতে আসার পর তিনশ বছর পর্যন্ত লজ্জায় আস্মানের দিকে মাথা উঠান নি। যদিও হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন; তাঁর অশ্রু সমস্ত দুনিয়াবাসীর অশ্রু অপেক্ষাও অধিক ছিলো কিন্তু হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) এতো বেশী ক্রন্দন করেছিলেন যে, তাঁর চোখের পানির পরিমাণ হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম) সহ সমস্ত দুনিয়াবাসীর চোখের পানির পরিমাণ অপেক্ষাও অধিক হয়েছিলো। (খাযিন)

ইমাম তাব্রানী, হাকিম, আবূ না'ঈম এবং বায়হাক্বী প্রমুখ হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) থেকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সূত্রে (مرفوعًا) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর এ কাজের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা হলো তখন তিনি তাওবার চিন্তায় অস্থির ছিলেন। দুশ্চিন্তার এ অবস্থায় তাঁর স্মরণ হলো- "সৃষ্টির সন্ধিক্ষণে আমি মাথা উঠিয়ে দেখেছিলাম, আরশের উপর লিখা আছে- لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ — ; আমি বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেই উন্নত মর্যাদা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি, যা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পবিত্র নাম স্বীয় বরকতময় নামের সাথে আরশের উপর লিপিবদ্ধ করেছেন।" অতএব, তিনি (হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম) স্বীয় প্রার্থনায় رَبَّنَا ظَلَمْنَا। الآية (রব্বানা যালাম্না-আল-আয়াত) পাঠ করে এ প্রার্থনা করেছিলেন- أَسْئَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ أَنْ تَغْفِرَ لِىْ (অর্থাৎঃ হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই ওসীলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) হযরত ইবনে মুন্যিরের বর্ণনায় এ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে- اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَكَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ أَنْ تَغْفِرَ لِىْ - ; অর্থাৎ "হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহা মর্যাদার ওসীলায় এবং তাঁর সম্মানের মাধ্যমে, যা আপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি।". এ প্রার্থনা করা মাত্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন।

মাস্আলাঃ এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র দরবারে মাকবূল বান্দাদের ওসীলা বা মাধ্যম সহকারে, যেমন بِجَاهِ فُلَانٍ، بِحَقِّ فُلَانٍ (অমুকের ওসীলার বা মাধ্যমে) দোয়া-প্রার্থনা করা জায়েয এবং হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর সুন্নাত (তরীক্বা)।

মাস্আলাঃ আল্লাহ্ তা'আলার উপর কারো হক বা প্রাপ্য ওয়াজিব হয়না। কিন্তু তিনি আপন মাকবূল বান্দাদেরকে স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহ দ্বারা তাঁদের হক

বা প্রাপ্য দান করেন। এ 'অনুগ্রহময় হক'-এর ওসীলা নিয়ে প্রার্থনা করা যায়। বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহ সূত্রেই এ 'হক' প্রমাণিত। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّدْخِلَهُ الْجَنَّةَ -

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রসূলের উপর ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে, অতঃপর রমযানের রোযা পালন করেছে, তার জন্য আল্লাহর কৃপায়, এ হকই নির্দ্ধারিত হয়ে গেলো যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।)

হযরত আদম আলায়হিস্ সালামের তাওবা ১০ই মুহররম কবূল হয়েছিলো। জান্নাত থেকে বের করার সময় অন্যান্য নি'মাত বা অনুগ্রহের সাথে সাথে আরবী ভাষাও তাঁর নিকট থেকে লুপ্ত করা হয়েছিলো। তখন আরবীর পরিবর্তে তাঁর বরকতময় মুখে 'সুরিয়ানী' ভাষা জারী করা হয়। তাওবা কবূল হওয়ার পর পুনরায় তাঁকে আরবী ভাষা প্রদান করা হয়। (ফত্হুল আযীয)

মাস্আলাঃ তাওবার মূল অর্থ- 'আল্লাহর প্রতি ফিরে আসা।' এর তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে- (১) স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা, (২) তজ্জন্য লজ্জিত হওয়া এবং (৩) তা পরিহার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা। গুনাহ্ যদি প্রতিকারযোগ্য হয় তবে তার প্রতিকার করাও বাঞ্ছনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, নামায পরিত্যাগকারীর তাওবার জন্য বিগত নামাযসমূহের কাযা দেয়াও জরুরী।

তাওবার পরক্ষণে হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তুর উদ্দেশ্যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর খিলাফতের ঘোষণা দিলেন এবং সবার উপর তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য হবার হুকুম শুনিয়ে দিলেন। সবাই তাঁর আনুগত্যের স্বীকৃতি দিয়েছিলো। (ফত্হুল আযীয)

টীকা-৬৮. এটা নেক্কার মু'মিনদের জন্য একটা সুসংবাদ। অর্থাৎ না তাঁদের মহাপ্রলয়ের দিনে কোন ভয় থাকবে, না আখিরাতের কোন দুঃখ (থাকবে)। তাঁরা নিশ্চিন্তে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবেন।

টীকা-৬৯. 'ইস্রাঈল' অর্থ 'আব্দুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা); হিব্রু (عبری) ভাষার শব্দ। এটা হযরত য়া'কূব আলায়হিস্ সালাম-এর উপাধি। (মাদারিক)।

তফসীরকার কালবী বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা يٰاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا (অর্থাৎ হে মানব জাতি! তোমরা ইবাদত করো ....) এরশাদ করে প্রথমে সমস্ত মানুষকে সাধারণভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর اِذْ قَالَ رَبُّكَ (স্মরণ করুন! যখন আপনার প্রভু এরশাদ করেছেন) এরশাদ করে তাদের প্রারম্ভিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন। অতঃপর বিশেষভাবে বনী ইস্রাঈলকে আহ্বান করেছেন। এরা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায় আর এখান থেকে سَيَقُوْلُ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে বর্ণনা অব্যাহত রয়েছে। কখনো দয়ার সুরে পুরস্কারের কথা স্মরণ করিয়ে (সত্যের দিকে) আহ্বান করা হয়, কখনো ভীতি প্রদর্শন করা হয়, কখনো প্রমাণ দাঁড় করানো হয়, কখনো তাদের অপকর্মের জন্য তিরস্কার করা হয়, আবার কখনো পূর্ববর্তী বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

৩৮. আমি এরশাদ করলাম, 'তোমরা সবাই জান্নাত থেকে নেমে যাও! অতঃপর পরে যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হিদায়ত আসে, তবে যে ব্যক্তি আমার সেই হিদায়তের অনুসারী হবে, তার জন্য না কোন ভয়, (এবং) না কোন দুঃখ থাকবে (৬৮)।

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

৩৯. আর সেসব লোক, যারা কুফর করবে এবং আমার নির্দেশনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হলো দোযখবাসী, তাদেরকে সেখানেই সর্বদা থাকতে হবে।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٣٩﴾

রুকূ' - পাঁচ

৪০. হে য়া'কূবের বংশধরগণ (৬৯)! (তোমরা) স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি (৭০) এবং আমার অঙ্গীকার পূরণ করো। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো (৭১) এবং বিশেষ করে, আমারই ভয় (অন্তরে) রাখো (৭২)।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ ۚ وَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ ﴿٤٠﴾

টীকা-৭০. এ অনুগ্রহ যে, তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ফিরআউন থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সাগর ফাঁক করেছেন এবং মেঘকে ছায়াদানকারী করেছেন। তাছাড়া, অন্যান্য অনুগ্রহরাজি, যেগুলোর বর্ণনা সামনে আসছে, সেগুলো স্মরণ করো! 'স্মরণ করা'র মানে হচ্ছে- 'আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য ও বন্দেগীর মাধ্যমে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।' কেননা, কোন নি'মাতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করাই সে নি'মাতকে ভুলে যাবার নামান্তর মাত্র।

টীকা-৭১. অর্থাৎ তোমরা ঈমান ও আনুগত্য বজায় রেখে আমার অঙ্গীকার পূরণ করো, (ফলতঃ) আমি প্রতিদান ও সাওয়াব দান করে তোমাদের অঙ্গীকার পূরণ করবো। সে অঙ্গীকারের বর্ণনা নিম্নলিখিত আয়াতে রয়েছে- وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ (অর্থাৎ এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।)

টীকা-৭২. মাস্আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহর নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা অপরিহার্য হবার বর্ণনা রয়েছে। এ কথারও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় করা মু'মিনের উচিত নয়।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ ক্বোরআন পাক, তাওরীত এবং ইঞ্জীলের উপর, যেগুলো তোমাদের সাথে রয়েছে, ঈমান আনো এবং কিতাবীদের মধ্যে প্রথম কাফির হয়োনা, যেন তোমাদের অনুসরণ করে যারা 'কুফর' অবলম্বন করবে তাদের শাস্তিও তোমাদের উপর না বর্তায়।

টীকা-৭৪. এসব আয়াত দ্বারা তাওরীত ও ইঞ্জীলের ঐসব আয়াতের কথা বুঝানো হয়েছে, যেগুলোতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর না'ত (প্রশংসা) ও গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা পার্থিব ধন-দৌলতের লিপ্সার বশীভূত হয়ে গোপন করোনা। কেননা, পার্থিব মাল-দৌলত নগন্য মূল্যস্বরূপ এবং আখিরাতের মুকাবিলায় অতি তুচ্ছ।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ কা'আব ইবনে আশ্‌রাফ এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্যান্য আলিম (!) ও নেতৃবৃন্দের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা স্বীয় সম্প্রদায়ের মূর্খ ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা উশুল করে নিতো এবং তাদের উপর বার্ষিক কর নির্দ্ধারণ করতো। আর তারা উৎপাদনের ফসল ও নগদ টাকায়ও নিজেদের 'প্রাপ্য' (?) নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলো। তারা এ আশঙ্কা বোধ করেছিলো যে, তাওরীত শরীফে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যে প্রশংসা ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলো যদি তারা প্রকাশ করে দেয়, তবে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান এনে বসবে এবং তাদের আর কোন খোঁজখবর নেয়া হবে না; আর এসব সুযোগ-সুবিধাও তারা হারাতে থাকবে। এ জন্য তারা তাদের কিতাবগুলোতে পরিবর্তন করলো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসাজ্ঞাপক বাক্যগুলো বদলে ফেললো। যখন তাদেরকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করতো– 'তাওরীতে হুযূর (দঃ)-এর কি কি গুণাবলীর উল্লেখ আছে!' তখন তারা সেগুলো গোপন করে বসতো এবং কখনো কিছুই বলতোনা। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

৪১. এবং (তোমরা) ঈমান আনো সেটার উপর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সেটারই সমর্থকরূপে যা তোমাদের সাথে আছে এবং সর্বপ্রথম সেটার অস্বীকারকারী হয়োনা (৭৩)। আর আমার আয়াতগুলোর বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না (৭৪) এবং শুধু আমাকেই ভয় করো।

وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهٖ ۪ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۫ وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ ﴿٤١﴾

৪২. এবং সত্যের সাথে বাতিলকে মিশ্রিত করোনা ও দেখে-জেনে সত্যকে গোপন করোনা।

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ' করে তাদের সাথে রুকূ' করো (৭৫)।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. তোমরা কি মানুষকে সৎ কর্মের নির্দেশ দিচ্ছো এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসছো? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছো। তবুও কি তোমাদের বিবেক নেই (৭৬)?

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

৪৫. এবং ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। এবং নিশ্চয় নামায অবশ্যই ভারী, কিন্তু তাদের জন্য (নয়), যারা আন্তরিকভাবে আমার প্রতি বিনীত হয় (৭৭);

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾

টীকা-৭৫. এ আয়াতে নামায ও যাকাত ফরয হবার বর্ণনা রয়েছে। আর এ দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নামাযসমূহ সেগুলোর করণীয় বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং 'আরকান' বা মৌলিক কার্যাদি যথাযথভাবে পালন করে, সম্পন্ন করো! মাস্‌আলাঃ (এতে) জমা'আতের প্রতিও উৎসাহিত করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে– জমা'আতের সাথে নামায পড়া একাকী পড়ার চাইতে সাতাশগুণ অধিক ফযীলত রাখে।

টীকা-৭৬. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিমদের (!) নিকট তাদের মুসলিম আত্মীয়-স্বজনেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তারা বললো, "তোমরা সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো! হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন সঠিক এবং তাঁর বাণী সত্য।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হলো– এ আয়াত শরীফ ঐসব ইহুদীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা আরবের মুশরিকদের (অংশীবাদীগণ)-কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করার প্রতি হিদায়ত করেছিলো। অতঃপর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন তখন এসব হিদায়তকারী নিজেরাই হিংসার বশীভূত হয়ে কাফির হয়ে গেলো। এ জন্য তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-৭৭. অর্থাৎ প্রয়োজন বা সমস্যার ক্ষেত্রে ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। সুব্‌হানাল্লাহ! কেমন পবিত্র শিক্ষা! 'সবর' (ধৈর্য) সব মুসীবতের চরিত্রগত মুকাবিলা; এটা ছাড়া মানুষ ন্যায় বিচার, দৃঢ়তা ও সত্যপরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না।

সবর তিন প্রকার। যথাঃ (১) কঠিন বিপদে নিজেকে স্থির রাখা, (২) ইবাদত-বন্দেগীর কষ্ট অটলভাবে সহ্য করা এবং (৩) গুনাহ্‌র দিকে ধাবিত হওয়া

থেকে নিজ সত্তাকে বিরত রাখা। কোন কোন মুফাস্‌সির এখানে উল্লেখিত 'সবর'-এর অর্থ রোযা বলেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। কারণ, এটাও সবরের পর্যায়ভুক্ত।

এ আয়াতে বিপদের সময় নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কেননা, তা (নামায) শারীরিক ও আত্মিক উভয় প্রকার ইবাদতেরই ধারক। আর এতে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জিত হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্মুখে উপস্থিত হলে নামাযে মশগুল হয়ে যেতেন।

এ আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, সত্যনিষ্ঠ মু'মিনগণ ব্যতীত অন্যান্যদের উপর নামায কঠিন কাজ।

টীকা-৭৮. এ আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে যে, আখিরাতে মু'মিনগণ আল্লাহ্‌র দীদার বা সাক্ষাৎরূপী নি'মাত লাভ করবেন।

টীকা-৭৯. (এখানে) اَلْعٰلَمِيْنَ (আল্‌-'আলামীন)-এর ব্যাপকতা (استغراق) প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়। (অর্থাৎ– বনী ইস্‌রাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর, সৃষ্টির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সবার উপর নয়; বরং) এর অর্থ হচ্ছে– (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "হে বনী ইসরাঈল!) আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে তাদের যুগের সবার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"

অথবা আয়াতে আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়েছে, যাতে অন্য কোন উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করা না হয়। এ জন্যই উম্মতে মুহাম্মদীর প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে– كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ অর্থাৎ "তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম উম্মত।" (রূহুল বয়ান ও জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮০. সেটা হলো রোজ ক্বিয়ামত। আয়াতের মধ্যে نَفْسٌ (আত্মা)-এর কথা দু'বার উল্লেখিত হয়েছে। প্রথমটি দ্বারা মু'মিনদের 'নাফ্‌স' এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা কাফিরদের 'নাফ্‌স' বুঝানো হয়েছে। (মাদারিক)

টীকা-৮১. এখান থেকে রুকূ'র শেষ পর্যন্ত দশটা অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো বর্তমানকার বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ লাভ করেছিলো।

টীকা-৮২. 'ক্বিব্‌তী' ও 'আমালীক্ব' সম্প্রদায় থেকে যে-ই মিশরের বাদশাহ্‌ হয়েছিলো তাকেই 'ফিরআউন' বলা হয়। হযরত মূসা (আলায়হিস্‌ সালাম)-এর যুগের ফিরআউনের নাম 'ওয়ালীদ ইবনে মাস্‌'আব ইবনে রাইয়্যান' ছিলো। এখানে তারই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার বয়স চারশ বছরেরও অধিক ছিলো।

৪৬. যাদের অন্তরে এ দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, তাদেরকে আপন প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাঁরই দিকে যেতে হবে (৭৮)।

اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۴۶﴾

চতুর্থাংশ

রুকূ' – ছয়

৪৭. হে য়া'কূবের বংশধরগণ! স্মরণ করো, আমার সেই অনুগ্রহকে যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর এ কথাও যে, আমি এ সমগ্র যুগের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি (৭৯)।

يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾

৪৮. এবং ভয় করো ঐ দিনকে, যেদিন কোন আত্মা অন্য কারো বিনিময় হতে পারবে না (৮০) এবং না (কাফিরদের পক্ষে) কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এবং না কোন কিছু নিয়ে (তার) আত্মাকে মুক্তি দেয়া হবে এবং না তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে (৮১)।

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৯. এবং (স্মরণ করো)! যখন আমি তোমাদেরকে ফিরআউনী সম্প্রদায় থেকে নিষ্কৃতি দান করেছি (৮২), যারা তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিতো (৮৩); তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করতো আর তোমাদের কন্যাদেরকে জীবিত রাখতো (৮৪); এবং এর মধ্যে তোমাদের

وَاِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ط وَفِيْ ذٰلِكُمْ

আর 'আল্‌-ই-ফিরআউন' বলে ফিরআউনের অনুসারীদের কথা বুঝনো হয়েছে। (জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-৮৩. 'আযাব' (যন্ত্রণা) তো সবই মন্দ (মর্মান্তিক) হয়ে থাকে। (আয়াতে) سُوْٓءُ الْعَذَابِ (মর্মান্তিক যন্ত্রণা) বলে সেটাই বুঝানো হয়েছে, যা অন্যান্য যন্ত্রণা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন ও মর্মান্তিক হবে। এ জন্যই হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহু) ' برا عذاب ' (মর্মান্তিক যন্ত্রণা) অনুবাদ করেছেন। (যেমন– তাফসীর-ই-জালালায়ন শরীফ ইত্যাদিতে রয়েছে।)

ফিরআউন বনী-ইস্রাঈল (সম্প্রদায়)-এর উপর অত্যন্ত নির্দয়ভাবে, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্টকর কার্যাদি চাপিয়ে দিয়েছিলো। কঙ্করময় ভূমি কেটে মাটি বহন করতে করতে তাদের কোমর ও কাঁধ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। গরীবদের উপর 'কর' (Tax) আরোপ করেছিলো, যা প্রত্যহ সূর্যাস্তের পূর্বেই জোরপূর্বক উশুল করে নেয়া হতো। যে নিঃস্ব ব্যক্তি কোন দিন কর আদায়ে অসমর্থ হতো, তার হাত দু'টি ঘাড়ের সাথে বেঁধে দেয়া হতো এবং সারা মাসই তাকে এই যন্ত্রণায় রাখা হতো। আরো নানা ধরণের নির্দয় নিপীড়ন চালানো হতো। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৮৪. ফিরআউন স্বপ্নে দেখলো– 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর দিক থেকে আগুন এসে তা সমগ্র মিশরকে অবরোধ করে সমস্ত ক্বিব্‌তী (ফিরআউনের

সমর্থকগণ)-কে জ্বালিয়ে দিলো। বনী ইস্রাঈলের কোন ক্ষতি করলো না। এর ফলে তার মনে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হলো। গণকগণ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়ে বললো, "বনী ইস্রাঈলে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে আপনার এবং আপনার সাম্রাজ্যের পতনের কারণ হবে।" এটা শুনে ফির‌আউন নির্দেশ দিলো– 'বনী ইস্রাঈলে যে সন্তানই জন্ম গ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হোক।' অনুসন্ধানের জন্য বহু ধাত্রী নিয়োগ করা হলো। বারো হাজার, অন্য বর্ণনা মতে, সত্তর হাজার নবজাতককে হত্যা করা হলো। আর নব্বই হাজার গর্ভপাত ঘটানো হলো।

আল্লাহর ইচ্ছায়, তখন এ সম্প্রদায়ের (বনী-ইস্রাঈল) বৃদ্ধ লোকেরা দ্রুত মৃত্যুবরণ করতে লাগলো। ক্বিতবী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ভীত হয়ে ফির‌আউনের নিকট অভিযোগ করলো, "বর্তমানে বনী-ইস্রাঈলে মৃত্যুর হার খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, তাদের শিশুদেরকেও হত্যা করা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা সেবক পাবো কোথায়?" সুতরাং ফির‌আউন নির্দেশ দিলো, 'এক বৎসর শিশু হত্যা করা হবে এবং এক বৎসর হত্যা মওকূফ থাকবে।'

অতঃপর যে বৎসর হত্যা মওকুফ ছিলো সে বৎসর হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম) জন্ম গ্রহণ করলেন। আর যে বৎসর পুনঃহত্যা চালু হলো সেই বৎসরই হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম হলো।

টীকা-৮৫. 'বালা' পরীক্ষা করাকেই বলা হয়। পরীক্ষা যেমন অনুগ্রহ দ্বারা করা হয়, তেমনি কষ্ট এবং পরিশ্রম দ্বারাও। অনুগ্রহ-প্রাপ্তির সময় বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং মুসীবতের সময় তার ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যদি ذٰلِكُمْ দ্বারা ইঙ্গিত ফির‌আউনের অত্যাচারগুলোর প্রতি হয়, তবে 'বালা' মানে হবে– 'পরিশ্রম' ও 'বিপদ'; আর যদি ঐসব নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি প্রদানের প্রতি হয় তবে 'বালা' মানে হবে 'পুরস্কার'।

টীকা-৮৬. এটা দ্বিতীয় অনুগ্রহের বর্ণনা, যা বনী ইস্রাঈলের উপর করেছেন– তাদেরকে ফির‌আউনী সম্প্রদায়ের যুলুম-অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং ফির‌আউনকে তার সম্প্রদায়সহ তাদের সামনে ডুবিয়ে মেরেছেন। এখানে 'আল-ই-ফির‌আউন' মানে 'ফির‌আউন ও তার সম্প্রদায়' যেমন, (আয়াতাংশ 'كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ' (কার্‌রামনা বনী আ-দামা)-এর মধ্যে হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম) ও আদম-সন্তানগণ উভয়ই শামিল রয়েছে। (জুমাল)

সংক্ষিপ্ত ঘটনাঃ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সলাম আল্লাহর নির্দেশক্রমে, রাত্রি বেলায় বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে রওনা দিলেন। ভোরে ফির‌আউন তাদের তালাশে এক বিরাট সেনা-বাহিনীসহ অগ্রসর হলো এবং তাঁদেরকে সাগরের তীরে গিয়ে পেয়েছিলো। বনী ইস্রাঈল ফির‌আউনের সৈন্যদের দেখে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট ফরিয়াদ করলো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে সাগরে স্বীয় 'লাঠি' দ্বারা আঘাত করলেন। এর বরকতে মূল সাগরে বারোটা শুষ্ক রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো। পানি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে গেলো। সেই পানির দেয়ালসমূহে জালির ন্যায় আলোকময় ছিদ্রের সৃষ্টি হলো। বনী-ইস্রাঈলের প্রতিটি গোত্র ওসব রাস্তায় একে অপরকে দেখতে পেতো এবং পরস্পর কথোপকথন করতে করতে সাগর পার হয়ে গেলো।

প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা 'বালা' ছিলো (অথবা মহা পুরস্কার) (৮৫)।	بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝٤٩
৫০. এবং যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিধা-বিভক্ত (ফাঁক) করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রক্ষা করেছি। আর ফির‌আউনী সম্প্রদায়কে তোমাদের চোখের সামনে ডুবিয়ে দিয়েছি (৮৬)।	وَاِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنٰكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۝٥٠

ফির‌আউন সাগরে রাস্তা দেখে সেগুলো দিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। যখন তার সব সৈন্য সাগরের মাঝখানে নেমে আসলো তখন সাগর আপন অবস্থায় মিলিত হয়ে গেলো। ফলে সমস্ত ফির‌আউনী সাগরে ডুবে গেলো। ঐ সাগরের প্রস্থ চার 'ফরসঙ্গ' ★। এ ঘটনাটা 'বাহ্‌রে কুলযুম'-এ ঘটেছিলো; যা পারস্য সাগরের তীরের নিকটে অবস্থিত; কিংবা 'বাহ্‌রে মা-ওয়ারা-ই-মিশর' এ ঘটেছিলো। ওটা 'আসাফ' নামেও খ্যাত।

বনী ইস্রাঈল সাগরের তীরে ফির‌আউনীদের নিমজ্জিত হবার ঘটনা স্বচক্ষে দেখছিলো। এ ঘটনা মুহররমের ১০ তারিখে সংঘটিত হয়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ঐ দিন শোক্‌রিয়ার রোযা রেখেছিলেন। হুযূর সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানা পর্যন্ত ইহুদীরা এ দিনে রোযা রাখতো। হুযূর (দঃ)-ও এ দিবসে রোযা রেখেছেন। আর এরশাদ করেছেন, "হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর বিজয়ের খুশী উদ্‌যাপন এবং এর শোকরিয়া আদায় করার, আমরা ইহুদীদের চেয়েও অধিক হকদার।"

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, আশুরার রোযা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ এটাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর আল্লাহর যেই অনুগ্রহ হয় তার 'স্মৃতিস্মারক' প্রতিষ্ঠা করা এবং শোকর আদায় করা সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ একথাও প্রতিভাত হয় যে, এ ধরণের কার্যাদির জন্য তারিখ নির্দ্ধারণ করা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এরই সুন্নাত।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর স্মৃতি যদি কাফিরগণও প্রতিষ্ঠা করতে থাকে তবুও তা বাদ দেয়া যাবে না।

★ এক ফরসঙ্গ = ৩ মাইল।

টীকা-৮৭. ফিরআউন এবং ফিরআউনের অনুসারীরা ধ্বংস হবার পর যখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে পুনরায় মিশরে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরখাস্ত মোতাবেক আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীত প্রদানের ওয়াদা দিলেন এবং তজ্জন্য সময়ও নির্দ্ধারণ করলেন; যার সময়সীমা ছিলো, বর্ধিত সময় সহকারে, একমাস দশদিন–পূর্ণ যিলক্বদ এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আপন (বড়) ভাই হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-কে স্বীয় গোত্রের মধ্যে আপন খলীফা ও স্থলাভিষিক্ত করে তাওরীত হাসিল করার জন্য 'তূর পাহাড়'-এ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। চল্লিশ রাত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এ দীর্ঘ সময়ে তিনি কারো সাথে কথাবার্তা বলেননি। আল্লাহ্ তা'আলা 'যবরজদী লওহ' (জবরজদ প্রস্তর ফলকসমূহ)-এর উপর লিখিত তাওরীত তাঁর প্রতি নাযিল করলেন।

এ দিকে 'সামেরী' স্বর্ণ ও মণিমুক্তা দ্বারা গো-বাছুর (প্রতিমা) তৈরী করে স্বীয় গোত্রের লোকদেরকে বললো, "এটা তোমাদের মা'বূদ বা উপাস্য।"★ তারা (গোত্রীয় লোকেরা) দীর্ঘ একমাস যাবৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য অপেক্ষা করে সামেরীর প্রতারণার শিকার হয়ে গো-বাছুরের পূজা আরম্ভ করে দিলো। হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর বার হাজার অনুসারী ব্যতীত বনী ইস্রাঈল (সম্প্রদায়) -এর বাকী সব লোক ঐ গো-বাছুরের পূজা করেছিলো। (খাযিন)

টীকা-৮৮. তাদেরকে ক্ষমা করার ধরণ ছিলো এরূপঃ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বলেছিলেন, "তাওবার প্রকৃতি এরূপ হবে যে, যারা গো-বাছুরের পূজা করেনি তারা পূজারীদেরকে কতল করবে, আর অপরাধকারীরাও স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ হত্যার শাস্তি গ্রহণ করবে।" তারা এতে রাজি হয়েছিলো।

সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সত্তর হাজার পূজারী নিহত হলো। তখন হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম) অত্যন্ত বিনয় ও কান্না সহকারে আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। ওহী এলো, "যারা নিহত হয়েছে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করেছে। আর অবশিষ্ট দোষীগণকে ক্ষমা করা হয়েছে। তাদের মধ্যেকার হত্যাকারী ও নিহত সবাই জান্নাতী।"

মাস্আলাঃ 'শির্ক' করলে মুসলমান 'ধর্মত্যাগী' (মুরতাদ্দ) হয়ে যায়।

সূরাঃ ২ বাক্বারা	২৪	পারা ঃ ১
৫১. এবং যখন আমি মূসাকে চল্লিশ রাতের ওয়াদা দিয়েছিলাম। অতঃপর তার পশ্চাতে (প্রস্থানের পর) তোমরা গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলে এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (৮৭)।		وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِهِۦ وَأَنتُمْ ظٰلِمُونَ ﴿٥١﴾
৫২. অতঃপর, এর (এ ঘটনা) পর আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি (৮৮), যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো (৮৯)।		ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾
	মানযিল – ১	

মাস্আলাঃ 'মুরতাদ্দ' বা ধর্মত্যাগীর শাস্তি হলো– 'কতল'। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বিদ্রোহ করা হত্যা ও রক্তপাত অপেক্ষাও জঘন্যতর অপরাধ।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ গো-বাছুর তৈরী করে পূজা করার মধ্যে বনী ইস্রাঈল-এর কয়েকটা অপরাধ ছিলোঃ

১) মূর্তি তৈরী করা, যা হারাম; ২) হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন এবং ৩) গো-বাছুরের পূজা করে মুশরিক হওয়া।

ঐসব অপরাধ ফিরআউনী সম্প্রদায় কর্তৃক কৃত অত্যাচার অপেক্ষাও অধিকতর জঘন্য ছিলো। কেননা, এসব কার্যকলাপ তাদের দ্বারা তাদের ঈমান আনার পরেই সম্পন্ন হয়েছিলো। এ কারণে, তারা এমন শাস্তির উপযোগী ছিলো যে, আল্লাহ্র শাস্তি তাদেরকে কোন প্রকার অবকাশ দেবেনা এবং তাৎক্ষণিক ধ্বংসের কারণে কুফরের উপর জীবনাবসান ঘটবে। কিন্তু হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর বদৌলতে তাদেরকে তাওবার সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। এটা আল্লাহ্র এক মহান অনুগ্রহ।

টীকা-৮৯. এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বনী ইস্রাঈলের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা ফিরআউনীদের ন্যায় বাতিল হয়নি এবং তাদের বংশ থেকে সৎ ব্যক্তিবর্গের (সালেহীন) জন্ম হবার ছিলো। সুতরাং তাদের মধ্যে হাজার হাজার নবী (আলায়হিমুস্ সালাম) ও বুযর্গ (ওলী) জন্ম গ্রহণ করেন।

★ বর্ণিত আছে যে, ফিরআউন বনী ইস্রাঈলের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে লোহিত সাগরের তীর পর্যন্ত পৌছলো। তখন বনী-ইস্রাঈলকে সমুদ্রগর্ভের রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে সে পানিতে ডুবে মারার ভয়ে তাদের অনুসরণ থেকে বিরত রইলো। যেহেতু, আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ছিলো– তাকে সসৈন্যে পানিতে ডুবিয়ে মারা, সেহেতু, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একটা ঘুড়ীসহ হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে মানুষের বেশে প্রেরণ করলেন এবং জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) যখনই তাঁর ঘুড়ী নিয়ে ফিরআউনের সম্মুখ দিয়ে মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর অনুসরণ করলেন তখন ফিরআউনের ঘোড়া হযরত জিব্রাঈলের ঘুড়ীর অনুসরণ করলো এবং ফিরআউনের সৈন্যগণও তাকে অনুসরণ করলো। এখানে উল্লেখ্য যে, জিব্রাইল (আলায়হিস্ সালাম)-এর ঐ ঘুড়ীর কদম যেখানে পড়তো তৎক্ষণাৎ সেখানে ঘাস জন্মাতো। এটা দেখে সামেরী সেখান থেকে কিছু মাটি সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে এসেছিলো। এ মাটি সে পরবর্তীতে গো-বৎসরূপী প্রতিমার মুখে যখন রেখেছিলো তখনই সেটার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হলো এবং গো-বাছুরের মতো শব্দ করে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করেছিলো। এটার মাধ্যমে সামেরী বনী ইস্রাঈলকে বিভ্রান্ত করেছিলো।

টীকা-৯০. এ 'কতল' (হত্যা) তাদের অপরাধের কাফ্ফারা ছিলো।

টীকা-৯১. যখন বনী ইস্রাঈল তাওবা করেছিলো এবং কাফ্ফারা স্বরূপ আপন প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো তখন আল্লাহ্ তা'আলা হুকুম করলেন যেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে গো-বাছুরের পূজার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাযির করেন। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন মানুষ নির্বাচিত করে 'তূর' পর্বতে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তারা বলতে লাগলো, "হে মূসা! আমরা আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে দেখবো না।" এর কারণে আসমান থেকে এক ভয়ানক আওয়াজ হলো, যার আতঙ্কে তারা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম অতীব বিনয় সহকারে (আল্লাহ্র দরবারে) আরয করলেন, "আমি বনী ইস্রাঈলকে কি জবাব দেবো?" অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে একের পর এক করে পুনর্জীবিত করেছিলেন।

وَإِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿٥٣﴾

৫৩. এবং যখন আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি আর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী, যাতে তোমরা সঠিক পথে এসে যাও।

وَإِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا إِلٰى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো-বাছুর তৈরী করে নিজেদের আত্মার উপর অবিচার করেছো। সুতরাং তোমরা আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে ফিরে এসো। অতঃপর তোমরা একে অপরকে হত্যা করো (৯০)। এটাই তোমাদের স্রষ্টার নিকট তোমাদের জন্য শ্রেয়।' অতঃপর তিনি তোমাদের তাওবা কবূল করলেন। নিশ্চয় তিনিই হলেন অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু (৯১)।

وَإِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿٥٥﴾

৫৫. এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা কখনো আপনার কথায় বিশ্বাস করবো না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যভাবে দেখবো না;' তখন তোমাদেরকে বজ্রাঘাত পেয়ে বসেছিলো আর তোমরা দেখতে পাচ্ছিলে।

ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬. অতঃপর তোমাদেরকে মৃত্যুর পর আমি পুনর্জীবিত করেছি, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার করো।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ

৫৭. এবং আমি তোমাদের উপর মেঘকে ছায়া দানকারী করেছি (৯২) এবং তোমাদের

মাস্আলাঃ এ ঘটনা দ্বারা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শান প্রতিভাত হয়। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ (আমরা কিছুতেই আপনার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবোনা) বলার অপরাধে বনী ইস্রাঈলকে ধ্বংস করা হয়। হুযূর সৈয়্যদে আলম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যমানার লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে বেয়াদবী করা আল্লাহ্র গযবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা তা থেকে সাবধান থাকো!

মাস্আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, আল্লাহ পাক স্বীয় দরবারের মাকবূল বান্দাদের দো'আয় মৃতকে পুনর্জীবন দান করেন।

টীকা-৯২. যখন অবসর হয়ে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বনী ইস্রাঈলের সেনাদলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে আল্লাহ্র নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন– 'শামদেশে (সিরিয়া) হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) এবং তাঁর বংশধরদের সমাধি অবস্থিত, সেখানেই অবস্থিত বায়তুল মুক্বাদ্দাস। এ পবিত্র ভূ-খণ্ডকে আমালিক্বাহ গোত্রীয়দের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য (তাদের সাথে) জিহাদ করো এবং মিশর ত্যাগ করে সেখানেই আবাসভূমি করে নাও।' আর মিশর ত্যাগ করাও বনী ইস্রাঈলের উপর অতি কষ্টকর ছিলো। তখন প্রথমে তারা এ নির্দেশ পালনে গড়িমসি করেছিলো। আর যখন বাধ্য হয়ে তারা হযরত মূসা ও হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর সৌভাগ্যময় সাহচর্যে রওনা দিলো, তখন পথে যে কোন প্রকারের কষ্ট ও সমস্যার সম্মুখীন হতেই হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট তারা অভিযোগ করতো। যখন তারা ঐ মরুভূমিতে গিয়ে পৌঁছলো, যেখানে না ছিলো কোন গাছপালা, না ছিলো কোন ছায়া, না ছিলো কোন খাদ্য-রসদ, তখন সেখানে তারা প্রখর রোদের উত্তাপ এবং ক্ষুধার অভিযোগ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনাক্রমে, সাদা মেঘমালাকে তাদের ছায়াদানকারী করলেন, যা রাতদিন তাদের সাথে সাথে চলতো। রাতে তাদের জন্য আলোর থাম নেমে আসতো, যার আলোকের মধ্যে তারা কাজকর্ম সমাধা করতো। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ অপরিষ্কার ও পুরাতন হতো না। নখ ও চুল বাড়তো না। এ সফরে তাদের যেসব সন্তান জন্মলাভ করতো তাঁদের পোষাকও সাথে সৃষ্টি হতো। যতটুকু তারা বড় হতো পোষাকও ততো বৃদ্ধি পেতো।

টীকা-৯৩. 'মান্ন' তারাঞ্জবীন-এর মতো এক প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য ছিলো,তা প্রত্যহ সোব্‌হে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়ের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের জন্য এক সা' ★ পরিমাণ আসমান থেকে নাযিল হতো। লোকেরা তা চাদর ভরে রেখে সারাদিন আহার করতো। আর 'সাল্‌ওয়া' হচ্ছে এক প্রকার ছোট পাখী। বাতাস সেগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে আসতো, আর এরা সেগুলোকে শিকার করে খেতো।

এ দু'টি বস্তু প্রতি শনিবার মোটেই আসতো না। সপ্তাহের বাকী দিনগুলোতে প্রত্যহ আসতো। প্রতি শুক্রবার অন্যান্য দিনের তুলনায় দ্বিগুণ আসতো। তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো- 'প্রতি শুক্রবার পরদিন শনিবারের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক সঞ্চিত রাখো; কিন্তু একদিনের বেশী (খাদ্য) জমা করোনা।'

বনী-ইস্রাঈল এসব নি'মাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। তারা অতিরিক্ত খাদ্য জমা করতে লাগলো। ফলে, তা পঁচে গেলো এবং সেগুলোর আগমন বন্ধ করে দেয়া হলো। এতে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করলো- দুনিয়ার নি'মাত থেকে বঞ্চিত এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির উপযোগী হলো।

টীকা-৯৪. এ 'লোকালয়' মানে 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস' কিংবা 'আরীহা', যা বায়তুল মুক্বাদ্দাসেরই নিকটে অবস্থিত, যেখানে 'আমালিক্বাহ্' গোত্রের আবাস ছিলো এবং এ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো। এখানে খাদ্য ও ফলমূল প্রচুর ছিলো।

টীকা-৯৫. এ 'দরজা' তাদের জন্য কা'বার বিকল্প ছিলো। সুতরাং এতে প্রবেশ করা ও এর প্রতি মুখ করে সাজদা করাকে তাদের গুনাহর কাফ্‌ফারা সাব্যস্ত করা হয়েছিলো।

প্রতি 'মান্ন' ও 'সাল্‌ওয়া' অবতারণ করেছি। খাও, আমার প্রদত্ত পবিত্র (হালাল) বস্তুগুলো (৯৩)। এবং তারা আমার কোন ক্ষতি করেনি; হাঁ, তবে তারা নিজেদের আত্মারই ক্ষতি সাধন করছিলো।

৫৮. এবং যখন আমি বললাম, 'এ লোকালয়ে প্রবেশ করো (৯৪)। অতঃপর তাতে যেখানে ইচ্ছা কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই আহার করো এবং 'দরজা' দিয়ে সাজদারত অবস্থায় প্রবেশ করো (৯৫) আর বলো, 'আমাদের গুনাহ্‌র ক্ষমা হোক!' আমি (আল্লাহ্) তোমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করবো এবং অনতিবিলম্বে আমি নেক্‌কার লোকদের প্রতি (আমার) দান আরো বৃদ্ধি করবো (৯৬)।'

৫৯. অতঃপর যালিমগণ অন্য বাক্য বদলে দিলো, যা তাদেরকে বলা হয়েছিলো তা ব্যতীত (৯৭); অতঃপর আমি আসমান থেকে তাদের উপর আযাব নাযিল করেছি (৯৮) প্রতিফল স্বরূপ তাদের আদেশ অমান্য করার।

الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ
كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٥٧﴾
وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ
فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ
وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٨﴾
فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا
غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ
بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿٥٩﴾ ع

টীকা-৯৬. মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, মুখে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং শারীরিক ইবাদত (হিসাবে) সাজদা ইত্যাদি আদায় করা তাওবা বা অনুশোচনার জন্য পরিপূরক।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত পাপের তাওবাও ঘোষণা সহকারে হওয়া অপরিহার্য।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও জানা গেলো যে, বরকতময় স্থানসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষণের স্থান, সেখানে তাওবা করা এবং ইবাদত পালন করা শুভফল লাভ ও শীঘ্র কবূল হবারই উপায়। (ফতহুল আযীয)

এ জন্যই সালেহীন বান্দাদের নিয়ম চলে আসছে যে, তাঁরা নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও আউলিয়া কেরামের জন্মস্থান এবং মাযারসমূহে হাযির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তিগ্‌ফার ও আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকেন। ওরস-যিয়ারতেও এ উদ্দেশ্যই মুখ্য থাকে।

টীকা-৯৭. বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে- বনী ইস্রাঈলকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তাঁরা সাজদারত অবস্থায় 'দরজা'য় প্রবেশ করে আর যেন মুখে حِطَّـــةٌ (হিত্তাতুন) 'তাওবা এবং ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য' উচ্চারণ করতে থাকে; (কিন্তু) তারা উভয় হুকুমেরই বিরোধিতা করলো। তারা প্রবেশ তো করলো নিতম্বের উপর ভর করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে আর তাওবা-বাক্যের পরিবর্তে ঠাট্টা স্বরূপ বললো " حَبَّـــةٌ فِـىْ شَـعْـــرَةٍ (হাব্বাতুন্ ফী শা'রাতিন্)" যার অর্থ হয়- 'চুলের মধ্যে দানা'।

টীকা-৯৮. এ আযাব ছিলো মহামারী আকারে 'প্লেগ'; যার কারণে এক মুহূর্তেই চব্বিশ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

মাস্‌আলাঃ সিহাহ্‌র হাদীসে বর্ণিত, "প্লেগ পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাবেরই অবশিষ্ট। যখন তোমাদের শহরে দেখা দেয় তখন সেখান থেকে (অন্যত্র) পলায়ন করোনা, অন্য শহরে হলে সেখানেও যেওনা।"

মাস্‌আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস শরীফে বর্ণিত, 'যে ব্যক্তি মহামারী দুর্গত এলাকায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর ধৈর্যশীল থাকে, যদি সে মহামারী থেকে বেঁচে যায় তবুও সে শাহাদতের সাওয়াব পাবে।

★ এক সা' = সাড়ে চার সের বা ৪ কেজি ১০ গ্রাম প্রায়।

টীকা-৯৯. যখন বনী ইস্রাঈল সফরে পানি পায়নি, অসহনীয় পিপাসায় কাতর হয়ে অভিযোগ করলো, তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি নির্দেশ এলো- 'আপন লাঠি দ্বারা পাথরের উপর আঘাত করো।' তাঁর নিকট একখানা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট পাথর ছিলো। যখন পানির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতো তখনই তিনি এর উপর লাঠির আঘাত করতেন। (ফলে,) তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হতো। আর সবাই তৃষ্ণা মিটাতো। এটা (হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের) একটা বড় মু'জিযা ছিলো; কিন্তু নবীকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতের আঙ্গুল মুবারক থেকে পানির প্রস্রবণ প্রবাহিত করে সাহাবা কেরামের বিরাট জমা'আতের পানির চাহিদা মিটানো ততোধিক মহান ও উন্নততর মু'জিযা। কেননা, মানবীয় দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রস্রবণ জারী হওয়া পাথরের তুলনায় অধিক আশ্চর্যের বিষয়। (খাযিন ও মাদারিক)

টীকা-১০০. অর্থাৎ আসমানী খাদ্য- 'মান্ন' ও 'সালওয়া' খাও এবং এ পাথেরের প্রস্রবণ থেকে প্রবাহিত পানি পান করো, যা আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, বিনা পরিশ্রমে তোমাদের অর্জিত।

টীকা-১০১. নি'মাতসমূহের কথা উল্লেখ করার পর ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের অযোগ্যতা, অসাহসিকতা এবং অবাধ্যতার কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-১০২. বনী ইস্রাঈলের এ আচরণটাও অত্যন্ত অশালীনতাসূচক ছিলো যে, একজন মহা মর্যাদাবান নবীকে তারা নাম ধরে সম্বোধন করেছে; 'হে আল্লাহ্র নবী!' 'হে আল্লাহ্র রসূল!' কিংবা এ ধরণের সম্মানসূচক কলেমা বলেনি- (ফতহুল আযীয)। যখন নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শুধু নাম উচ্চারণ করা বেয়াদবী তখন তাঁদেরকে শুধু 'মানুষ' এবং 'পিয়ন' বলা কেন বেয়াদবী হবে না? মোটকথা, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর স্মরণে কিঞ্চিত পরিমাণ অসম্মানও জায়েয নয়।

রুকূ' - সাত

৬০. এবং যখন মূসা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করলো তখন আমি বললাম, 'এ পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।' তৎক্ষণাৎ এর ভিতর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো (৯৯)। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ ঘাট (পান-স্থান) চিনে নিলো। (তোমরা) খাও এবং পান করো খোদা প্রদত্ত রিয্ক্ব (১০০) এবং পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়িয়ো না (১০১)।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۭ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۭ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۭ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝٦٠

৬১. এবং যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা (১০২)! একই (ধরণের) খাদ্যের উপর (১০৩) তো আমাদের কখনো ধৈর্য হবে না। সুতরাং আপনি স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দো'আ করুন যেন (তিনি) জমির উৎপন্ন দ্রব্য আমাদের জন্য উৎপাদন করেন- কিছু শাক-সজী, কাকুড়, গম, মসুর এবং পেঁয়াজ।' (তিনি) বললেন, '(তোমরা) কি নিকৃষ্টতর বস্তুকে উৎকৃষ্টতর বস্তুর পরিবর্তে চাও (১০৪)? আচ্ছা! মিশর (১০৫) অথবা কোন এক শহরে অবতরণ করো! সেখানে তোমরা পাবে যা তোমরা চেয়েছো (১০৬)।' এবং তাদের উপর অবধারিত

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ مِنْۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۭ قَالَ اَتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِىْ هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ ۭ اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَّا سَاَلْتُمْ ۭ وَضُرِبَتْ

টীকা-১০৩. 'একই খাদ্য' অর্থ 'এক রকমের খাদ্য'।

টীকা-১০৪. যখন তারা একথার উপরও রাজি হলো না তখন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন। এরশাদ হলো, "তোমরা অবতরণ করো!"

টীকা-১০৫. 'মিশর' (مصــر) আরবী ভাষায় শহরকেও বলা হয়। যে কোন শহর হোক এবং নির্দিষ্ট শহর, অর্থাৎ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শহরের নামও। এখানে উভয়ই হতে পারে। কারো কারো ধারণা হচ্ছে- এখানে খাস শহর 'মিশর' হতে পারে না। কেননা, এ অর্থে উক্ত শব্দটা (مصــر) আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী غیر منصرف (গায়র মুন্সারিফ) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তখন এ শব্দে تنــوين (তানভীন) প্রয়োগ করা যাবে না। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- اَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ - এবং اُدْخُلُوْا مِصْرَ ; কিন্তু এ অভিমতটা সঠিক নয়। কারণ, মধ্যবর্তী অক্ষর 'সাকিন' হওয়ার কারণে هِنْــد শব্দের ন্যায় এ শব্দটিকেও (مصــر) منصرف পড়া দূরস্ত। 'ইলমে নাহ্ভ' (علم نحــو)-এ এর বিস্তারিত বিবরণ বিদ্যমান। তাছাড়া, হযরত হাসান প্রমুখের 'ক্বিরআত'-এ مصــر শব্দটা 'তান্ভীনবিহীন' এসেছে। হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কোন কোন কপিতে (مصحف) এবং হযরত উবাই (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)-এর কপিতেও এরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই, হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত কুদ্দিসা সির্‌রুহু) অনুবাদে উভয়টা গ্রহণ করেছেন। আর নির্দিষ্ট শহরের (মিশর) অধিক সম্ভাবনাময় অর্থকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ শাক-সজী, কাকুড় ইত্যাদি। যদিও এসব বস্তু চাওয়া তাদের জন্য পাপ ছিলো না, কিন্তু 'মান্ন' এবং 'সাল্ওয়া'র ন্যায় বিনা পরিশ্রমে অর্জিত নি'মাত ত্যাগ করে এসব বস্তুর দিকে ঝুঁকে পড়া তাদের হীনমন্যতারই পরিচায়ক ছিলো। সর্বদা তাদের মানসিক প্রবণতা নিম্ন দিকেই ছিলো। আর হযরত মূসা ও হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম) প্রমুখের ন্যায় মহা সম্মানিত ও উচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পর বনী ইস্রাঈলের হীনমন্যতা এবং কাপুরুষতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এবং জালূতের আধিপত্য বিস্তার এবং বোখ্তে নসরের ঘটনার পর তো তারা দারুন লাঞ্ছিত হয়েছিলো। এর বর্ণনা ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ (তাদের উপর লাঞ্ছনা অবধারিত হয়েছে)-এর মধ্যেই রয়েছে।

টীকা-১০৭. ইহুদীদের লাঞ্ছনা এ যে, পৃথিবীতে কোথাও তাদের নাম মাত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতা নেই ★। আর দারিদ্র হলো– ধন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা লোভের বশীভূত হয়ে সর্বদা পরের মুখাপেক্ষীই হয়ে থাকবে।

টীকা-১০৮. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং আল্লাহ্‌র নেক্কার বান্দাদের বদৌলতে যেসব মর্যাদা তারা লাভ করেছিলো সেগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেলো। এ গযবের কারণ শুধু এ ছিলোনা যে, তারা আসমানী খাদ্যের পরিবর্তে মাটি উৎপাদিত খাদ্য চেয়েছিলো কিংবা এ ধরণের অন্যান্য পাপাচারসমূহ (-ও নয়), যেগুলো হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সময়ে সংঘটিত হয়েছিলো; বরং নবূয়তের যুগ থেকে দূরে হওয়া এবং দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের সৎকর্মের যোগ্যতা সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এবং অতীব ঘৃণ্য কার্যাদি ও জঘন্য অপরাধসমূহ তাদের দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো। এগুলো তাদের সে লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১০৯. যেমন তারা হযরত যাকারিয়া, হযরত য়াহ্‌য়া, হযরত শা'ইয়া (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করেছিলো। বস্তুতঃ এ হত্যাযজ্ঞ এমনি 'নাহক' ছিলো যে, এর কারণ কি তা হন্তাগণও বলতে পারতো না।

عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٦١﴾

করে দেয়া হলো লাঞ্ছনা ও দারিদ্র (১০৭) এবং (তারা) আল্লাহ্‌র ক্রোধের প্রতি ধাবিত হলো (১০৮)। এটা পরিণতি ছিলো এ কথারই যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোকে অস্বীকার করতো এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করতো (১০৯); এটা পরিণতি ছিলো তাদের অবাধ্যতাসমূহ ও সীমা লংঘন করার।

রুকূ' – আট

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصٰرٰى وَالصّٰبِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٦٢﴾

৬২. নিশ্চয় ঈমানদারগণ, (অনুরূপভাবে,) ইহুদী, খৃষ্টান ও তারকা-পূজারীদের মধ্যে যারা সত্য অন্তরে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান এনেছে আর সৎ কাজ করে, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের জন্য না কোন ভয়-ভীতি আছে, না কোন প্রকার দুঃখ (১১০)।

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ۖ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٦٣﴾

৬৩. এবং যখন আমি তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (১১১) এবং তোমাদের (মাথার) উপর 'তূর' (পাহাড়) উত্তোলন করেছিলাম (১১২); 'গ্রহণ করে নাও যা কিছু আমি তোমাদেরকে প্রদান করেছি, শক্তভাবে (১১৩) এবং এর সারমর্মগুলো স্মরণ করো, এ আশায় যে, তোমাদের পরহেয্‌গারী (খোদাভীতি) অর্জিত হবে!'

টীকা-১১০. শানে নুযূলঃ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতিম ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত শরীফ হযরত সালমান ফার্সী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সঙ্গীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। (লুবাবুন্ নুকূল)

টীকা-১১১. যে, তোমরা 'তাওরীত' মান্য করবে এবং তদনুরূপ আমল করবে। অতঃপর তোমরা এর বিধি-বিধানগুলোকে কঠিন ও কষ্টকর জ্ঞান করে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করছো, এতদসত্ত্বেও যে, তোমরা নিজেরাই বারংবার হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট এ ধরণের একটা আসমানী কিতাবের জন্য সবিনয় প্রার্থনা করেছিলে, যাতে শরীয়তের বিধি-বিধান এবং ইবাদতের নিয়মাবলী বিস্তারিতভাবে সুবিন্যস্ত থাকবে আর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)ও বারবার তোমাদের থেকে সেটাকে গ্রহণ করার এবং তদনুযায়ী আমল করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। যখনই সেই কিতাবখানা প্রদত্ত হলো, (তখন) তোমরা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছো এবং অঙ্গীকার পূরণ করোনি।

টীকা-১১২. বনী ইস্রাঈল কর্তৃক ওয়াদা ভঙ্গের পর হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে 'তূর' পাহাড়কে (আপন স্থান হতে) উৎপাটিত করে তাদের মাথার উপর শারীরিক উচ্চতা পরিমাণ উপরে উঠিয়ে ঝুলিয়ে ধরলেন। আর হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, "হয়তো তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো, নতুবা পাহাড় তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদেরকে পিষ্ট করা হবে।" এটা বাহ্যিকভাবে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার উপর চাপ সৃষ্টি করার নামান্তর ছিলো; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, পাহাড়কে তাদের মাথার উপর ঝুলিয়ে দেয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন এবং তাঁর কুদরতের এক অকাট্য প্রমাণ। এ থেকে অন্তরসমূহে এ প্রশান্তি অর্জিত হয় যে, নিশ্চয়ই এ (মহান) রসূল আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রকাশস্থল। মনের এ প্রশান্তিই তাঁকে মান্য করার এবং কৃত অঙ্গীকার পূরণ করার প্রকৃত মাধ্যম

টীকা-১১৩. অর্থাৎ পূর্ণ প্রচেষ্টা সহকারে।

★ এ আয়াতে একথা বুঝা যায় যে, বিশ্বে ইহুদী সম্প্রদায় লাঞ্ছনা এবং দারিদ্রের অভিশাপে অভিশপ্ত থাকবে, স্বাধীন জাতির মর্যাদা লাভ করতে পারবে না: কিন্তু বর্তমানে তাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্রাঈলরাজ্য এর পরিপন্থী সাক্ষ্য বহন করে! এর জবাব হচ্ছে– সূরা আল-ই-ইমরানের আয়াতে এরশাদ হয়- إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ অর্থাৎ 'তারা যদি আল্লাহ্‌র রজ্জুকে(আঁকড়ে ধরে) অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে বা অন্য জাতির আশ্রয় ও সাহায্য প্রাপ্ত হয় তখন তারা ঐ অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে।' তাই তাদের অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর অন্যান্যরা দীর্ঘকাল যাবৎ উক্ত লাঞ্ছনা ভোগ করার পর আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে বেঁচে আছে মাত্র।

টীকা-১১৪. এখানে 'কৃপা' ও 'রহমত' থেকে হয়তো 'তাওবা করার শক্তিদান'-ই উদ্দেশ্য কিংবা 'তাদের জন্য অবধারিত আযাবকে পিছিয়ে দেয়া।' (মাদারিক ইত্যাদি)

অন্য একটা অভিমত এওরয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌র কৃপা ও রহমত' মানে 'হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা'। অর্থাৎ যদি তোমাদের 'খাতামুন নুরসালীন' (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তারূপী দৌলত অর্জিত না হতো এবং তাঁর হিদায়ত লাভ না হতো, তবে তোমাদের পরিণতি হতো ধ্বংস ও ক্ষতি।

টীকা-১১৫. 'আয়লা' নামক শহরে ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের আবাস ছিলো। তাদের প্রতি শনিবার ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারণ করার নির্দেশ ছিলো আর ঐ দিন যেন তারা মাছ শিকার বন্ধ রাখে এবং পার্থিব কার্যাদি থেকেও বিরত থাকে।

তাদের একদল লোক এ চালবাজি করলো যে, তারা শুক্রবারে সমুদ্রের তীরে বহু গর্ত খনন করতো। আর শনিবার ভোরে সমুদ্র থেকে সেই গর্তগুলো পর্যন্ত ছোট ছোট খাল খনন করতো। সেগুলো দিয়ে মাছ পানির সাথে এসে গর্তে আটকা পড়তো। রবিবার সেই মাছগুলো শিকার করতো আর বলতো, "আমরা মাছগুলোকে পানি থেকে শনিবারে উঠাচ্ছিনা।" চল্লিশ কিংবা সত্তর বছরকাল তাদের এ অপকর্ম চলতে থাকে। যখন হযরত দাউদ (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তের যমানা আসলো, তখন তিনি তাদেরকে তা করতে নিষেধ করলেন। আর বললেন, "মাছগুলোকে আটক করাই শিকারের নামান্তর। শনিবারে যা করছো তা থেকে বিরত হও। নতুবা তোমরা কঠিন শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।" তারা তা থেকে বিরত হয়নি। তিনি (হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম) দো'আ (অভিসম্পাত) করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বানরের আকৃতিতে বিকৃত করে দিলেন। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও অনুভূতি শক্তি তো বহাল ছিলো; কিন্তু কথা বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাদের শরীর থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হতে লাগলো। নিজেদের এ শোচনীয় অবস্থার উপর কাঁদতে কাঁদতে মাত্র তিন দিনের মধ্যেই সবাই ধ্বংসের শিকার হলো। এদের বংশধর দুনিয়ায় বাকী নেই। তাদের সংখ্যা ছিলো সত্তর হাজারের কাছাকাছি।

বনী ইস্রাঈলের দ্বিতীয় দল, যাদের সংখ্যাও ছিলো প্রায় বার হাজার। তারা ওদেরকে ঐ অপকর্ম থেকে বারণ করেছিলো। যখন এরা অমান্য করলো, তখন তারা ওদের এবং নিজেদের মহল্লাগুলোর মাঝখানে দেয়াল নির্মাণ করে পৃথক হয়ে গেলো। তারা সবাই (শাস্তি থেকে) রক্ষা পেলো।

৬৪. অতঃপর, এর পরে তোমরা ফিরে গেছো। তারপর যদি আল্লাহ্‌র কৃপা এবং তাঁর রহমত তোমাদের উপর না হতো, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতে (১১৪)।

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং নিশ্চয় নিশ্চয়, তোমাদের জানা আছে- তোমাদের মধ্যকার তারাই, যারা শনিবারে সীমা লংঘন করেছে (১১৫)। অতঃপর আমি তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, '(তোমরা) হয়ে যাও ধিকৃত বানর!'

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِـِٕيْنَ ﴿٦٥﴾

৬৬. অতঃপর আমি (ঐ বস্তির) এ ঘটনাকে এর পূর্ব ও পরবর্তীদের জন্য (শিক্ষনীয়) দৃষ্টান্ত করেছি এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ (করেছি)।

فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٦﴾

৬৭. এবং যখন মূসা আপন সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, 'খোদা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- তোমরা একটা গরু যবেহ করো (১১৬)।' (তারা) বললো, 'আপনি কি আমাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানাচ্ছেন (১১৭)?' তিনি (হযরত মূসা) বললেন, 'আল্লাহ্‌র শরণ (এ থেকে) যে, আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হই (১১৮)!'

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ قَالُوْۤا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ؕ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿٦٧﴾

টীকা-১১৬. বনী ইস্রাঈল-এ 'আমীল' নামক একজন ধনশালী ব্যক্তি ছিলো। তার চাচত ভাই 'মীরাস' (উত্তরাধিকার সূত্রে ত্যাজ্য সম্পত্তি) পাবার লোভে তাকে হত্যা করে তার লাশ অন্য বস্তির ফটকে ফেলে আসলো। আর সে (হন্তা) নিজেই সে খুনের শাস্তি দাবী করে বসলো। সেখানকার লোকজন হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নিকট আবেদন জানালো, "আপনি দো'আ করুন, যেন আল্লাহ্ এর প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে দেন।" এর উপর নির্দেশ এলো যেন তারা একটা গরু যবেহ করে এর কোন একটা অংশ নিহত ব্যক্তির মৃতদেহের উপর নিক্ষেপ করে। তখনই সে জীবিত হয়ে আপন হত্যাকারীর নাম বলে দেবে।

টীকা-১১৭. কেননা, নিহত ব্যক্তির (হত্যাকাণ্ডের) অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং গরু যবেহ করার মধ্যে কোন প্রকার সামঞ্জস্য বুঝা যাচ্ছে না।

টীকা-১১৮. এমন জবাব, যা প্রশ্নের সাথে মিল রাখেনা, মুর্খেরই কাজ। কিংবা এর অর্থ হচ্ছে- মোকদ্দমা দায়ের করা বা বিচার প্রার্থনা করার ক্ষেত্রে ঠাট্টা করা অজ্ঞ লোকদেরই কাজ। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শান এর বহু উর্ধ্বে।

এ কথায়, যখনই বনী ইস্রাঈল বুঝতে পারলো যে, গরু যবেহ করা বাঞ্ছনীয়, তখন তারা তাঁর (হযরত মূসা) নিকট গরুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা জিজ্ঞাসা

করলো। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যদি বনী ইস্রাঈল গরু সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন না করতো, তবে যে কোন গরু যবেহ করলে যথেষ্ট হতো।

টীকা-১১৯. বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "যদি তারা 'ইন্‌শা আল্লাহ্' না বলতো তবে কখনো তারা গাভী পেতো না।"

মাস্‌আলাঃ প্রতিটি সৎ কাজে 'ইন্‌শা আল্লাহ্' (যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন) বলা মুস্তাহাব এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম।

টীকা-১২০. অর্থাৎ মনে এখনই শান্তনা এসেছে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে গাভীর অবস্থা ও বৈশিষ্ট্যাবলী জানা গেছে। অতঃপর তারা গাভীর তালাশ আরম্ভ করলো। সে এলাকাব্যাপী এ ধরণের একটি মাত্র গাভী ছিলো। সেটার অবস্থা এই–

বনী ইস্রাঈলে একজন নেক্‌কার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর এক অল্প বয়স্ক সন্তান ছিলো। তাঁর নিকট একটা গরুর বাছুরী ব্যতীত অন্য কিছুই ছিলো না। তিনি বাছুরীটার ঘাড়ে একটা মোহর ছেপে দিয়ে সেটা আল্লাহ্‌র নামে ছেড়ে দিলেন। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি এ বাছুরীটা আমার এ সন্তানের জন্য আপনারই তত্ত্বাবিধানে জমা রাখছি, যাতে এ সন্তান বড় হলে এটা তার কাজে আসে।" এদিকে তাঁর ইন্তিকালতো হয়ে গেলো। ওদিকে বাছুরীটা আল্লাহ্‌র রক্ষণাবেক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে লালিত হচ্ছিলো। ছেলেটা বয়োপ্রাপ্ত হলো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সৎ ও পরহেযগার হলো এবং মায়ের অনুগত ছিলো।

একদিন তার মা বললেন, "হে আমার চোখের আলো! তোমার পিতা তোমার জন্য আল্লাহ্‌রই নামে অমুক জঙ্গলে একটা গরু বাছুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেটা বড় হয়েছে। জঙ্গলে গিয়ে সেটা নিয়ে এসো। আর আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করো যেন সেটা তোমাকে প্রদান করেন।"

ছেলেটা জঙ্গলে গাভীটা দেখতে পেলো এবং তার মায়ের বর্ণিত সব বৈশিষ্ট্যও গাভীতে পেয়েছিলো। আর আল্লাহ্‌র শপথ উচ্চারণ করে (সেটাকে) আহ্বান করলে সেটা হাযির হলো।

যুবক সেটা মায়ের খিদমতে হাযির করলো। মা তাকে বাজারে নিয়ে সেটা তিন দিনার মূল্যে বিক্রি করার নির্দেশ দিলেন, আর এ শর্তারোপ করলেন যেন উক্ত মূল্যে বিক্রি হলে পুনরায় তাঁর (মা) অনুমতি নেয়া হয়। তদানিন্তন যুগে এ ধরণের গরুর মূল্য সে এলাকায় মাত্র তিন দিনারই ছিলো।

যুবক যখন গাভীটা নিয়ে বাজারে এলো, তখন একজন ফিরিশ্‌তা খরিদ্দারের বেশে আসলেন এবং ঐ গাভীর মূল্য ছয় দিনার দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কিন্তু শর্তারোপ করলেন যে, যুবক তার মায়ের অনুমতি নিতে পারবে না। যুবক এতে রাজি হলো না। অতঃপর যুবক মাকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। মা ছয় দিনার মূল্যে গরুটা বিক্রি করতে সম্মতি দিলেন; কিন্তু পূর্বের ন্যায় তাঁর ইচ্ছা যাচাই করার শর্তখানা আরোপ করলেন। যুবক অতঃপর বাজারে এলো। এবার ফিরিশ্‌তা গরুর দাম বার দিনারে উন্নীত করলেন। আর বললেন, "এটা মায়ের পুনঃঅনুমতির উপর মওকূফ রেখোনা।" কিন্তু যুবক মানলোনা। অতঃপর সে মাকে তা অবগত করলো।

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ۚ
قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ
ذَٰلِكَ ۖ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে বলে দেন– গরুটা কেমন!' তিনি (হযরত মূসা বললেন, 'তিনি (আল্লাহ) এরশাদ করেছেন– সেটা এমন এক গাভী, যা না বৃদ্ধ, না অল্প বয়স্কা; বরং উভয়ের মাঝামাঝি (বয়সের)। সুতরাং পালন করো, তোমাদের প্রতি যা করার নির্দেশ হচ্ছে।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا
مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا
بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا
تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿٦٩﴾

৬৯. (তারা) বললো, 'আপনি আপন প্রতি পালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন (তিনি) আমাদেরকে বলে দেন– এর রং কিরূপ হবে।' (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ পাক) এরশাদ করছেন– তা একটা হলুদ বর্ণের গাভী, যার রং হবে গাঢ় উজ্জ্বল (চমকিত), (যা) দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।'

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا
مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. (তারা) বললো, 'আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, সেই গাভীটা কেমন! নিশ্চয় গাভীগুলো সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ যদি চান, তবে আমরা দিশা পেয়ে যাবো (১১৯)।'

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا
ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ
مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْتَ
بِالْحَقِّ ۚ

৭১. (হযরত মূসা) বললেন, 'তিনি (আল্লাহ) এরশাদ করছেন, তা এমন একটা গাভী, যা যারা কোন খিদমত লওয়া হয় না, না জমি কর্ষণে ব্যবহৃত হয়, না ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়, নিখুঁত– যাতে কোন প্রকার দাগ নেই।' (তারা) বললো, 'এখনই আপনি সঠিক বর্ণনা এনেছেন (১২০)।'

সেই দূরদর্শিনী মা ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন– ইনি কোন খরিদ্দার নন, কোন ফিরিশ্‌তা হবেন, যিনি পরীক্ষা করার জন্য আসেন। মা পুত্রকে বললেন, "এবার তুমি সে খরিদ্দারকে এ কথা জিজ্ঞাসা করবে– 'আপনি আমাদেরকে এ গাভীটা বিক্রি করার নির্দেশ দিচ্ছেন কিনা?' যুবক তাই করলো। ফিরিশ্‌তা বলে দিলেন, "এখন এটা রেখে দাও। যখন বনী ইস্রাঈলের লোকেরা (গরুটা) খরিদ করতে আসবে তখন এর এ দাম নির্দ্ধারণ করবে যে, সেটার চামড়া ভর্তি স্বর্ণ দিতে হবে।"

যুবক গাভীটা ঘরে নিয়ে এলো। আর যখন বনী ইস্রাঈল তালাশ করতে করতে তার বাড়ীতে এসে পৌঁছলো, তখন উক্ত দামই সাব্যস্ত করলো এবং হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর যামিনে গাভীটা বনী ইস্রাঈলের নিকট সোপর্দ করা হলো।

কতিপয় মাস্‌আলাঃ এ ঘটনা থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতিভাত হয়ঃ (১) যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে আল্লাহ্‌র হিফাযতে সোপর্দ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমনিভাবে উৎকৃষ্ট ধরণের লালন-পালন করেন। (২) যে ব্যক্তি আপন মাল-দৌলত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তাঁরই আমানতে রাখে, আল্লাহ্ পাক তাতে বরকত দান করেন। (৩) মাতা-পিতার আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পছন্দনীয়। (৪) 'গায়বী ফয়য' আল্লাহ্‌র রাহে ক্বোরবানী ও দান-সাদক্বাহ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। (৫) আল্লাহ্‌র রাহে উৎকৃষ্ট মাল দান করা উচিত। (৬) গাভী ক্বোরবানী করাই উত্তম।

فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧١﴾

অতঃপর তারা তা যবেহ করেছিলো এবং তারা যে যবেহ করবে তা বুঝা যাচ্ছিলোনা (১২১)।

রুকূ' – নয়

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং যখন তোমরা একটা খুন সংঘটিত করেছিলে, তখন একে অন্যের প্রতি এর অপবাদ চাপিয়ে দিচ্ছিলে এবং আল্লাহ্‌র প্রকাশ করে দেয়ার ছিলো যা তোমরা গোপন করছিলে।

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

৭৩. অতঃপর আমি বললাম, 'এ নিহত ব্যক্তির গায়ে সে গাভীর একটা টুকরো নিক্ষেপ করো (১২২)।' আল্লাহ্ এভাবেই মৃতকে জীবিত করবেন এবং তোমাদেরকে আপন (কুদরতের) নিদর্শনসমূহ দেখাচ্ছেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পারো (১২৩)।

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾

৭৪. অতঃপর, এরপর তোমাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেলো (১২৪)। তখন তা পাথরসমূহের ন্যায় হয়; বরং তদপেক্ষাও কঠিনতর এবং পাথরগুলোর মধ্যে তো কিছু এমনওআছে, যেগুলো থেকে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং কতেক এমনও রয়েছে, যেগুলো ফেটে যায়– তখন সেগুলো থেকে পানি নির্গত হয়; এবং কতেক এমনও আছে, যেগুলো আল্লাহ্‌র ভয়ে গড়িয়ে পড়ে (১২৫)। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্মগুলো সম্পর্কে অনবহিত নন।

টীকা-১২১. বনী ইস্রাঈল কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নাবলী, নিজেদের অবমাননার আশঙ্কা এবং গাভীর অগ্নিমূল্য থেকে এটাই প্রকাশ পাচ্ছিলো যে, তারা যবেহ করার ইচ্ছা রাখতো না; কিন্তু যখনই তাদের সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দেয়া হলো, তখন তারা গাভী যবেহ করতে বাধ্য হলো।

টীকা-১২২. বনী ইস্রাঈল গাভীটা যবেহ করে এর একটা অংশ দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে আঘাত করলো। লোকটা আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমে জীবিত হলো। তার গলার ক্ষতস্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছিলো। সে স্বীয় চাচাত ভাইয়ের নাম উল্লেখ করে বললো, "সেই আমাকে হত্যা করেছে।" তখন তাকেও স্বীকার করতে হলো। আর হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম) তার উপর 'ক্বিসাস' (খুনের বদলে খুন)-এর নির্দেশ দিলেন। অতঃপর শরীয়তের নির্দেশ হলো। (আয়াত দেখুন)।

মাস্‌আলাঃ হত্যাকারী হত্যাকৃতের 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মাস্‌আলাঃ অবশ্য যদি বিচারক বিদ্রোহীকে হত্যা করেন কিংবা কেউ আত্মরক্ষার জন্য কোন আক্রমনকারীর আক্রমনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে আর এতে সেই আক্রমনকারী নিহত হয়, তবে নিহত ব্যক্তির 'মীরাস' (উত্তরাধিকার) থেকে বঞ্চিত হবেনা। ★

টীকা-১২৩. এবং তোমরা অনুধাবন করো যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মৃতকে জীবন দানে সক্ষম এবং শেষ বিচারের দিন মৃতদেরকে জীবিত করা এবং তার কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া সত্য।

টীকা-১২৪. এবং কুদরতের এমন মহান নিদর্শনসমূহ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করোনি।

টীকা-১২৫. এতদ্‌সত্ত্বেও তোমাদের অন্তর প্রভাবিত হবার নয়। পাথরসমূহকেও আল্লাহ্ তা'আলা বুঝশক্তি দান করেছেন। এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে,

★ যদি সে ওয়ারিশ হয়।

এরাও আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন)- وَاِنْ مِّنْ شَیْءٍ اِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ "নিশ্চয়ই সব কিছু আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে।" মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "আমি সেই পাথরকে চিনি, যা আমাকে নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে সালাম করতো।" তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, "আমি বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেছি। (দেখেছি) যে কোন গাছপালা কিংবা পাহাড় (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের) সামনে পড়তো প্রত্যেকটি তাঁকে اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আস্‌সালামু আলায়কা এয়া রসূলাল্লাহ্) আরয করতো।"

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ یُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یَسْمَعُوْنَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ۝

৭৫. অতঃপর, হে মুসলমানগণ! তোমরা কি এ আশা পোষণ করো যে, এরা (ইহুদীগণ) তোমাদেরকে বিশ্বাস করবে? আর তাদের মধ্যকার একদলতো এমনই ছিলো যে, তারা আল্লাহর কালাম (বাণী) শ্রবণ করতো অতঃপর বুঝার পর সেটাকে জেনেশুনে বিকৃত করতো (১২৬)।

وَاِذَا لَقُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚۖ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ قَالُوْٓا اَتُحَدِّثُوْنَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ لِیُحَآجُّوْكُمْ بِهٖ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

৭৬. এবং যখন মুসলমানদের সাথে মিলতো, তখন বলতো, 'আমরা ঈমান এনেছি (১২৭)।' আর যখন পরস্পর আলাদাভাবে মিলিত হয় তখন বলে, 'সেই জ্ঞান, যা আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর খুলে দিয়েছেন তা কি মুসলমানদেরকে বলে দিচ্ছো? এতে করে (তারা) তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদের বিরুদ্ধে দলিল পেশ করবে। তোমাদের কি বুঝ-শক্তি নেই?'

اَوَلَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ ۝

৭৭. তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ্ জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ (ঘোষণা) করে?

وَمِنْهُمْ اُمِّیُّوْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلَّآ اَمَانِیَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا یَظُنُّوْنَ ۝

৭৮. এবং তাদের মধ্যে এমন কিছু নিরক্ষর লোক রয়েছে, যারা কিতাব (১২৮) সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা, কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে জানে মাত্র (১২৯) কিংবা নিজেদের কিছু মনগড়া কথাবার্তা; আর তারা নিরেট কল্পনার মধ্যে রয়েছে।

فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ یَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَیْدِیْهِمْ ۗ ثُمَّ یَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِیَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِیْلًا ؕ

৭৯. সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই যারা কিতাব নিজেদের হাতে রচনা করে, অতঃপর বলে বেড়ায়, 'এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই;' এ উদ্দেশ্যেই যে, এর পরিবর্তে তারা স্বল্প মূল্যই অর্জন করবে (১৩০)।

টীকা-১২৬. যেমন তারা তাওরীতে বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর না'ত (প্রশংসা) বদলে ফেলেছিলো।

টীকা-১২৭. শানে নুযূলঃ এ আয়াত সেই ইহুদীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে ছিলো। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) ফরমায়েছেন, ইহুদী মুনাফিকগণ যখন সাহাবা কেরামের সাথে সাক্ষাত করতো তখন বলতো, "তোমরা যাঁর উপর ঈমান এনেছো আমরাও তাঁর উপর ঈমান এনেছি। তোমরা সত্যের উপর আছো এবং তোমাদের আক্বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও সত্য, তাঁর উক্তিগুলোও সত্য। আমরা তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর বর্ণনা আমাদের কিতাব তাওরীতে পেয়ে থাকি।" এদেরকে ইহুদী নেতৃবর্গ তিরস্কার করতো। এর বর্ণনা আয়াতাংশ وَاِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ (এবং তারা যখন আলাদা হতো)- এ রয়েছে। (খাযিন)

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ থেকে জানা গেলো যে, সত্য গোপন করা, সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী গোপন করা এবং তাঁর 'কামালাত' (পূর্ণতাসমূহ) অস্বীকার করা ইহুদীদের স্বভাব। আজকালকার অনেক পথভ্রষ্টের মধ্যেও এ স্বভাব পরিলক্ষিত হয়।

টীকা-১২৮. 'কিতাব' মানে তাওরীত।

টীকা-১২৯. اَمَانِیّ - اُمْنِیَّةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ 'মৌখিকভাবে পাঠ করা'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, এ আয়াত শরীফের অর্থ হলো- মূলতঃ তারা কিতাব জানতো না; কিন্তু মৌখিকভাবে পড়তে পারতো, অর্থ ও মাহাত্ম্য বুঝা ব্যতীত। (খাযিন)

কোন কোন তফসীরকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন- اَمَانِیّ (আমানী) অর্থ 'সেসব মিথ্যা ও মনগড়া কথাবার্তা, যেগুলো ইহুদী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের আলিমদের মুখে শুনেই যাচাই ব্যতিরেকে মেনে নিয়েছিলো।'

টীকা-১৩০. শানে নুযূলঃ যখন নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা তৈয়্যবাহয় তাশরীফ এনেছিলেন তখন তাওরীতের আলিম সম্প্রদায় এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এ আশংকাবোধ করেছিলো যে, তাদের আয় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নেতৃত্বও চলে যাবে। কারণ, তাওরীতে হুযূর সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়াসাল্লামের গড়নগত বৈশিষ্ট্যাবলী এবং চরিত্রের গুণাবলী উল্লেখিত হয়েছে। লোকেরা যখন হুযূরকে এর অনুরূপ পাবে তৎক্ষণাৎ তাঁর উপর ঈমান নিয়ে আসবে আর তাদের ওলামা সম্প্রদায় এবং নেতৃবর্গকে পরিত্যাগ করবে। এ আশংকার কারণে তারা তাওরীতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করেছিলো এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ-আকৃতির বর্ণনা বিকৃত করেছিলো।

উদাহরণ স্বরূপ, তাওরীতে তাঁর গুণাবলীর উল্লেখ এরূপ ছিলো, "তাঁর চেহারা মুবারক আকর্ষণীয়, চুল মুবারক সুন্দর, মুবারক চক্ষুদ্বয় সুরমাময় আর তাঁর গড়ন হবে মাঝারি।" এসব মিটিয়ে দিয়ে তারা রচনা করলো– 'তিনি (হুযূর) হবেন খুব লম্বা গড়নের, চক্ষুর মণিদ্বয় নীলাভ, চুল কোঁকড়ানো।' এটাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতো। আর বলতো, "এটাই হলো আল্লাহ্র কিতাবের সারকথা।" তাদের ধারণা ছিলো– লোকেরা যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এর বিপরীত পাবে তখন তারা তাঁর উপর ঈমান আনবে না; বরং তাদেরই প্রতি আসক্ত থেকে যাবে। আর তাদের আয়-আমদানী কিঞ্চিত পরিমাণও হ্রাস পাবে না।

فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের আপন হাতে কিতাব রচনার কারণে। আর দুর্ভোগ তাদের জন্যই, তাদের এ (অন্যায়) উপার্জনের দরুন।

وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾

৮০. এবং তারা (ইহুদীগণ) বললো, 'আমাদেরকে তো আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু মাত্র দিন কতেক (১৩১)।' (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি খোদার নিকট থেকে কোন অঙ্গীকার নিয়েছো? তবে তো আল্লাহ্ তা'আলা সে অঙ্গীকার কখনো ভঙ্গ করবেন না (১৩২), কিংবা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কিছু উক্তি করে থাকো যা সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই!'

بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾

৮১. হাঁ, কেন এমন হবেনা? যারা পাপার্জন করেছে এবং তাদের পাপরাশি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে (১৩৩)– তারা দোযখবাসীদেরই অন্তর্ভুক্ত, স্থায়ীভাবে তাতেই থাকতে হবে।

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٢﴾

৮২. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতবাসী। তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে।

রুকূ' – দশ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

৮৩. এবং যখন আমি বনী ইস্রাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, '(তোমরা) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (১৩৪)।

টীকা-১৩১. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত, ইহুদী সম্প্রদায় বলতো যে, তারা কখনো দোযখে প্রবেশ করবে না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য, যতদিন তাদের পূর্বপুরুষগণ 'গরু বাছুর'-এর পূজা করেছিলো। আর তা চল্লিশ দিন মাত্র। অতঃপর তারা শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-১৩২. কেননা, মিথ্যা অতীব নিন্দনীয় দোষ। দোষত্রুটি আল্লাহ্ পাকের শানে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই, তাঁর পক্ষে মিথ্যা বলাতো সম্ভবই নয়। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে মাত্র চল্লিশ দিন শাস্তি দেওয়ার পর তোমাদেরকে মুক্তি দেয়ার কোন ওয়াদাই করেননি, তখন তোমাদের এ দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হলো।

টীকা-১৩৩. এ আয়াতে 'গুনাহ্' অর্থ 'শির্ক ও কুফর' এবং 'পাপরাশি পরিবেষ্টন করেছে' মানে 'মুক্তির সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে' আর এ শির্ক ও কুফরের অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। কারণ, মু'মিন যতই মহাপাপী হোক না কেন, পাপরাশিতে পরিবেষ্টিত হয়না। কারণ, ঈমান, যা হচ্ছে– সর্ব বৃহৎ ইবাদত, তা তার সাথেই রয়েছে।

টীকা-১৩৪. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ প্রদানের পর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে জানা গেলো যে, মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করা অতীব জরুরী। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে– 'এমন কোন কথা না বলা কিংবা এমন কোন কাজ না করা, যাতে তাঁদের মনে আঘাত লাগে। আর শারীরিক ও আর্থিকভাবে তাঁদের সেবা-যত্ন করায় কোন প্রকার ত্রুটি না করা। যখন তাঁদের প্রয়োজন হয় তখনই তাঁদের খিদমতে হাযির হওয়া।'

মাস্‌আলাঃ যদি মাতা-পিতা তাঁদের খিদমতের নিমিত্ত কোন নফল ইবাদত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন তবে তা ছেড়ে দেবে। তাঁদের খিদমত নফল ইবাদত অপেক্ষা অগ্রগণ্য।

মাস্‌আলাঃ কোন ওয়াজিব ইবাদত মাতা-পিতার নির্দেশে ত্যাগ করা যাবে না। মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নিয়মাবলী, যেগুলো বহুসংখ্যক হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, তা হচ্ছে– অকপট চিত্তে তাঁদের সাথে ভালবাসা রাখা, চাল-চলন, কথাবার্তা ও উঠাবসায় আদব বজায় রাখাকে অত্যাবশ্যকীয় জানা,

তাঁদের শানে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা, তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকা, স্বীয় উৎকৃষ্ট মাল-দৌলত তাঁদের থেকে না বাঁচানো, তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের ওসীয়ত পূর্ণ করা, তাঁদের জন্য ফাতেহাখানি, দান-খয়রাত এবং ক্বোরআন মজীদ তেলাওয়াত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের রূহে ঈসালে সাওয়াব করা, আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা এবং প্রতি সপ্তাহে তাঁদের কবর যিয়ারত করা। (ফতহুল আযীয)

মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার মধ্যে একথাও অন্তর্ভুক্ত যে, যদি তাঁরা কোন গুনাহে অভ্যস্ত হন কিংবা কোন বদ-মযহাব (ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী)-এর শিকার হয়ে পড়েন তবে তাঁদেরকে অতীব নম্রতা ও বিনয় সহকারে সংশোধন, খোদাভীতি এবং সঠিক আক্বীদা (আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আতের আক্বীদা)-এর দিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে থাকা। (খাযিন)

টীকা-১৩৫. 'সদালাপ'- অর্থ সৎ কার্যাবলীর দিকে উৎসাহ প্রদান এবং অসৎ কার্যাদি থেকে বাধা দেয়া। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন, এর অর্থ হচ্ছে- বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শানে সঠিক ও সত্য কথা বলা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তবে তার জবাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্ণভাসমূহ ও তাঁর গুণাবলী সঠিকভাবে বর্ণনা করা; তাঁর গুণাবলী গোপন না করা।

টীকা-১৩৬. অঙ্গীকারের পর,

টীকা-১৩৭. যাঁরা ঈমান এনেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সঙ্গীদের মতো, তাঁরা তো অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন।

টীকা-১৩৮. এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের অভ্যাসই হলো মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং ওয়াদা থেকে ফিরে যাওয়া।

টীকা-১৩৯. শানে নুযূলঃ তাওরীতে ইস্রাঈল সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিলো যেন তারা পরস্পরের মধ্যে একে অপরকে হত্যা না করে, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত না করে এবং বনী ইস্রাঈলের কেউ কারো নিকট বন্দী হয়ে থাকলে তাকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নেয়। এ অঙ্গীকার পূরণের জন্য তারা স্বীকারোক্তিও দিয়েছিলো, নিজেদের উপর সাক্ষীও হয়েছিলো; কিন্তু এর উপর স্থির রইলোনা এবং তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো।

ঘটনার প্রকৃতি নিম্নরূপঃ মদীনা শরীফের পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইহুদীদের দু'গোত্র- বনূ ক্বোরায়যা ও বনূ নযীর বসবাস করতো। মদীনা শরীফে আরো দু'টি গোত্র- আউস এবং খায্রাজও বসবাস করতো। বনূ ক্বোরায়যা ছিলো আউস-এর মিত্র আর বনূ নযীর ছিলো খায্রাজের মিত্র। অর্থাৎ প্রত্যেক গোত্র স্বীয় বন্ধুগোত্রের সাথে এ শপথ সূত্রেই আবদ্ধ ছিলো যে, 'যদি আমাদের মধ্য থেকে কারো উপর কেউ হামলা করে বসে, তবে অপর মিত্রগোত্র তাকে সাহায্য করবে।' আউস এবং খাযরাজ পরস্পর যুদ্ধ করতো। বনূ ক্বোরায়যা আউস গোত্রের এবং বনূ নযীর খাযরাজের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতো এবং মিত্রগোত্রের সাথে মিলিত হয়ে একে অন্যের উপর তরবারি চালাতো। বনূ ক্বোরায়যা বনূ নযীরকে এবং বনূ নযীর বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করতো, তাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে দিতো এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থান থেকে তাড়িয়ে দিতো।

কিন্তু যখন তাদের আপন গোত্রের লোককে তাদের বন্ধু-গোত্রের কেউ বন্দী করতো, তখন তারা তাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করে নিতো। যেমন- বনূ নযীরের কোন ব্যক্তি যদি আউস গোত্রের হাতে বন্দী হতো তবে বনূ ক্বোরায়যা আউস গোত্রকে (আর্থিক) মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নিতো। এতদসত্ত্বেও যদি সেই ব্যক্তি যুদ্ধের সময় তাদের নাগালে এসে যেতো তবে তাকে হত্যার বেলায় কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না।

তাদের ঐ অপকর্মের জন্য দোষারোপ করা হচ্ছে যে, 'যখন তোমরা আপন লোকদের হত্যা না করার, তাদেরকে বস্তিগুলো থেকে তাড়িয়ে না দেয়ার এবং তাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে নেয়ার অঙ্গীকার করেছিলে, তখন এর অর্থ কি এ যে, হত্যা ও তাড়ানোর বেলায় ক্ষমা করবে না, কিন্তু কেউ বন্দী হলে তাকে

আর আত্মীয়-স্বজনদের সাথে, এতিম ও মিসকীনদের সাথে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করো (১৩৫), নামায কায়েম রাখো ও যাকাত প্রদান করো।' অতঃপর তোমরা ফিরে গিয়েছিলে (১৩৬), কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে অল্প সংখ্যক লোক (১৩৭); এবং তোমারা বিমুখ (১৩৮)

৮৪. এবং যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম (এ মর্মে) যে, আপন লোকদেরকে খুন করবেনা এবং আপন লোকদেরকে তাদের বস্তিগুলো থেকে তাড়িয়ে দেবেনা। অতঃপর তোমরা তা অঙ্গীকার করেছিলে এবং তোমরা হলে সাক্ষী।

৮৫. অতঃপর, এই যে তোমরা! আপন লোকদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করেছো এবং আপন লোকদের মধ্য থেকে একটা দলকে তাদের মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তাদের বিরুদ্ধে (তাদেরই বিরুদ্ধ-পক্ষীয়দেরকে) সাহায্য করছো গুনাহ্ ও সীমা লংঘনে। আর যদি তারা বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তবে তোমরা বিনিময় (মুক্তিপণ) দিয়ে (তাদেরকে) মুক্ত করে নিয়ে থাকো এবং তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া তোমাদের উপর হারাম (১৩৯)। তবে কি খোদার কিছু সংখ্যক নির্দেশের

وَذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ
الْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ
اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۳﴾

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ
دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ
دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ ﴿۸۴﴾

ثُمَّ اَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ
وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ
مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ اَفَتُؤْمِنُوْنَ
بِبَعْضِ الْكِتٰبِ

...ক করে নেবে? অঙ্গীকারের কিছু মেনে নেয়া এবং কিছু অমান্য করার কি অর্থ হতে পারে? যখন তোমরা হত্যা ও বিতাড়িত করা থেকে বিরত হওনি তখন ...নরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছো এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছো। আর এ ধরণের হারাম কাজকে হালাল জ্ঞান করে কাফিরে পরিণত হয়েছো।'

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যুলুম ও হারামে সাহায্য করাও হারাম।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও বুঝা গেলো যে, অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হারামকে হালাল জানা কুফর।

মাস্‌আলাঃ এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্‌র কিতাবের একটা হুকুম অমান্য করাও গোটা কিতাবকে অমান্য করারই শামিল এবং কুফর।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ এ আয়াতে এ হুঁশিয়ারীও রয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র বিধানগুলো থেকে কিছু মান্য করা এবং কিছু অমান্য করা কুফর, তখন ইহুদী সম্প্রদায় কর্তৃক হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অমান্য করার সাথে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়তকে মান্য করা কুফর থেকে রক্ষা করতে পারে না।

وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ۘ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٨٦﴾

...উপর ঈমান আনছো এবং কিছু সংখ্যক নির্দেশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করে তার প্রতিফল কি? কিন্তু দুনিয়াতে অপমানিত হওয়াই (১৪০) এবং ক্বিয়ামতে কঠিনতম শাস্তির দিকে ধাবিত করা হবে; এবং আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে অনবহিত নন (১৪১)।

৮৬. এরাই হচ্ছে ঐসব লোক, যারা পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং তাদের উপর থেকে না শাস্তি হ্রাস করা হবে এবং না তাদের সাহায্য করা হবে।

রুকূ' - এগার

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ ۫ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۗ

৮৭. এবং নিশ্চয়ই আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি (১৪২) এবং তারপর একের পর এক রসূল প্রেরণ করেছি (১৪৩) এবং আমি (হযরত) মরয়ামের পুত্র (হযরত) ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ দান করেছি (১৪৪) এবং 'পবিত্র রূহ' দ্বারা (১৪৫)

টীকা-১৪০. পৃথিবীতে তো এ অবমাননা হলো যে, বনূ ক্বোরায়যা তৃতীয় হিজরী সনে নিহত হয়- একদিনে তাদের সাতশ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছিলো এবং বনূ নযীরের লোকদেরকে এর পূর্বেই বহিষ্কার করা হয়েছে। মিত্রদের খাতিরে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকারের বিরোধিতারই এটা পরিণাম-ফল ছিলো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কারো পক্ষপাতিত্বের মধ্যে ধর্মের বিরোধিতা করা পরকালীন শাস্তি ছাড়াও পার্থিব জীবনে অবমাননা এবং লাঞ্ছনারই কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

টীকা-১৪১. এতে যেমন অবাধ্যদের জন্য কঠিন শাস্তির এ হুমকি রয়েছে যে, আল্লাহ্ তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে অনবহিত নন, তোমাদের অবাধ্যতার উপর তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন; তেমনি মু'মিনগণ এবং সালেহীন বান্দাদের জন্য এ খোশখবরও রয়েছে যে, তাঁদের সৎ কার্যাদির জন্য তাঁরা উৎকৃষ্টতম প্রতিদান লাভ করবেন। (তাফসীর-ই-কবীর)

টীকা-১৪২. এ 'কিতাব' মানে তাওরীত, যা'তে আল্লাহ্ তা'আলার সমস্ত অঙ্গীকার উল্লিখিত ছিলো। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার ছিলো- প্রতিটি যুগের পয়গাম্বরগণ (আলায়হিমুস সালাম)- এর আনুগত্য করা, তাঁদের উপর ঈমান আনা এবং তাঁদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

টীকা-১৪৩. হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা থেকে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) তাশরীফ আনয়ন করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা চার হাজার বলে বর্ণিত হয়েছে। এ মহা সম্মানিত নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম) হযরত মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের রক্ষক এবং তাঁরই বিধি-নিষেধ বাস্তবায়নকারী ছিলেন। যেহেতু, শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পর নবূয়ত কেউ পেতে পারে না, সেহেতু 'শরীয়তে মুহাম্মদী' বা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রচার-প্রসাররূপী খিদমতের ভার 'ওলামা-ই-রব্বানী' (আল্লাহ্ ওয়ালা হক্কানী আলিমগণ) এবং 'মুজাদ্দেদীন-ই-মিল্লাত' (দ্বীনের সংস্কারকগণ)- এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

টীকা-১৪৪. এসব নিদর্শন বলতে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাম)-এর মু'জিযাসমূহকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন- মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা, পাখী তৈরী করা এবং অদৃশ্য বস্তু বা বিষয়াদির সংবাদ দেয়া ইত্যাদি।

টীকা-১৪৫. 'রূহুল কুদুস' বা 'পবিত্র আত্মা' বলতে হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কেই বুঝায়। কারণ, তিনি হলেন রূহানী বা আত্মিক সত্তা; যিনি ওহী আনেন, যাঁর দ্বারা হৃদয়সমূহে জীবন সঞ্চারিত হয়। তিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সঙ্গে থাকতে আদিষ্ট ছিলেন। তাঁকে (হযরত ঈসা

আলায়হিস্ সালাম) তেত্রিশ বছরের পবিত্র বয়সে আসমানের উপর উঠিয়ে নেয়া হয়। এ সময় পর্যন্ত হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সফরে ও ঘরে অবস্থানকালে- কখনো তাঁর নিকট থেকে পৃথক হননি। এ 'রূহুল ক্বুদুস' বা পবিত্রাত্মার সহায়তা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর এক মহান ফযীলত। বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওসীলায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন কোন উম্মতও 'রূহুল ক্বুদুস'-এর সাহায্য লাভ করেছেন। সহীহ্ বোখারী শরীফ ইত্যাদিতে বর্ণিত আছে- হযরত হাস্সান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জন্য মিম্বর বিছানো হতো। তিনি না'ত শরীফ পাঠ করতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দো'আ করতেন- "আল্লাহুম্মা আয়্যিদ্হু বিরূহিল ক্বুদুস!" (অর্থাৎ হে আল্লাহ্, তাকে 'রূহুল ক্বুদুস'-এর মাধ্যমে সাহায্য করো!)

টীকা-১৪৬. এরপরও ওহে ইহুদীরা! তোমাদের অবাধ্যতার কোন প্রকার পরিবর্তন আসেনি।

টীকা-১৪৭. ইহুদীগণ নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর নির্দেশাবলী নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পেয়ে তাঁদেরকে অস্বীকার করতো আর সুযোগ পেলে তাঁদেরকে শহীদ করে ফেলতো। যেমন, তারা হযরত শা'ইয়া ও হযরত যাকারিয়া (আলায়হিমাস্ সালাম) সহ বহু সংখ্যক নবীকে শহীদ করেছিলো। (এমনকি,) নবীকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকেও শহীদ করতে উদ্যত ছিলো- কখনো তাঁর উপর যাদু করেছে, কখনো খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়েছে। বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্র তাঁকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে করেছে।

টীকা-১৪৮. ইহুদীগণ এটা উপহাস-ছলে বলেছিলো। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হিদায়ত তাদের অন্তরগুলো পর্যন্ত পৌঁছেনা। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের 'রদ্দ' (খণ্ডন) করেন- 'তারা বে-দ্বীন, মিথ্যাবাদী।' অন্তরগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা 'সৃষ্টিগত স্বভাবের' (فطرت) উপর সৃষ্টি করেছেন। সেগুলোর মধ্যে সত্যগ্রহণের যোগ্যতা রেখেছেন। তাদের কুফরেরই কুফল হলো- তারা নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তকে স্বীকার করার পর অস্বীকার করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করেছেন। এর প্রতিক্রিয়া এ হলো যে, সত্য গ্রহণের নি'মাত থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে।

টীকা-১৪৯. এ বিষয়বস্তুটা অন্যত্র এরশাদ হয়েছে-

بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا

('বরং আল্লাহ্ পাক সেসব হৃদয়ের উপর তাদের কুফরের কারণেই মোহর ছেপে দিয়েছেন। কাজেই, তারা ঈমান আনবে না, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক'।)

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

তাকে সাহায্য করেছি (১৪৬)। তবে কি যখন কোন রসূল তোমাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আসেন, যা তোমাদের মন চায়না (মনঃপূত হয়না), (তখনই তোমরা) অহংকার করো? অতঃপর সেসব (নবীগণ)-এর মধ্য থেকে একদলকে তোমরা অস্বীকার করছো এবং একদলকে শহীদ করছো (১৪৭)?

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

৮৮. এবং ইহুদীগণ বললো, 'আমাদের হৃদয়গুলোর উপর পর্দা (আচ্ছাদন) পড়েছে' (১৪৮); বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর লা'নত (অভিশাপ) করেছেন তাদের কুফরের কারণে। সুতরাং তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই ঈমান আনে (১৪৯)।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ

৮৯. এবং যখন তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সেই কিতাব (ক্বোরআন মজীদ) এসেছে, যা তাদের সাথে রয়েছে এমন কিতাব (তাওরীত)-এর সত্যায়ন করে (১৫০) এবং এর পূর্বে তারা সেই নবীর 'ওসীলা' ধরে কাফিরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো (১৫১); অতঃপর যখন তাশরীফ এনেছেন তাদের নিকট সেই পরিচিত সত্তা, তখন তাঁকে অস্বীকারকারী হয়ে

টীকা-১৫০. নবীকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত এবং হুযূরের গুণাবলীর বর্ণনায়। (কবীর ও খাযিন)

টীকা-১৫১. শানে নুযূলঃ নবীকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশ এবং ক্বোরআন করীম নাযিল হবার পূর্বে ইহুদীগণ স্বীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নামের ওসীলা ধরে প্রার্থনা করতো এবং কামিয়াব হতো। আর তারা এভাবে দো'আ করতো- اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا وَانْصُرْنَا بِالنَّبِىِّ الْاُمِّىِّ অর্থাৎ "হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের 'নবী-ই-উম্মী' (আসলী নবী)-এর ওসীলায় বিজয় ও সাহায্য দান করো।"

মাস্আলাঃ এতে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্র মাকবূল বান্দাদের ওসীলায় দো'আ-প্রার্থনা কবূল হয়। একথাও বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনয়নের পূর্বেও পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাবের প্রসিদ্ধি ছিলো। তখনও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলায় সৃষ্টির প্রয়োজন মিটতো।

টীকা-১৫২. এ অস্বীকার গোঁড়ামী, বিদ্বেষ এবং নেতৃত্ব-লোভের কারণেই ছিলো।

টীকা-১৫৩. অর্থাৎ মানুষকে তার আত্মার মুক্তির জন্য তাই করা উচিত যা দ্বারা তার মুক্তির আশা করা যায়। ইহুদীগণ এ মন্দ ব্যবসা করেছে যে, আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর কিতাবকে অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৫৪. ইহুদীদের কামনা ছিলো যে, 'খতমে নবুয়ত'-এর পদবী বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায়ের কারো ভাগ্যে জুটুক!' যখন দেখলো যে, তারা (তা থেকে) বঞ্চিত হয়েছে, ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামের বংশধরকেই (তা) দান করা হয়েছে, তখন হিংসার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার করে বসেছে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, হিংসা-বিদ্বেষ হারাম এবং বঞ্চিত হবারই কারণ।

فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٩﴾

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ فَبَآءُوْ بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ؕ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿٩٠﴾

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَآءَهٗ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ؕ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَآءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩١﴾

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩٢﴾

বসেছে (১৫২)। অতএব, আল্লাহ্‌র লা'নত (অভিসম্পাত) অস্বীকারকারীদের উপর।

৯০. কতোই নিকৃষ্ট বিনিময়ে তারা আপন আত্মাগুলোকে খরিদ করেছে! (তা'হলো) আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবকে (তারা) অস্বীকার করেছে (১৫৩) এ ঈর্ষায় যে, আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে স্বীয় যে বান্দার উপর ইচ্ছা করেন 'ওহী' নাযিল করেন (১৫৪)। সুতরাং (তারা) ক্রোধের উপর ক্রোধের উপযোগী হয়েছে (১৫৫)। আর কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে (১৫৬)।

৯১. এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃতের (কিতাব) উপর ঈমান আনো (১৫৭), তখন বলে, 'যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে, আমরা তার উপর ঈমান রাখি (১৫৮);' এবং বাকীগুলোকে তারা অস্বীকার করে; অথচ তা সত্য, তাদের নিকট যা আছে তার সত্যায়ন করে (১৫৯)। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'অতঃপর তোমরা পূর্ববর্তী নবীগণকে কেন শহীদ করেছো, যদি তোমাদের আপন কিতাবের উপর ঈমান থাকতো (১৬০)?'

৯২. এবং নিশ্চয় তোমাদের নিকট মূসা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে তাশরীফ এনেছেন। অতঃপর, তোমরা এর পরে (১৬১) গো-বাছুরকে উপাস্য করে নিয়েছো এবং তোমরা অত্যাচারী ছিলে (১৬২)।

টীকা-১৫৫. অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারের গযবের উপযোগী হয়েছে।

টীকা-১৫৬. এতে বুঝা গেলো যে, লাঞ্ছনা ও অবমাননাকর আযাব কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। মু'মিনদেরকে তাদের গুনাহ্‌র কারণে শাস্তি দেয়া হলেও তা লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহকারে হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ "প্রকৃত সম্মান আল্লাহ্‌রই জন্য, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এবং মু'মিনদের জন্য।"

টীকা-১৫৭. এর দ্বারা ক্বোরআন পাক এবং ঐসব কিতাব ও সহীফাগুলোকে বুঝায়, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন। অর্থাৎ এ সবের উপর ঈমান আনো।

টীকা-১৫৮. এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য– তাওরীত।

টীকা-১৫৯. অর্থাৎ তাওরীতের উপর ঈমান আনার দাবী ভিত্তিহীন; যেহেতু ক্বোরআন পাক- যা তাওরীতের সত্যায়নকারী, এর অস্বীকার করা তাওরীতেরই অস্বীকারে গণ্য হলো।

টীকা-১৬০. এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, যদি তারা তাওরীতের উপর প্রকৃত ঈমান রাখতো, তবে নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে কখনো শহীদ করতো না।

টীকা-১৬১. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস সালাম 'তূর' পাহাড়ে তাশরীফ নিয়ে যাবার পর

টীকা-১৬২. এতেও তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, তাদের মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর শরীয়তকে মান্য করার দাবী মিথ্যা। 'যদি তোমরা মান্য করতে, তবে হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)- এর 'আসা' (লাঠি), 'ইয়াদে বায়দা' (শুভ্রহস্ত মুবারক) ★ ইত্যাদি স্পষ্ট প্রমাণাদি প্রত্যক্ষ করার পর গো-বাছুরের পূজা করতে না।'

★ হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর নবুয়তের প্রমাণ তথা মু'জিযাস্বরূপ তাঁর হস্তকে যখন তাঁর বগলে রাখতেন, কিছুক্ষণ পর বের করলে তা পূর্ণ চন্দ্রের চেয়েও উজ্জ্বল হয়ে ঝলমল করতো এবং চমকিত হতো। এ জন্য তাঁর হস্ত মুবারককে 'ইয়াদে বায়দা' (يـــد بيضـــاء) বা 'শুভ্রহস্ত' বলা হতো।

টীকা-১৬৩. তাওরীতের আহকাম মোতাবেক আমল করার

টীকা-১৬৪. এতেও তাদের ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হয়েছে।

টীকা-১৬৫. ইহুদীদের ভ্রান্ত দাবীগুলোর মধ্যে একটা দাবী ছিলো– 'জান্নাত শুধু তাদেরই জন্য'। এর খণ্ডন এভাবে করা হচ্ছে যে, 'যদি তোমাদের ধারণায়, জান্নাত তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয় এবং পরকালের দিক থেকে তোমরা নিশ্চিন্ত হও– আমলের কোন প্রয়োজন না হয়, তবে বেহেশ্‌তী নি'মাতগুলোর মুকাবিলায় পার্থিব মুসীবতগুলোর যন্ত্রণা কেন বরদাশ্‌ত করছো? মৃত্যু কামনা করো! তা'তো তোমাদের দাবীর ভিত্তিতে, শান্তিরই কারণ। যদি তোমরা মৃত্যুর কামনা না করো, তবে তা তোমাদের মিথ্যুক হবার প্রমাণ হবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে– যদি তারা মৃত্যু কামনা করতো, তবে সবাই নিপাত যেতো এবং পৃথিবীর বুকে কোন ইহুদী অবশিষ্ট থাকতো না।

টীকা-১৬৬. এটা অদৃশ্যের সংবাদ এবং মু'জিযা। কারণ, ইহুদীগণ অতিমাত্রায় গোঁড়ামী ও কঠোর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও মৃত্যু কামনার শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি।

৯৩. এবং (স্মরণ করো) যখন আমি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছি (১৬৩) এবং 'তূর পাহাড়'কে তোমাদের মাথার উপর উত্তোলন করেছিলাম। 'গ্রহণ করো যা আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, দৃঢ়ভাবে এবং শুনো!' (তারা) বলালো, 'আমরা শ্রবণ করেছি ও অমান্য করেছি।' আর তাদের হৃদয়গুলোতে গো-বাছুর সিঞ্চিত হয়েছিলো তাদের কুফরের কারণে। (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'তোমাদেরকে তোমাদের (এ) ঈমান কী নিকৃষ্ট নির্দেশ দিচ্ছে, যদি (তোমরা) ঈমান রাখো (১৬৪)!'

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ؕ خُذُوْا مَآ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاسْمَعُوْا ؕ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ٭ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ؕ قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

৯৪. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যদি পরকালীন নিবাস আল্লাহ্‌র নিকট শুধু তোমাদের জন্যই নির্দিষ্ট হয়, না অন্য কারো জন্য, তবে তো ভালো, মৃত্যু কামনা করো, যদি সত্যবাদী হও (১৬৫)!'

قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۹۴﴾

৯৫. এবং অবশ্যই কখনো তারা এর কামনা করবে না (১৬৬) সেই অপকর্মগুলোর কারণে, যেগুলো তারা পূর্বে করেছে (১৬৭) এবং আল্লাহ্ ভালোভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে।

وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ﴿۹۵﴾

টীকা-১৬৭. যেমন– শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও ক্বোরআন মজীদের সাথে কুফর এবং তাওরীতে বিকৃতি সাধন ইত্যাদি।

মাস্‌আলাঃ মৃত্যুপ্রীতি এবং প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রবল আগ্রহ আল্লাহ্‌র মাকবূল বান্দা'দেরই তরীক্বা। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) প্রতি নামাযের পর প্রার্থনা করতেন–

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ.

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাত এবং তোমার রসূলের শহরে ওফাত নসীব করো!"

সাধারণভাবে, সমস্ত সম্মানিত সাহাবী এবং বিশেষভাবে, বদর ও উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ আর 'বায়'আত-ই-রিদওয়ান'– এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকে ভালবাসতেন। হযরত সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কাফিরদের সেনাপতি রুস্তম ইবনে ফরখযাদের নিকট যে চিঠি প্রেরণ করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন–

اِنَّ مَعَنَا قَوْمًا يُّحِبُّوْنَ الْمَوْتَ كَمَا يُحِبُّ الْاَعَاجِمُ الْخَمْرَ.

অর্থাৎ "আমার সাথে এমন এক জাতি রয়েছে, যাঁরা মৃত্যুকে এতই ভালবাসেন, যেমন অনারবীয়রা মদকে ভালবাসে।"

এতে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিলো যে, মদের ত্রুটিপূর্ণ মাতলামীর প্রতি ভালবাসাকে দুনিয়ার প্রতি লালায়িত লোকেরাই পছন্দ করে থাকে; আর আল্লাহ্‌র প্রেমিকগণ 'মাহবুব-ই-হাক্বীক্বী' বা প্রকৃত বন্ধুর (আল্লাহ) সাথে মিলনের উপায় মনে করে মৃত্যুকে ভালবাসে। মোটকথা, ঈমানদারগণ পরকালের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেন এবং যদি (তাঁরা) দীর্ঘ জীবনের কামনাও করেন, তবে তাও এ জন্য যে, সৎকর্ম করার জন্য এতে আরো কিছুকাল সময় পাবেন, যাতে পরকালের জন্য সৌভাগ্যের ভাণ্ডার আরো বৃদ্ধি করতে আর পারেন। যদি বিগত জীবনে কোন গুনাহ্‌র কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে, তবে তা থেকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে নেবেন।

মাস্‌আলাঃ বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, পার্থিব কোন দুঃখে দুঃখিত হয়ে মৃত্যু কামনা করা উচিৎ নয় এবং প্রকৃতপক্ষে, পার্থিব বিপদাপদে অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করা ধৈর্য, (আল্লাহ্‌র প্রতি) সন্তুষ্টি, (আল্লাহ্‌র নিকট) আত্মসমর্পণ এবং (আল্লাহ্‌র উপর) ভরসা করার পরিপন্থী এবং (শরীয়তের দৃষ্টিতে) না জায়েয।

টীকা-১৬৮. মুশরিক বা অংশীবাদীদের একটা দল অগ্নিপূজারী। তারা পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন ও সালাম প্রদানের স্থানে বলে زِهْ هزار سال অর্থাৎ "হাজার বছর বেঁচে থাকো।" এর অর্থ হচ্ছে– অগ্নি পূজারী মুশরিক হাজার বছর বাঁচার কামনা রাখে। ইহুদীগণ তাদেরকেও ডিঙ্গিয়ে গেছে। জীবনের মায়া তাদের অন্তরে সর্বাধিক।

টীকা-১৬৯. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে সূরিয়া বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "আপনার নিকট আস্‌মান থেকে কোন্ ফিরিশতা আসেন?" এরশাদ ফরমালেন, "জিব্রাঈল।" ইবনে সূরিয়া বললো, "সে আমাদের শত্রু, কঠিন শাস্তি ও ভূমিধ্বস অবতারণ করে কয়েকবার আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। যদি আপনার প্রতি মীকাঈল আসতো, তবে আমরা আপনার উপর ঈমান আনতাম।"

৯৬. এবং নিঃসন্দেহে, আপনি অবশ্যই তাদেরকে এমনই পাবেন যে, তারা সব লোকের চেয়েও অধিককাল জীবিত থাকার একান্ত কামনা রাখে এবং মুশরিকদের মধ্যে এক (দল)-এর কামনা হচ্ছে যেন হাজার বছর বেঁচে থাকে (১৬৮) এবং তার এ দীর্ঘায়ু প্রদত্ত হওয়া তাকে আযাব থেকে মুক্তি দেবেনা। আর আল্লাহ্ তাদের কর্মকাণ্ড দেখছেন।

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

রুকু' – বার

৯৭. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'যে কেউ জিব্রাঈলের শত্রু হয় (১৬৯), তবে সে (জিব্রাঈল) তো আপনারই হৃদয়ের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশে এ ক্বোরআন নাযিল করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর প্রত্যায়নকারী হিসেবে এবং সঠিক পথ-প্রদর্শন ও সুসংবাদ (হিসেবে) মুসলমানদের জন্য (১৭০)।

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾

৯৮. যে কেউ শত্রু হয় আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরিশতাদের, তাঁর রসূলগণের, জিব্রাঈলের এবং মীকাঈলের, তবে আল্লাহ্ কাফিরদের শত্রু (১৭১)।

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٨﴾

৯৯. এবং নিঃসন্দেহে, আমি তোমাদের প্রতি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ নাযিল করেছি (১৭২); এবং সেগুলোকে অস্বীকার করবে না কিন্তু ফাসিক্ লোকেরা।

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾

১০০. এবং তবে কি যখনই কেউ কোন অঙ্গীকার করে (তখনই) তাদের মধ্য থেকে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মারে? বরং তাদের অধিকাংশেরই ঈমান নেই (১৭৩)।

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٠﴾

১০১. এবং যখন তাদের নিকট তাশরীফ আনলেন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে একজন রসূল (১৭৪), তাদের কিতাবগুলোর সমর্থকরূপে

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

টীকা-১৭০. কাজেই, ইহুদীদের শত্রুতা হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রতি নিরর্থক; এবং তাদের যদি বিচারবোধ থাকতো, তবে তারা হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-কে ভালবাসতো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হতো। কারণ, তিনি এমন কিতাব এনেছেন, যা দ্বারা তাদের কিতাবের সত্যায়ন হয়। আর بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ) এরশাদ করার মধ্যে ইহুদী সম্প্রদায়ের দাবীর খণ্ডন করা হয়েছে যে, 'এখন তো জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) সঠিক পথের দিশা ও সুসংবাদ নিয়ে আসছেন। তারপরও কি তোমরা শত্রুতা থেকে বিরত হবে না?'

টীকা-১৭১. এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ ও ফিরিশ্তাগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা কুফর এবং আল্লাহ্‌রই গযবের কারণ। আর আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের সাথে শত্রুতা আল্লাহ্‌রই সাথে শত্রুতা পোষণ করার শামিল।

টীকা-১৭২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইবনে সূরিয়া ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে, যে বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ! আপনি আমাদের নিকট এমন কোন জিনিষ আনেন নি, যাকে আমরা চিনি এবং আপনার উপর কোন সুস্পষ্ট নিদর্শনও নাযিল হয়নি, যাকে আমরা অনুসরণ করতে পারি।"

টীকা-১৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ মালিক ইবনে সায়ফ ইহুদীর জবাবে নাযিল হয়েছে। যখন বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলার সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, যা তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান আনার প্রসঙ্গে করেছিলো, তখন ইবনে সায়ফ অঙ্গীকারের কথাই অস্বীকার করেছিলো।

টীকা-১৭৪. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-১৭৫. বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাওরীত ও যাবূর ইত্যাদি কিতাবের সত্যায়ন করতেন এবং স্বয়ং সেসব কিতাবেও হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর তাশরীফ আনয়নের সুসংবাদ, তাঁর গুণাবলী এবং বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা ছিলো। এ কারণে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন এবং তাঁর বরকতময় উপস্থিতিই সেসব কিতাবের প্রত্যায়ন করে। কাজেই, অবস্থার দাবী এ ছিলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমনের উপর ভিত্তি করে আহ্‌লে কিতাবের ঈমান তাদের কিতাবগুলোর উপর আরো অধিক মজবুত হোক। কিন্তু এরই বিপরীত, তারা নিজেদের কিতাবের সাথেও কুফর করেছে। মুফাস্‌সির সুদ্দীর অভিমত হচ্ছে- যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব হয়েছিলো, তখন ইহুদীগণ তাওরীতের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে তাওরীত এবং ক্বোরআনকে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ পেয়েছিলো বিধায় তারা তাওরীতকেও ছেড়ে দিয়েছিলো।

টীকা-১৭৬. অর্থাৎ ঐ কিতাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেনি। হযরত সুফিয়ান ইব্‌নে উয়ায়নাহ্‌র অভিমত হচ্ছে- ইহুদীগণ তাওরীতকে মূল্যবান রেশমী গিলাফে স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা খচিত ও সজ্জিত করে রেখে দিয়েছিলো; কিন্তু এর বিধি-নিষেধকে অমান্য করেছিলো।

টীকা-১৭৭. এ সব আয়াত থেকে জানা যায় যে, ইহুদীদের চারটা দল ছিলো- **১ম দলঃ** তাওরীতের উপর ঈমান এনেছিলো এবং তাঁরা এর বিধি-বিধানও মেনে নিয়েছিলো। তারা হলো- ঈমানদার কিতাবী সম্প্রদায়। তাদের সংখ্যা নগন্য। আর আল্লাহ্ পাকের এরশাদ- اَكْثَرُهُمْ (তাদের অধিকাংশ)-এর মধ্যে তাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

২য় দলঃ প্রকাশ্যে তাওরীতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো, এর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করেছিলো এবং গোঁড়ামী অবলম্বন করেছিলো।

نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ

(তাদের মধ্যে একদল সেটাকে ছুঁড়ে মেরেছে)-এর মধ্যেই তাদের বর্ণনা রয়েছে।

৩য় দলঃ নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কথা ঘোষণা তো করেনি; কিন্তু নিজেদের মূর্খতার কারণে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেই চলছিলো, এদের কথা

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ.

(বরং তাদের অনেকেই ঈমানদার নয়)- এর মধ্যে উল্লেখিত হয়।

৪র্থ দলঃ প্রকাশ্যভাবেতো ঐ অঙ্গীকার মান্য করতো; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বিদ্রোহ ও গোঁড়ামী দ্বারা এর বিরোধিতা করতে লাগলো। আর বানোয়াটভাবে মূর্খ সেজে বসতো। كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. (যেন তারা কোন জ্ঞান রাখেনা) দ্বারা এদের সম্পর্কে জানা যায়।

نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتٰبَ ۙ
كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَاَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِينُ عَلٰى
مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ
وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَا اُنْزِلَ عَلَى
الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هٰرُوتَ وَمٰرُوتَ ۚ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُولَا
اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ

(১৭৫), তখন কিতাবীদের একটা দল আল্লাহ্‌র কিতাবকে তাদের পৃষ্ঠ-পেছনে নিক্ষেপ করেছে (১৭৬), যেন তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা (১৭৭)।

১০২. এবং (তারা) তারই অনুসারী হয়েছে, যা শয়তান পাঠ করতো সুলায়মানের রাজত্বকালে (১৭৮); এবং সুলায়মান কুফর করেনি (১৭৯)। হাঁ, কাফির হয়েছিলো শয়তান (১৮০); (তারা) মানুষকে যাদু শিক্ষা দেয় এবং ঐ (যাদু), যা 'বাবেল' শহরে দু'জন ফিরিশতা- হারূত ও মারূতের উপর অবতীর্ণ হয়েছিলো। আর তারা দু'জন কাউকেও কিছু শিক্ষা দিতো না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একথা বলে দিতোনা, 'আমরা তো নিছক পরীক্ষা। কাজেই, নিজ ঈমান হারিয়ে বসোনা (১৮১)!' অতঃপর (তারা)

টীকা-১৭৮. শানে নুযূলঃ হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর যমানায় বনী-ইস্রাঈল যাদু শিক্ষায় মগ্ন হয়েছিলো। তখন তিনি তাদেরকে তাতে বাধা দিলেন এবং (যাদুমন্ত্রের) বইগুলো তাদের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত করে তাঁর সিংহাসনের নীচে পুঁতে ফেললেন। হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর ওফাতের পর শয়তানগণ সেসব বই-পুস্তক বের করে জনগণকে বললো, "সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম) এ গুলোর জোরেই বাদশাহী করতেন।" বনী ইস্রাঈলের সৎ ব্যক্তিগণ ও ওলামা কেরাম এ কথা অস্বীকার করলেন। কিন্তু তাদের অশিক্ষিত লোকেরা যাদু বিদ্যাকে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামেরই জ্ঞান বলে বিশ্বাস করে তা শিক্ষা করার দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়লো। নবীগণ (আলায়হিমুস সালাম)-এর কিতাবাদি ছেড়ে দিলো আর হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর সমালোচনা করতে আরম্ভ করলো। তারা নবীকুল সরদার হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানা পর্যন্ত এ অবস্থার ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-কে নির্দোষ ঘোষণা করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।

টীকা-১৭৯. কেননা, তিনি হলেন একজন নবী। নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) 'কুফর' থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে 'মা'সূম' (বে-গুনাহ্) হন। তাঁদের প্রতি 'যাদুর' অপবাদ দেয়া জঘন্য ভ্রান্তি ও ভুল। কেননা, যাদু কুফরসমূহ থেকে মুক্ত হওয়াই বিরল।

টীকা-১৮০. যারা হযরত সুলায়মান (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর যাদুগরীর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিলো;

টীকা-১৮১. অর্থাৎ যাদু শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করে, তাতে একান্তভাবে বিশ্বাস করে এবং সেটাকে 'মুবাহ' বা বৈধ জ্ঞান করে কাফির হয়োনা। এ যাদু অনুগত ও অবাধ্যদের মধ্যে পার্থক্য ও পরীক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলো। যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করে তদনুযায়ী আমল করবে সে কাফির হয়ে যাবে- এ শর্তে যে, যদি এ যাদুর মধ্যে ঈমানের পরিপন্থী বাক্য এবং কার্যাদি থাকে। আর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, শিখেনা, কিংবা শিক্ষা করে, কিন্তু

...আমল করে না এবং এর মধ্যেকার কুফরগুলোতে বিশ্বাস করোনা, সে মু'মিন থাকবে। এটা ইমাম আবুল মনসূর মাতুরীদী ★ (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর অভিমত।

মাস্আলাঃ যে যাদু কুফর, সে ধরণের যাদুকার্য সম্পাদনকারী যদি পুরুষ হয়, তবে তাকে কতল করা যাবে।

মাস্আলাঃ যে যাদু কুফর নয়, কিন্তু তা দ্বারা কারো প্রাণ বিনষ্ট করা যায়, তবে এ ধরণের যাদুগর রাহাজানিকারী বা ডাকাতদের অন্তর্ভুক্ত; চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা স্ত্রীলোক।

মাস্আলাঃ যাদুকরের তাওবা কবূল হয়। (মাদারিক)

টীকা-১৮২. মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা যায় যে, প্রকৃত প্রভাব বিস্তারকারী (Real Cause) হলেন- আল্লাহ্ তা'আলা। আর উপকরণাদির প্রভাব ও আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন।

টীকা-১৮৩. স্বীয় পরিণতি এবং কঠিন শাস্তির!

...দের নিকট থেকে তাই শিখতো, যা বিরোধ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো পুরুষ এবং তার স্ত্রীর মধ্যে। এবং তা দ্বারা কারো ক্ষতি সাধন করতে পারতো না, কিন্তু আল্লাহ্রই নির্দেশে (১৮২)। এবং তারা তাই শিক্ষা করে, যা তাদের ক্ষতি সাধন করবে, উপকার করবে না এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাদের জানা আছে যে, যে ব্যক্তি এ সওদা ক্রয় করেছে পরকালে তার কোন অংশ নেই; এবং নিশ্চয় তা কতোই নিকৃষ্ট বস্তু, যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাসমূহ বিক্রি করেছে! যদি কোন রকমে তাদের জ্ঞান হতো (১৮৩)!

১০৩. এবং যদি তারা ঈমান আনতো (১৮৪) এবং সাবধানতা অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহ্র নিকটস্থিত সাওয়াব অত্যধিক উত্তম যদি কোন প্রকারে তাদের জ্ঞান হতো!

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖۤ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

রুকু' - তের

১০৪. হে ঈমানদারগণ (১৮৫)! 'রা-'ইনা' বলো না এবং এভাবে আরয করো, 'হুযূর, আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন!' এবং প্রথম

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا

টীকা-১৮৪. হযরত সৈয়্যদে কা-ইনাত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ক্বোরআন পাকের উপর,

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ যখন হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কেরামকে কিছু শিক্ষা-দীক্ষা দান করতেন তখন তাঁরা মধ্যখানে আরয করতেন- رَاعِنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (রা-'ইনা এয়া রাসূলাল্লাহ্)! এর অর্থ ছিলো- 'হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের অবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন! অর্থাৎ আপনার পবিত্রতম কালাম আমাদেরকে ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দান করুন!' ইহুদীদের ভাষায় এ (রা-'ইনা) কলেমাটা বে-আদবীর অর্থ প্রকাশ করতো। তারা সে শব্দটা এ কুউদ্দেশ্যেই বলতে শুরু করলো।

হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইহুদীদের পরিভাষা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি একদিন তাদের মুখে এ কলেমাটা (রা-'ইনা) শুনে বললেন, "ওহে খোদার শত্রুরা! তোদের উপর খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) হোক! আমি যদি এখন থেকে কারো মুখে এ কলেমাটা শুনি তবে তার গর্দান উড়িয়ে দেবো।" ইহুদীরা বললো, "আমাদের উপর তো আপনি রাগান্বিত হচ্ছেন; মুসলমানরাও তো এটাই বলে থাকে।" একথা শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। তখনই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়, যার মধ্যেই رَاعِنَا (রা-'ইনা) বলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এরই সমার্থক শব্দ اُنْظُرْنَا (উনযুরনা) বলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

মাস্আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামের প্রতি ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের খেদমতে শিষ্টাচারমূলক কলেমা ব্যবহার করা ফরয। আর যে শব্দে বে-আদবীর লেশমাত্রও থাকে সে ধরণের শব্দ মুখে উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ।

★ আহলে সুন্নাতের তাত্ত্বিক দু'ধারা। যথা- (১) মাতুরীদিয়্যাহ্ ও (২) আশা-'ইরাহ্। 'মাতুরীদিয়্যাহ' হলেন- হযরত আবুল মানসূর মাতুরীদীর অনুসারীগণ। আর 'আশা-'ইরাহ' হলেন হযরত আবুল হাসান আশ'আরীর অনুসারীগণ।

অথবা এভাবে বলা যায়- হযরত আবুল মান্সূর মাতুরীদী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) আহলে সুন্নাত ওয়া জমা'আত-এর দু'জন তাত্ত্বিক ইমামের একজন। আক্বীদার বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করেন। অপরজন হলেন- হযরত আবুল হাসান আশ'আরী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি)। তাঁর অনুসারীদেরকে 'আশা-'ইরাহ' বলা হয়। ইমাম শাফে'ঈ ও তাঁর অনুসারীগণ এবং অন্যান্যরাও আক্বীদার ক্ষেত্রে তাঁকে অনুসরণ করে থাকেন।

টীকা-১৮৬. এবং 'সর্ব শরীর কর্ণ হয়ে' শুনো; যাতে এ ধরণের আরয করার প্রয়োজন না হয়– 'হুযূর, একটু কৃপাদৃষ্টি দিন।' কেননা, এটাই নবীর দরবারের আদব।

মাস্আলাঃ নবীগণের দরবারে মানুষের উপর চূড়ান্ত পর্যায়ের আদব বজায় রাখা কর্তব্য।

টীকা-১৮৭. মাস্আলাঃ 'লিল্ কাফিরীন' (কাফিরদের জন্য) আয়াতাংশের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শানে বে-আদবী করা কুফর।

টীকা-১৮৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীদের একটি দল মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্ব ও হিতকামিতা প্রকাশ করে আসছিলো। তাদেরকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ তাদের হিতাকাঙ্খী হবার দাবীতে মিথ্যুক। (জুমাল)

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ ও মুশরিকদল উভয়ই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতো। আর এ বিদ্বেষে জ্বলতো যে, 'তাদের (মুসলমানগণ) নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নবূয়ত ও ওহী প্রদান করা হয়েছে আর মুসলমানদেরও এ বৃহত্তম নি'মাত অর্জিত হয়েছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-১৯০. শানে নুযূলঃ ক্বোরআন করীম পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর বিধি-বিধান ও কিতাবগুলোকে রহিত করে দিয়েছে। এটা কাফিরদের নিকট অস্বাভাবিক বলে মনে হলো। তারা এটা নিয়ে সমালোচনা করলো। এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, রহিত আয়াতও আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং রহিতকারী (নাসিখ)ও। উভয়ই স্বয়ং হিকমত।

কথনো রহিতকারী (আয়াত) রহিতকৃত (আয়াত) অপেক্ষা সহজ ও অধিক কল্যাণকর হয়। আল্লাহর কুদরতে বিশ্বাস স্থাপনকারীর মনে এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি জগতের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা দিন দ্বারা রাতকে, গ্রীষ্মকাল দ্বারা শীত (ও বসন্ত) কালকে, যৌবন দ্বারা শৈশবকে, অসুস্থতা দ্বারা সুস্থতাকে, (শীত ও) বসন্তকাল দ্বারা হেমন্তকালকে রহিত করেন। এসব রহিতকরণ এবং পরিবর্তন হচ্ছে তাঁরই কুদরতের দলীল। সুতরাং এক আয়াত কিংবা একটা নির্দেশ রহিত হওয়ায় আশ্চর্যের কি আছে?

রহিতকরণের মাধ্যমে বস্তুতঃ পূর্ববর্তী (রহিতকৃত) হুকুমের মেয়াদ বা সময়সীমার বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ উক্ত হুকুমটা এ মেয়াদের জন্যই ছিলো এবং যথাযথ হিকমত ছিলো। কাফিরদের অজ্ঞতা যে, তারা রহিতকরণের উপর আপত্তি করে থাকে।

আর আহ্লে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান)-এর অপত্তি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকেও ভুল। (কারণ,) তাদেরকে অবশ্যই হযরত আদম (আলায়হিস সালাম)-এর শরীয়তের বিধি-বিধান রহিত হয়ে যাওয়ার কথা মেনে নিতে হয়। তদুপরি, একথাও স্বীকার করতে হবে যে, তাদের পূর্বে প্রতি শনিবার পার্থিব কাজ কারবার হারাম বা নিষিদ্ধ ছিলোনা, (পরে) তাদের উপরই হারাম করা হয়েছে। একথাও তাদেরকে স্বীকার করতে হবে যে, তাওরীতে হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উম্মতের জন্য সমস্ত চতুষ্পদ প্রাণী হালাল বলে ঘোষণা করা হয়। হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও অনেক প্রাণী হারাম করে দেয়া হয়। এসব সত্ত্বেও রহিতকরণের যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে?

وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝١٠٤

থেকেই মনযোগ সহকারে শুনো (১৮৬)। আর কাফিরদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি অবধারিত (১৮৭)।

مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝١٠٥

১০৫. তারাই, যারা কাফির, কিতাবী কিংবা মুশরিক (১৮৮), তারা চায়না যে, তোমাদের উপর কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৮৯) এবং আল্লাহ্ স্বীয় রহমত দ্বারা বিশেষভাবে মনোনীত করেন যাকে চান; এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٦

১০৬. যখন আমি কোন আয়াতকে রহিত করে দিই কিংবা বিস্মৃত করে দিই (১৯০) তখন এর চেয়ে উত্তম কিংবা এর মতো (কোন আয়াত) নিয়ে আসবো। তোমার কি খবর নেই যে, আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন?

মাস্আলাঃ যেভাবে এক আয়াত অন্য আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে যায়, তেমনি 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির' ★ দ্বারাও (আয়াত) রহিত হয়ে থাকে।

মাস্আলাঃ কখনো শুধু 'তেলাওয়াত' রহিত হয়, কখনো শুধু হুকুম। কখনো তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়ে থাকে।

ইমাম বায়হাক্বী (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) হযরত আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন– একজন আনসারী সাহাবী শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতে উঠলেন এবং সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা, যা তিনি প্রত্যহ তেলাওয়াত করতেন, পাঠ করতে চেষ্টা করলেন।

★ যে হাদীসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমভাবে এমন বিরাট সংখ্যক বর্ণনাকারী থাকেন, যাঁদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া বিশ্বাসযোগ্য নয় বা অসম্ভব বলে বিবেচিত হয়- তা মুহাদ্দেসীন কেরামের পরিভাষায় 'হাদীস-ই-মুতাওয়াতির'।

কিন্তু তা মোটেই স্মরণে আসলো না এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' ছাড়া আর কোন কিছুই পড়তে পারলেন না। ভোরে এ ঘটনা অন্যান্য সাহাবীর নিকট বর্ণনা করলেন। তাঁরা বললেন, "আমাদেরও একই অবস্থা।" সবাই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গিয়ে ঘটনা আরয করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "গত রাতে সেই সূরাটা উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। তেলাওয়াত এবং হুকুম উভয়ই রহিত হয়েছে। এমনকি যেসব কাগজে উক্ত সূরাটা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিলো, সেগুলোর উপরও এর চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি।"

টীকা-১৯১. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বলেছিলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমাদের নিকট এমনি একটা কিতাব আনয়ন করুন যা আস্‌মান থেকে একবারেই অবতীর্ণ হয়।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৯২. অর্থাৎ যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে সেগুলো গ্রহণ করার বেলায় অযৌক্তিক বাদানুবাদ করে এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ তলব করে।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, যে সব প্রশ্নে ফ্যাসাদের আমেজ থাকে, সেসব প্রশ্ন বুযর্গদের সামনে উত্থাপন করা জায়েয নয় এবং সবচেয়ে বড় ফ্যাসাদের কারণ হচ্ছে তাই, যা থেকে অবাধ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

টীকা-১৯৩. শানে নুযূলঃ উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদী সম্প্রদায় হযরত হুযায়ফাহ্ ইবনে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-কে বলেছিলো, "যদি তোমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে, তবে তোমাদের উপর এ বিপর্যয় আসতো না। কাজেই, তোমরা আমাদের ধর্মের প্রতি ফিরে এসো!" হযরত আম্মার তাদের জবাবে বলেছিলেন, "বলো! তোমাদের মতে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কেমন?" তারা বললো, "অত্যন্ত গর্হিত কাজ।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি তো অঙ্গীকার করেছি যে, আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) থেকে ফিরবো না। আর কখনো কুফরকে গ্রহণ করবো না।"

আর হযরত হুযায়ফাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি এ কথার উপর যে, আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক, মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাঁর রসূল, ইসলাম একটি সঠিক ধর্ম, ক্বোরআন হচ্ছে ঈমান, কা'বা হচ্ছে ক্বিবলা এবং মু'মিনগণ হচ্ছেন পরস্পর ভাই ভাই।" অতঃপর এ দু'জন সাহাবী হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে (দঃ) ঘটনার বিবরণ শুনালেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করলেন, "তোমরা যথার্থই করেছো এবং তোমরা সাফল্য লাভ করেছো।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৭. তোমাদের কি খবর নেই যে, আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের না আছে কোন অভিভাবক এবং না আছে কোন সাহায্যকারী।

১০৮. তোমরা কি এটাই চাও যে, তোমাদের রসূলকে সেরূপই প্রশ্ন করবে, যেরূপ মূসার সাথে পূর্বে সংঘটিত হয়েছিলো (১৯১)? আর যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে (১৯২), সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

১০৯. বহু কিতাবী কামনা করেছে (১৯৩), 'তারা যদি তোমাদেরকে (তোমাদের) ঈমান আনার পর কুফরের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারতো!' তাদের অন্তরগুলোর বিদ্বেষবশতঃ (১৯৪), এর পর যে, তাদের নিকট সত্য অতিমাত্রায় প্রকাশিত হয়েছিলো। সুতরাং তোমরা ছেড়ে দাও (ক্ষমা করে দাও) ও এড়িয়ে যাও যে পর্যন্ত আল্লাহ্ নিজ হুকুম প্রদান করেন। নিশ্চয়, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

১১০. এবং নামায কায়েম রাখো ও যাকাত দাও (১৯৫)। এবং নিজেদের আত্মাগুলোর

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾
أَمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ
كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ
يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ
ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴿١٠٨﴾
وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ
يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ
كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ
مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ
فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ
بِأَمْرِهٖ ؕ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٩﴾
وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ

টীকা-১৯৪. ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার পর ইহুদী সম্প্রদায়ের পক্ষে মুসলমানদের কুফর গ্রহণ ও ধর্মত্যাগ করার আকাংখা করা আর একথা কামনা করা যে, তাঁরা (মু'মিনগণ) ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন, তাদের বিদ্বেষমূলক মনোভাবের কারণেই ছিলো। বস্তুতঃ 'বিদ্বেষ' এক জঘন্য দোষ।

মাস্‌আলাঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো। হিংসা পূণ্যগুলোকে এমনভাবে গ্রাস করে, যেমনিভাবে আগুন শুষ্ক কাঠকে।"

মাস্‌আলাঃ 'হাসাদ' (হিংসা) করা হারাম।

মাস্‌আলাঃ যদি কেউ তার ধন-সম্পদ ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা গোমরাহী ও বে-দ্বীনী প্রসার করে তবে তার ফিৎনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য তার ধ্বংস ও প্রভাবের অবসান কামনা করা হিংসার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং হারামও নয়।

টীকা-১৯৫. মু'মিনদেরকে ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা ও তাদেরকে উপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়ার পর তাঁদেরকে স্বীয় আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি

মনোনিবেশ করতে উৎসাহিত করছেন।

টীকা-১৯৬. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায় বলছে যে, জান্নাতে শুধু ইহুদীরাই দাখিল হবে, আর খৃষ্টানদের দাবী হচ্ছে শুধু খৃষ্টানরাই। বস্তুতঃ এসব কথা তারা মুসলমানদেরকে দ্বীন-ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বলে থাকে। যেমন, (আয়াত কিংবা হুকুম) রহিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিছক সন্দেহগুলোকে তারা এ হীন আশায় পেশ করেছিলো যে, এতে মুসলমানদের মনে তাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। অনুরূপভাবে, তাদেরকে (মুসলমানগণকে) জান্নাত থেকেও নিরাশ করে ইসলাম থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছে। সুতরাং পারার শেষাংশে তাদের উক্তির উল্লেখ আছে– وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا [অর্থাৎ– 'এবং তারা বললো, 'তোমরা ইহুদী হও কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও! (তাহলে,) তোমরা হিদায়ত লাভ করবে।'] আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এ ভিত্তিহীন কল্পনার খণ্ডন করছেন–

টীকা-১৯৭. মাস্'আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, নেতিবাচক উক্তির দাবীদারের জন্যও প্রমাণ পেশ করা জরুরী। নতুবা, দাবী বাতিল ও অগ্রাহ্য হবে।

وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾

জন্য যে উত্তম কাজ পূর্বে প্রেরণ করবে তা আল্লাহ্র নিকট পাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

১১১. এবং কিতাবীরা বললো, 'নিশ্চয় জান্নাতে যাবে না, কিন্তু সেই-ব্যক্তি, যে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হবে (১৯৬)।' এটা তাদের কল্পনাপ্রসূত আশা মাত্র। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, '(তোমরা) পেশ করো স্বীয় প্রমাণ (১৯৭) যদি সত্যবাদী হও!'

১১২. হাঁ, কেন (এমন) নয়? যে ব্যক্তি আপন চেহারা ঝুঁকিয়েছে আল্লাহ্র জন্য এবং সে হয় সৎকর্মপরায়ণ (১৯৮), তবে তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের না আছে কোন শংকা এবং না আছে কোন দুঃখ (১৯৯)।

রুকূ' – চৌদ্দ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ

১১৩. এবং ইহুদীরা বললো, 'খৃষ্টান কিছুই নয়।' আর খৃষ্টান বললো, 'ইহুদী কিছুই নয় (২০০)।' অথচ তারা কিতাব পাঠ করে (২০১)। এভাবে মূর্খরা তাদের মতো কথা বলেছে (২০২)। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত-দিবসে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয়ে তারা ঝগড়া করছে।

১১৪. এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে (২০৩), যে আল্লাহ্র মসজিদগুলোতে বাধা

টীকা-১৯৮. চাই সে যে কোন যমানার হোক, কিংবা যে কোন বংশের হোক অথবা যে কোন গোত্রের হোক।

টীকা-১৯৯. এতে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের এ দাবী– 'জান্নাতের শুধু তারাই একক মালিক', সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা, জান্নাতে প্রবেশাধিকারের পূর্বশর্ত হচ্ছে– বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং সৎকর্ম। এটা তাদের ভাগ্যে জোটেনি।

টীকা-২০০. শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধিগণ বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। তারপর ইহুদী আলিমগণও আসলো। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হলো। ইহুদীগণ বললো, "খৃষ্টানদের ধর্ম কিছুই নয়।" তারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) ও ইঞ্জীলকে অস্বীকার করলো। অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণ ইহুদীদেরকে বললো, "তোমাদের ধর্ম কিছুই নয়।" আর তাওরীত ও হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে অস্বীকার করলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২০১. অর্থাৎ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা এমন মূর্খসুলভ কথা বলেছে; অথচ ইঞ্জীল, যাকে খৃষ্টানগণ মান্য করে, তাতে তাওরীত ও হযরত মূসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবুয়তের স্বীকৃতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, তাওরীত, যাকে ইহুদীগণ মান্য করে, তাতে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর নবূয়ত ও ঐসব বিধি-নিষেধের স্বীকৃতি রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে প্রদান করা হয়েছে।

টীকা-২০২. কিতাবী আলিমদের ন্যায় ঐসব মূর্খ, যাদের না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো কিতাব; যেমন– মূর্তি উপাসক ও অগ্নি পূজারী প্রমুখ; (তারা) প্রত্যেক ধর্ম-বিশ্বাসীকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করলো আর বলতে লাগলো, "তারা কিছুই নয়।" এসব মূর্খদের মধ্যে আরবের অংশীবাদীরাও ছিলো, যারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর প্রদত্ত দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য করেছিলো।

টীকা-২০৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অবমাননা প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো– রোমের খৃষ্টানগণ বনী ইস্রাইলের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলো। তারা এদের যুদ্ধক্ষম পুরুষদের হত্যা করলো। তাদের ছেলেমেয়েকে বন্দী করলো। তাওরীত জ্বালিয়ে দিলো। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের ধ্বংস সাধন করলো। তাতে অপবিত্র বস্তু নিক্ষেপ করলো, শূকর যবেহ করলো। (নাঊযু বিল্লাহ!) বায়তুল মুক্বাদ্দাস হযরত ওমর ফারূক্ব

(রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিলো। তাঁর (হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু) বরকতময় শাসনামলে মুসলমানগণ এ পবিত্র ঘরের পুনঃনির্মাণ করলেন।

অন্য একটা অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত শরীফ মক্কার অংশীবাদীদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা ইস্‌লামের প্রারম্ভিক কালে বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে কা'বা শরীফে নামায পড়তে বাধা দিয়েছিলো। হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় এর মধ্যে নামায ও হজ্জ আদায়ে বাধা প্রদান করেছিলো।

টীকা-২০৪. নামায, খোৎবা, তাস্‌বীহ্, ওয়ায-নসীহত ও না'ত শরীফ– সবই যিক্‌রের শামিল। আর আল্লাহ্‌র যিক্‌রে বাধা দেয়া জঘন্য অপরাধ– সর্বত্রই, বিশেষ করে, মসজিদগুলোতে, যেগুলো এ পুণ্যময় কাজের জন্যই নির্মাণ করা হয়।

মাস্‌আলাঃ যে ব্যক্তি মসজিদকে যিক্‌র ও নামাযের অযোগ্য করে দেয়,সে মসজিদের ধ্বংস সাধনকারী ও বড় অত্যাচারী।

টীকা-২০৫. মাস্‌আলাঃ মসজিদের ধ্বংস সাধন যেমন নামায ও যিক্‌রে বাধা প্রদানের মধ্যে প্রকাশ পায়, তেমনি মসজিদ ভবনের ক্ষতি সাধন এবং এর অবমাননার মধ্যেও।

টীকা-২০৬. পৃথিবীতে তাদেরকে এ লাঞ্ছনাই দেয়া হয় যে, তাদেরকে হত্যা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় এবং মাতৃভূমি থেকে অন্যত্র বিতাড়িত করা হয়; হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর খিলাফতকালে সিরিয়া তাদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে অবমাননার সাথে বিতাড়িত হয়।

أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

দেয় সেগুলোতে আল্লাহ্‌র নামের চর্চা হওয়া থেকে (২০৪), এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় (২০৫)? তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না যে, মসজিদসমূহে যাবে, কিন্তু ভয়-বিহ্বল হয়ে ★। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা (২০৬) এবং তাদের জন্য পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি।

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. এবং পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেদিকে মুখ করো সেদিকেই 'ওয়াজহুল্লাহ্' (খোদার রহমত তোমাদের দিকে নিবদ্ধ হয়) (২০৭)। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।

টীকা-২০৭. শানে নুযূলঃ সাহাবা কেরাম রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এক অন্ধকার রাতে সফরে ছিলেন। কা'বার দিক তাঁদের জানা ছিলো না। প্রত্যেকে যেদিকে নিজ নিজ অন্তর সাক্ষ্য দিয়েছিলো সেদিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। ভোরে তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে ঘটনা আরয করলেন। তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, ক্বিবলার দিক স্থির করা সম্ভব না হলে যেদিকে ক্বিবলা বলে মনে বিশ্বাস জন্মে, সেদিকেই মুখ করে নামায পড়বে।

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অন্য অভিমত হচ্ছে– এটা সেই মুসাফির সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যে যানবাহনের উপর নফল নামায পড়ে। যান যেদিকেই মুখ করবে সেদিকেই তার নামায দূরস্ত হবে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ থেকে এ মাস্‌আলা প্রমাণিত।

অন্য এক অভিমত হলো– যখন ক্বিবলা পরিবর্তনের আদেশ দেয়া হলো, তখন ইহুদীরা মুসলমানদের সমালোচনা করলো। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব-পশ্চিম সব আল্লাহ্‌রই; তিনি যেদিকে চান, ক্বিবলা নির্দ্ধারণ করবেন। এতে কারো আপত্তির কি অধিকার আছে? (খাযিন)

অন্য একটা অভিমত হলো– এ আয়াত শরীফ দো'আ সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'কোন্ দিকে মুখ করে দো'আ করতে হবে।' এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত শরীফ সত্য থেকে পলায়ন সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। আর أَيْنَمَا تُوَلُّوا (যেদিকে তোমরা মুখ করো) দ্বারা সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র যিক্‌রে বাধা প্রদান করে এবং মসজিদসমূহের ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয়। তারা পার্থিব লাঞ্ছনা ও পরকালীন কঠিন শাস্তি থেকে কখনো কোথাও পলায়ন করতে পারবে না। কেননা, পূর্ব ও পশ্চিম সবই তো আল্লাহ্‌র। যেখানেই পলায়ন করুক না কেন, তিনি তাকে পাকড়াও করবেন। এ দৃষ্টিকোণ্ থেকে وَجْهُ اللهِ (ওয়াজহুল্লাহ্)-এর অর্থ 'আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও উপস্থিতি'। (ফাত্‌হ)

আরেক অভিমত অনুযায়ী, এর অর্থ হচ্ছে– যদি কাফিরগণ কা'বা গৃহে নামায পড়তে বাধা প্রদান করে, তবে (হে মুসলমানগণ!) তোমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে (ভূ-পৃষ্ঠ) 'মসজিদ' (নামায পড়ার উপযোগী) করে দেয়া হয়েছে। যেখান থেকেই চাও ক্বিবলার দিকে মুখ করে নামায পড়ো।

★ অর্থাৎ ভয়-বিহ্বল হওয়া ছাড়া মসজিদগুলোতে প্রবেশ করা তাদের জন্য সঙ্গত ছিলো না।

টীকা-২০৮. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ হযরত উযায়র আলায়হিস্ সালামকে এবং খৃষ্টানগণ হযরত মসীহ (ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-কে 'খোদার পুত্র' বলেছে এবং আরবের মুশরিকগণ ফিরিশতাদেরকে 'খোদার কন্যা' বলেছে। তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, 'سُبْحٰنَهٗ' (সুব্হা-নাহু)। অর্থাৎ– 'তিনি পবিত্র এ থেকে যে, তাঁর সন্তান হবে।' তাঁর প্রতি সন্তানের সম্পর্ক রচনা করা হচ্ছে তাঁর প্রতি অপবাদ দেয়া ও বেয়াদবীই। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে– আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আদম সন্তান আমাকে গালি দিয়েছে, সে আমার সন্তান আছে বলে অপবাদ দিয়েছে; অথচ আমি সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী থেকে পবিত্র।"

টীকা-২০৯. 'মামলূক হওয়া' সন্তান হওয়ার পরিপন্থী। যখন সমগ্র পৃথিবী তাঁরই মামলূক (বান্দা), তখন কেউ তাঁর 'সন্তান' কিভাবে হতে পারে?

মাস্আলাঃ যদি কেউ স্বীয় সন্তানের মালিক হয়ে যায় তখন সে (সন্তান) আযাদ হয়ে যাবে।

টীকা-২১০. যিনি কোন পূর্ব নমুনা ব্যতিরেকেই বস্তুগুলোকে সেগুলোর সত্তাহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন।

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَاۤ اٰيَةٌ ؕ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ؕ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿۱۱۹﴾

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

১১৬. এবং (তারা) বললো, আল্লাহ্ নিজের জন্য সন্তান রেখেছেন (গ্রহণ করেছেন)। পবিত্রতা তাঁরই ★ (২০৮); বরং তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু আসমানসমূহ এবং যমীনে রয়েছে (২০৯)। সবাই তাঁর সামনে গর্দান অবনত করেছে।

১১৭. নতুন (নমুনা ছাড়া) সৃষ্টিকারী আসমান সমূহের ও যমীনের (২১০) এবং যখন কোন কিছুর নির্দেশ দেন তখন তাকে এটাই বলেন, 'হয়ে যাও!' তা সাথে সাথে হয়ে যায় (২১১)।

১১৮. এবং মূর্খরা বললো (২১২), 'আল্লাহ আমাদের সাথে কেন কথা বলেন না (২১৩)? কিংবা যদি আমাদের কোন নিদর্শনও মিলতো (২১৪)!' তাদের পূর্ববর্তীরাও এরূপই বলেছে– তাদের মতো কথা। এদের ও ওদের অন্তরগুলো একই ধরণের (২১৫)। নিশ্চয়ই আমি দৃঢ় বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শনাবলী স্পষ্টভাবে বিবৃত করেছি (২১৬)।

১১৯. নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। আর আপনাকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (২১৭)।

১২০. এবং কখনো আপনার উপর ইহুদী ও খৃষ্টানগণ সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবেন না (২১৮)।

টীকা-২১১. অর্থাৎ সৃষ্টিজগৎ তাঁর ইচ্ছার সাথে সাথে অস্তিত্বে এসে যায়।

টীকা-২১২. অর্থাৎ কিতাবীগণ কিংবা মুশরিকগণ,

টীকা-২১৩. অর্থাৎ "বিনা মাধ্যমে নিজে কোন কথা বলেন না, যেমন ফিরিশতাগণ ও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)- এর সাথে কথা বলেন?" এটা তাদের চরম অহংকার ও জঘন্য গোঁড়ামী। তারা নিজেদেরকে নবী ও ফিরিশতাদের সমকক্ষ মনে করেছে।

শানে নুযূলঃ রাফি' ইবনে খোযায়মাহ্ হুযূর আক্বদাস্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বললো, "আপনি যদি আল্লাহ্র রসূল হন, তবে আল্লাহ্কে বলুন যেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেন। আর আমরাও যেন সেটা শুনতে পাই।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২১৪. এটা ঐসব আয়াতকে গোঁড়ামীবশতঃ অস্বীকার করার শামিল, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা দান করেছেন।

টীকা-২১৫. অন্ধত্ব ও দৃষ্টিহীনতায়, কুফর ও মনের কঠোরতায়। এ আয়াতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে– আপনি তাদের গোঁড়ামী ও অবাধ্যতামূলক অস্বীকারে দুঃখিত হবেন না। পূর্ববর্তী কাফিরগণও নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর সাথে এরূপ আচরণ করতো।

টীকা-২১৬. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদের আয়াতসমূহ ও সুস্পষ্ট মু'জিযাদি সুবিবেচকদের জন্য বিশ্বকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট; কিন্তু যে ব্যক্তি এ দৃঢ় বিশ্বাস অর্জনে প্রয়াসী নয় সে এসব প্রমাণ দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

টীকা-২১৭. যে, তারা কেন ঈমান আনেনি! কারণ, আপনি তো স্বীয় ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন।

টীকা-২১৮. এবং এটা অসম্ভব। কেননা, তারাতো বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

★ অর্থাৎ তাদের এ অপবাদ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

টীকা-২১৯. সেটাই অনুসরণের যোগ্য এবং এটা ছাড়া প্রতিটি পথ বাতিল ও ভ্রষ্টতাপূর্ণ।

টীকা-২২০. এ সম্বোধন উম্মতে মুহাম্মদিয়াহ্ (দঃ)-কে করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যখন জেনে নিয়েছো যে, নবীকূল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের নিকট সত্য ও হিদায়ত এনেছেন, তখন তোমরা কখনো কাফিরদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করোনা। যদি এমন করে থাকো, তবে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো কেউ নেই। (খাযিন)

টীকা-২২১. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেছেন, "এ আয়াত শরীফ 'আহ্‌লে সফীনা' ★ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁরা হযরত জাফর ইবনে আবী তালেব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে হুযূর রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিলো ৪০। তন্মধ্যে ৩২ জন আবিসিনিয়াবাসী আর ৮ জন সিরীয় ধর্মগুরু। তাঁদের মধ্যে 'বুহায়রা' নামক পাদ্রীও ছিলেন।

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٢١﴾

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'আল্লাহ্‌র হিদায়তই প্রকৃত হিদায়ত (২১৯)।' (হে শ্রোতা, যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী (২২০)।

১২১. যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনি উচিত, তা পাঠ করে। তারাই তার উপর ঈমান রাখে। আর যারা এটাকে অস্বীকার করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (২২১)।

রুকূ' - পনের

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٢٢﴾

১২২. হে য়া'কূবের বংশধরগণ! স্মরণ করো আমার ঐ অনুগ্রহকে, যা আমি তোমাদের উপর করেছি। আর ওটাও যে, আমি সে যুগের সকলের উপর তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এবং ভয় করো সেদিনকে, যেদিন কোন প্রাণ অন্য প্রাণের বিনিময় হবেনা এবং না তাকে কিছু বিনিময় নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে এবং না কাফিরদেরকে কোন সুপারিশ উপকার করবে (২২২) এবং না তাদেরকে সাহায্য করা হবে।

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ

১২৪. এবং যখন (২২৩) ইব্রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কতিপয় কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন (২২৪); অতঃপর তিনি সেগুলোকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন (২২৫)।

অর্থ এ যে, বস্তুতঃ এ তাওরীতের উপর ঈমান স্থাপনকারী তারাই, যারা সেটার যথাযথ তেলাওয়াত করে থাকে, পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন ছাড়াই পাঠ করে এবং এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে ও মান্য করে। আর এর মধ্যে সৃষ্টিকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে হুযূরের উপর ঈমান আনে। সুতরাং হুযূরকে যে অবিশ্বাস করে সে তাওরীতের উপর ঈমান রাখে না।

টীকা-২২২. এতে ইহুদীদের উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলতো, "আমাদের পিতৃপুরুষগণ বুযর্গ ছিলেন। তাঁরা আমাদেরকে সুপারিশ করে মুক্ত করে নেবেন।" এ আয়াতে এ বলে তাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে যে, সুপারিশ কাফিরদের জন্য নয়।

টীকা-২২৩. হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্ম হয় আহ্ওয়ায প্রদেশের 'সূস' নামক স্থানে। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে নামরূদের রাজ্য 'বাবেল' (ব্যাবিলন)-এ নিয়ে আসেন। ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের অংশীবাদীগণ (মুশরিকগণ)ও সবাই তাঁর উন্নত মর্যাদার কথা স্বীকার করে। আর তারা তাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করার উপর গৌরব করে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করেছেন, যেগুলোর কারণে সকলের উপর ইসলাম কবূল করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা, যেসব বিষয় 'আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর উপর অপরিহার্য করেছেন, সেগুলো ইসলামের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২২৪. আল্লাহ্ তা'আলার পরীক্ষা হলো- বান্দার উপর কোন দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিয়ে অন্যান্যদের নিকট সেটা 'ভাল কিংবা মন্দ হওয়া'কে প্রকাশ করে দেন।

টীকা-২২৫. যে সব কথা আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপর পরীক্ষার জন্য ওয়াজিব করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে ক্বোরআনের

★ হযরত জাফর তাইয়্যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রথমাবস্থায় আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। যখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মদীনা শরীফে হিজরত করলেন এবং সেখানে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হতে লাগলো, চতুর্দিকে মুসলমানদের প্রতি মদীনা শরীফে হিজরত করে আসার নির্দেশ হলো, তখন আবিসিনিয়ায় আশ্রিত মুসলমানদের দলটি হযরত জাফর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নেতৃত্বে মদীনা শরীফের দিকে 'সফীনা' বা নৌযান যোগে রওনা দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা 'আহ্‌লে সফীনা' বা 'নৌযান আরোহী দল' নামে প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যাকারীদের কতিপয় অভিমত রয়েছে–

হযরত ক্বাতাদাহ্‌র অভিমত হচ্ছে– সেগুলো হজ্জের বিধান। হযরত মুজাহিদ বলেছেন, এ থেকে সেই দশটা কাজ বুঝানো উদ্দেশ্য, যেগুলো পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা-এর এক অভিমত হচ্ছে– ঐ দশটা কাজ হচ্ছেঃ (১) গোঁফ ছোট করা, (২) কুল্লী করা, (৩) নাকে পরিচ্ছন্নতার জন্য পানি ব্যবহার করা, (৪) মিস্‌ওয়াক করা, (৫) মাথায় সিঁথি কাটা, (৬) নখ কাটা, (৭) বগলের লোম পরিস্কার করা, (৮) নাভীতল পরিষ্কার করা, (৯) খত্‌না করা এবং (১০) পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। এসব কাজ হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর উপর ওয়াজিব ছিলো। তবে, আমাদের উপর এ গুলোর কতেক ওয়াজিব এবং কতেক সুন্নাত।

قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِیْ ؕ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ ﴿۱۲۴﴾

(আল্লাহ্‌) এরশাদ করেন, 'আমি তোমাকে মানুষের ইমাম সাব্যস্তকারী হই।' (হযরত ইব্রাহীম) আরয করলেন, 'এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।' (আল্লাহ্‌) এরশাদ করলেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি অত্যাচারীদের ভাগ্যে জোটেনা (২২৬)।'

وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ؕ وَعَهِدْنَاۤ اِلٰۤی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّآئِفِیْنَ وَالْعٰكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿۱۲۵﴾

১২৫. এবং (স্মরণ করুন,) যখন আমি এ ঘরকে (২২৭) মানবজাতির জন্য আশ্রয়স্থল ও নিরাপদ স্থান করেছি (২২৮) এবং (বলেছিলাম,) ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো (২২৯)!' এবং আমি ইব্রাহীম ও ইস্‌মাঈলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, 'আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো– তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী এবং রুকূ' ও সাজ্‌দাকারীদের জন্য।'

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِیْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗۤ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِیْرُ ﴿۱۲۶﴾

১২৬. এবং যখন ইব্রাহীম আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এ শহরকে নিরাপদ করে দাও! আর এর অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন ধরণের ফল থেকে জীবিকা দান করো! যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ ও পরকালের উপর ঈমান আনবে (২৩০)।' এরশাদ করলেন, 'এবং যারা কাফির হবে তাদেরকেও এর সামান্য ভোগ করার জন্য দেবো। অতঃপর তাদেরকে দোযখের কঠিন শাস্তির দিকে (ধাবিত হতে) বাধ্য করবো এবং তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান ফিরে যাবার।'

টীকা-২২৬. মাস্‌আলাঃ অর্থাৎ তাঁর বংশধরদের মধ্যে যারা অত্যাচারী (কাফির) তারা ইমামতের পদ-মর্যাদা পাবেনা।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে বুঝা গেলো যে, কাফির মুসলমানদের নেতা হতে পারে না। আর মুসলমানদের জন্য ও কাফিরদের অনুসরণ করা জায়েয হবে না।

টীকা-২২৭. 'বায়ত' (ঘর) দ্বারা কা'বা শরীফ বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র 'হেরম শরীফ'ও শামিল রয়েছে।

টীকা-২২৮. 'নিরাপদ স্থল' করার এই অর্থ যে, কা'বার হেরম শরীফে হত্যা ও লুন্ঠন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিংবা এর অর্থ– সেখানে শিকারের জন্তুর পর্যন্ত নিরাপত্তা রয়েছে। এমনকি, হেরম শরীফের অভ্যন্তরে সিংহ এবং বাঘ ইত্যাদিও শিকারকে ধাওয়া করে না; বরং ছেড়ে দিয়ে ফিরে যায়।

অন্য এক অভিমত হলো– মু'মিন বান্দা এতে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র কঠিন আযাব বা শাস্তি থেকে নিরাপত্তা লাভ করে।

'হেরম'-কে হেরম এ জন্য বলা হয় যে, এর অভ্যন্তরে হত্যা, যুলুম ও শিকার করা হারাম ও নিষিদ্ধ। (তাফসীর-ই-আহ্‌মদী)

যদি কোন দোষী ব্যক্তিও তাতে প্রবেশ করে, তবে তাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। (মাদারিক)

টীকা-২২৯. 'মাক্বাম-ই-ইব্রাহীম' হচ্ছে– ঐ পাথর, যার উপর দাঁড়িয়ে (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম) 'কাবা মু'আয্‌যামাহ্‌' নির্মাণ করেছিলেন। আর এর উপর তাঁর (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্‌ সালাম) ক্বদম মুবারকের চিহ্ন বিদ্যমান। এটাকে নামাযের স্থান হিসেবে নির্দ্ধারণ করার হুকুম 'মুস্তাহাব নির্দেশক।'

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– উক্ত নামায দ্বারা তাওয়াফের দু'রাক'আত নামাযই উদ্দেশ্য। (আহ্‌মদী ইত্যাদি)

টীকা-২৩০. যেহেতু 'ইমামত'-এর ক্ষেত্রে لَا یَنَالُ عَهْدِی الظّٰلِمِیْنَ [আমার প্রতিশ্রুতি (ইমামত) যালিমদের ভাগ্যে জোটেনা।] এরশাদ হয়েছিলো, সেহেতু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্‌ সালাম) তাঁর প্রার্থনায় শুধু মু'মিনদেরকেই খাস করেছেন। বস্তুতঃ এটাই আদবের মহিমা। আল্লাহ্‌ তা'আলা মেহেরবানী করেছেন, তাঁর প্রার্থনা কবূল করেছেন এবং এরশাদ করেছেন, "জীবিকা সবাইকে দেয়া হবে– মু'মিনদেরকেও কাফিরদেরকেও।" কিন্তু কাফিরদের জীবিকা হবে নগণ্য। অর্থাৎ শুধু পার্থিব জীবনেই তারা উপকৃত হতে পারবে।

টীকা-২৩১. প্রথমবার কাবা শরীফের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন হযরত আদম (আলায়হিস সালাম); এবং নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর তুফানের পর হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) সেই ভিত্তির উপর তা নির্মাণ করেছিলেন। এ বিশেষ নির্মাণকাজ তাঁরই পবিত্র হস্তে সম্পাদিত হয়। এর জন্য পাথর সংগ্রহ করে আনার খিদমত ও সৌভাগ্য হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর ভাগ্যেও জুটেছিল। উভয় মহান ব্যক্তিত্ব তখন এ প্রার্থনাই করেছিলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ খিদমত ও বন্দেগী গ্রহণ করো।"

টীকা-২৩২. এ মহা সম্মানিত ব্যক্তিদ্বয় আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগত এবং নিতান্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের এ প্রার্থনা এ জন্যই ছিলো যে, (তাঁরা) আনুগত্য ও নিষ্ঠার আরো অধিক পূর্ণতার আকাংখা পোষণ করেন। বন্দেগীর স্বাদ কখনো মিটেনা। সুব্‌হানাল্লাহ্! যেমন কবি বলেন, فکر ہر کس بقدر ہمت اوست অর্থাৎ 'প্রত্যেকের চিন্তাধারা তার হিম্মত অনুপাতেই হয়'।

টীকা-২৩৩. হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম) ছিলেন 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের পক্ষ থেকে এটা নিতান্ত বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহ্-ওয়ালাদের জন্য শিক্ষার আদর্শ ছিলো।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

১২৭. এবং যখন উঠাচ্ছিলো ইব্রাহীম এ ঘরের ভিত্তিগুলো এবং ইসমাঈল, এ প্রার্থনারত অবস্থায়- 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণ করো (২৩১)। নিশ্চয় তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।

১২৮. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদেরকে তোমারই সামনে গর্দান অবনতকারী (২৩২) এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো। আমাদেরকে আমাদের 'ইবাদতের নিয়ম-কানুন বলে দাও এবং আমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ সহকারে দৃষ্টিপাত করো (২৩৩)। নিশ্চয় তুমিই অত্যন্ত তাওবা কবূলকারী, দয়ালু।

১২৯. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে (২৩৪) একজন রসূল তাদেরই মধ্য থেকে, যিনি তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করবেন এবং তাদেরকে তোমার কিতাব (২৩৫) ও পরিপক্ক জ্ঞান (২৩৬) শিক্ষা দেবেন এবং তাদেরকে

মাস্আলাঃ এ স্থানটা প্রার্থনা কবূল হবারই এবং এখানে দো'আ ও তাওবা করা হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সুন্নাত।

টীকা-২৩৪. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর বংশধরদের অনুকূলে এ দো'আ নবীকুল সরদার হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্যই ছিলো। অর্থাৎ কা'বা মুআয্‌যামার নির্মাণ কাজের মহান খিদমত সম্পন্ন করা এবং তাওবা ও ইসতিগফার করার পর হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস্ সালাম)-এ প্রার্থনাই করেছিলেন- "হে প্রতিপালক! তোমার মাহবূব, শেষ যমনার নবী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমাদেরই বংশের মধ্য থেকে প্রকাশ করো এবং এ মর্যাদা আমাদেরকেই দান করো।" এ প্রার্থনা কবূল হয়েছে এবং হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর পুত্র হযরত ইস্‌মাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত আর কোন নবী আসেন নি। হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে অন্যান্য নবীগণ হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশ থেকে আবির্ভূত হন।

মাস্আলাঃ বিশ্বকুল সরদার হুযূর করীম, রাঊফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মীলাদ শরীফ নিজেই বর্ণনা করেছেন। ইমাম বাগাভী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি) একটা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট 'খাতামুন্নবীয়্যীন' (শেষ নবী) হিসেবেই লিখিত ছিলাম এমতাবস্থায়ই, যখন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর পবিত্র গড়নের খামীর তৈরী হচ্ছিলো। আমি তোমাদেরকে আমার প্রাথমিক অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি- আমি হলাম হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আ, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর সুসংবাদ, আমি আপন মহীয়সী মাতার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা তিনি আমার বেলাদতের সময় দেখেছিলেন এবং তাঁর সামনে একটা উজ্জ্বল 'নূর' প্রকাশিত হয়েছিলো, যায় আলোকে সিরিয়ার রাজ-প্রাসাদ এবং অট্টালিকাগুলো তাঁর চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছিলো।" এ হাদীসে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর প্রার্থনা বলতে ঐ প্রার্থনাকেই বুঝায়, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ দো'আ কবূল করেছেন এবং শেষ যমানায় নবীকুল সরদার হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন। তাঁর এ অনুগ্রহের উপর আল্লাহ্‌রই জন্য সমস্ত প্রশংসা। (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-২৩৫. 'এ কিতাব' দ্বারা 'পবিত্র ক্বোরআন' এবং 'এর শিক্ষা' দ্বারা এর 'তত্ত্ব ও অর্থসমূহ শিখানো' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-২৩৬. 'হিকমত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে অনেক অভিমত রয়েছে- কা'রো মতে, 'হিকমত' অর্থ 'ফিক্বহ'। হযরত ক্বাতাদাহ্‌র অভিমতানুসারে, 'হিকমত'

সুন্নাহ্রই নাম। কেউ কেউ বলেন, 'হিকমত' 'আহকাম' (বিধি-বিধান) সম্বন্ধীয় জ্ঞানকেই বলা হয়। সারকথা হলো– 'হিকমত' হচ্ছে 'ইলমে আস্রার বা গূঢ় রহস্যসমূহের জ্ঞান'।

টীকা-২৩৭. 'পবিত্র করা'র এ অর্থ যে, সত্তা ও আত্মাসমূহের ফলক (বা মূল উপাদান)-কে ময়লা থেকে পবিত্র করে পর্দা অপসারণ করা এবং যোগ্যতার লুক্কায়িত শক্তির আয়নাকে পরিষ্কার করে সেগুলোকে এমন যোগ্য করে তোলা, যেন সেগুলোর মধ্যে সৃষ্টির তত্ত্বসমূহ উদ্ভাসিত হতে পারে।

টীকা-২৩৮. শানে নুযূলঃ ইহুদী আলিমদের মধ্য থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইসলাম গ্রহণ করার পর স্বীয় দুই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাজির ও সালমাহ্কে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীতে এরশাদ করেছেন– আমি হযরত ইসমাঈল (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধর থেকে একজন নবী পয়দা করবো, যাঁর নাম হবে 'আহমদ'। যে ব্যক্তি তাঁর উপর ঈমান আনবে সে সঠিক রাস্তা পাবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে না সে মালউন (অভিশপ্ত)।" একথা শুনে সালমাহ্ ঈমান আনলেন; কিন্তু মুহাজির ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

এ ঘটনার উপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করে একথা প্রকাশ করে দিলেন যে, যখন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) নিজেই এ মহা সম্মানিত রসূল প্রেরিত হবার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন যে ব্যক্তি তাঁর দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলো।

এর মধ্যে ইহুদী, খৃষ্টান এবং আরবের মুশরিকদের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যারা গর্ব করে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সাথে নিজেদের সম্পর্কের দাবী করতো। যখন তারা তাঁর (হযরত ইব্রাহীম) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন তাদের আর আভিজাত্য র'ইলো কোথায়?

টীকা-২৩৯. 'রিসালত' ও 'বন্ধুত্ব' দ্বারা যথাক্রমে, রসূল ও বন্ধু (খলীল) করেছেন।

টীকা-২৪০. যাঁদের জন্য রয়েছে উন্নত মর্যাদাসমূহ। কাজেই, যখন হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) উভয় জাহানে সম্মানের অধিকারী, তখন তাঁর তরীক্বা এবং ধর্ম থেকে যে বিরত থাকে সে নিঃসন্দেহে অজ্ঞ ও নির্বোধ।

وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

অতি পবিত্র করবেন (২৩৭)। নিশ্চয়, তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

রুকূ' – ষোল

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. এবং ইব্রাহীমের দ্বীন থেকে কে বিমুখ হবে (২৩৮) ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে অন্তরের (দিক দিয়ে) নির্বোধ? এবং নিশ্চয় নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে তাকে মনোনীত করে নিয়েছি (২৩৯); এবং নিশ্চয় সে পরকালে আমার খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত (২৪০)।

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

১৩১. যখন তাকে তার প্রতিপালক বললেন, 'গর্দান অনবত করো (আত্মসমর্পণ করো)!' আরয করলো, 'আমি গর্দান অনবত করেছি তাঁরই জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং সেই দ্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত করেছিলো ইব্রাহীম স্বীয় পুত্রদেরকে এবং য়া'কূবও– 'হে আমার পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এ দ্বীনকে মনোনীত করে নিয়েছেন। সুতরাং মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান হয়ে।'

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. বরং তোমাদের মধ্য থেকে (তোমরা) নিজেরাই উপস্থিত ছিলে (২৪১) যখন য়া'কূবের নিকট মৃত্যু এসেছিলো; যখনই তিনি আপন পুত্রদেরকে বলেছিলেন, 'আমার পরে কার ইবাদত করবে?' (তারা) আরয করলো, 'আমরা ইবাদত করবো তাঁরই, যিনি খোদা হন আপনার এবং আপনার পিতামহ ইব্রাহীম, ইসমাঈল (২৪২) এবং ইসহাক্বের, একমাত্র খোদা; এবং আমরা তাঁরই সামনে গর্দান রেখেছি।

টীকা-২৪১. শানে নুযূলঃ এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তারা বলেছিলো যে, হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম) তাঁর ওফাতের দিন স্বীয় বংশধরদেরকে ইহুদী মতবাদেই প্রতিষ্ঠিত থাকার ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা এদের এ মিথ্যা অপবাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল করেছেন– (খাযিন)। অর্থাৎ (এরশাদ করেন,) হে বনী ইস্রাঈল! তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম)-এর (ইহ জীবনের) শেষ মুহূর্তে তাঁরই নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি স্বীয় পুত্রদের ডেকে তাদের নিকট থেকে ইসলাম ও আল্লাহ্র একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন। আর সেই স্বীকারোক্তি ছিলো– যা আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

টীকা-২৪২. হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালামকে (আয়াতে) হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম)-এর পূর্ব পুরুষদের অন্তর্ভুক্ত করা এ জন্যই ছিলো

হে, তিনি তাঁর চাচা হন। চাচা পিতারই স্থলাভিষিক্ত। যেমন, হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর (হযরত ইসমাঈল) নাম হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম)-এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে দু'টি কারণে। একটি কারণ হচ্ছেঃ তিনি হযরত ইসহাক্ব (আলায়হিস্ সালাম) অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছেঃ তিনি নবীকুল সরদার হুযূর করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর পিতামহ।

টীকা-২৪৩. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত য়া'ক্বূব (আলায়হিমাস্ সালাম) এবং তাঁদের মুসলিম বংশধরগণ।

টীকা-২৪৪. হে ইহুদীরা! তোমরা তাদের নামে মিথ্যা রটনা করোনা।

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. এ (২৪৩) এক উম্মত; যারা গত হয়েছে (২৪৪), তাদের জন্য রয়েছে যা তারা অর্জন করেছে এবং তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা অর্জন করবে; এবং তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না।

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهٖمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং কিতাবীরা বললো (২৪৫), 'ইহুদী কিংবা খৃষ্টান হয়ে যাও, ঠিক পথ পাবে!' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'বরং আমি তো ইব্রাহীমের দ্বীনকেই গ্রহণ করছি, যিনি সব রকমের বাতিল থেকে মুক্ত ছিলেন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (২৪৬)।'

قُولُوا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهٖمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسٰى وَعِيسٰى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এভাবে আরয করো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং তারই উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা অবতারণ করা হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'ক্বূব এবং তাঁরই বংশধরদের উপর। আর (তারই উপর,) যা দান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা দান করা হয়েছে অন্যান্য নবীগণকে তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাঁদের কারো উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে পার্থক্য করিনা এবং আমরা আল্লাহ্‌র সামনে গর্দান রেখেছি।

فَإِنْ اٰمَنُوا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. অতঃপর তারাও যদি এভাবে ঈমান আনতো, যেমন তোমরা এনেছো, তবেই তো তারা হিদায়ত (সঠিক পথের দিশা) পেয়ে যেতো। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা নিরেট একগুঁয়েমীর মধ্যে রয়েছে (২৪৭)। তবে হে মাহবূব! অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ্‌ই তাদের দিক থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন এবং তিনিই শ্রোতা, জ্ঞাতা (২৪৮)।

টীকা-২৪৫. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত শরীফ ইহুদী সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এবং নাজরানবাসী খৃষ্টানদের জবাবে নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা তো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছিলো যে, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামই সমস্ত নবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর তাওরীত সব কিতাব অপেক্ষা উত্তম এবং ইহুদী ধর্মই সব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এতদ্‌সঙ্গে, তারা হযরত সরওয়ারে কা-ইনাত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, ইঞ্জীল এবং ক্বোরআনকে অস্বীকার করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলো, "তোমরা ইহুদী হয়ে যাও" অনুরূপভাবে, খৃষ্টানগণও তাদের ধর্মই একমাত্র সত্য বলে দাবী করে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান হয়ে যাওয়ার আহ্বান করেছিলো। এ জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৪৬. এ আয়াতে ইহুদী ও খৃষ্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, তোমরা তো মুশরিক (অংশীবাদী)। এ জন্য তোমাদের হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করা ভিত্তিহীন। অতঃপর মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হচ্ছে যেন তারাও ইহুদী এবং খৃষ্টানদেরকে বলে দেয়– "আমরা তো ঈমান এনেছি।" (আয়াত দেখুন!)

টীকা-২৪৭. এবং তাদের মধ্যে সত্য-সন্ধানের চিহ্নও নেই।

টীকা-২৪৮. এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি যে, তিনি স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আধিগত্য দান করবেন। এর মধ্যে অদৃশ্যের সংবাদও রয়েছে যে, ভবিষ্যতে অর্জিত হবে এমন বিজয়ের কথা প্রথম থেকেই প্রকাশ করেছেন। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এ মু'জিযার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। আর এ অদৃশ্যের সংবাদও সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কাফিরদের বিদ্বেষ, গোঁড়ামী এবং ষড়যন্ত্রগুলোর কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই জয়ী হয়েছেন। বনূ ক্বোরায়যাকে হত্যা করা হলো, বনূ নযীর আপন জন্মস্থান থেকে বহিষ্কৃত হলো। আর ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর 'জিয্‌য়া' নির্ধারিত হলো।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ
مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ
لَهٗ عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾
قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ اَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ
مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾
اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ
وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ
كَانُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ
اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾
تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا
تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

১৩৮. আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি (২৪৯) এবং আল্লাহ্‌র রং অপেক্ষা কার রং অধিক উত্তম? এবং আমরা তাঁরই ইবাদত করি।

১৩৯. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সম্পর্কে (আমাদের সাথে) কি (তোমরা) বিতর্ক করছো (২৫০)? অথচ তিনি আমাদেরও মালিক এবং তোমাদেরও (২৫১); এবং আমাদের কর্ম আমাদের সাথে আর তোমাদের কর্ম তোমাদের সাথে; এবং আমরা শুধু তাঁরই (২৫২);

১৪০. বরং তোমরা এটাই বলে থাকো যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণ ইহুদী কিংবা খৃষ্টান ছিলেন। (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'জ্ঞান কি আমাদের বেশী, না আল্লাহ্‌র (২৫৩)? এবং তার চেয়ে অধিক অত্যাচারী কে, যার নিকট রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষে সাক্ষ্য, আর সে তা গোপন করে (২৫৪)? এবং খোদা তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অনবহিত নন।'

১৪১. সেই একটা জনগোষ্ঠী, যারা গত হয়েছে। তাদের জন্য তাদের অর্জিত বস্তু আর তোমাদের জন্য তোমাদের অর্জিত বস্তু। আর তাদের কর্মসমূহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেনা। ★

টীকা-২৪৯. অর্থাৎ যেভাবে রং কাপড়ের বাইরে ও ভিতরে প্রসারিত হয়, অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের সত্য বিশ্বাসগুলোও আমাদের শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের ভিতরে ও বাইরে, অন্তর ও শরীর তাঁরই রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমাদের রং (শুধু) জাহেরী রং নয়, যা কোন উপকারই করে না; বরং এটা অন্তরসমূহকে পবিত্র করে। বাইরে এর চিহ্নসমূহ চালচলন ও কার্যকলাপ থেকে প্রকাশ পায়। খৃষ্টানগণ যখন কাউকে আপন ধর্মে দাখিল করে কিংবা তাদের নিকট কোন সন্তান জন্ম নেয় তখন তারা পানিতে হলদে রং মিশিয়ে তাতে সে ব্যক্তি কিংবা পুত্রকে ডুব দেয়ায় আর বলে থাকে, "এখন সে প্রকৃত খৃষ্টান হয়েছে।" এ আয়াতে এরই খণ্ডন করা হয়েছে যে, এ জাহেরী রং কোন কাজে আসবে না।

টীকা-২৫০. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "আমরাই সর্বপ্রথম আসমানী কিতাব প্রাপ্ত। আমাদের ক্বিবলাই প্রাচীনতম, আমাদের ধর্মই প্রাচীন। নবীগণ আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদি নবী হতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হতেন।" তাদের জবাবে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫১. তাঁরই পূর্ণ ইখতিয়ার। তিনি আপন বান্দাদের মধ্য থেকে যাঁকেই ইচ্ছা নবী করেন– হোক আরব থেকে, নতুবা অন্য কোন দেশ বা গোত্র থেকে।

টীকা-২৫২. আমরা অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করিনা এবং ইবাদত ও আনুগত্য শুধু তাঁরই জন্য করি। কাজেই, আমরাই প্রকৃত সম্মান ও পুরস্কারের উপযোগী।

টীকা-২৫৩. এর অকাট্য জবাব হচ্ছে এটাই যে, আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। কাজেই, তিনিই যখন বলেছেন–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ
يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا

(অর্থাৎ 'হযরত ইব্রাহীম না ছিলেন ইহুদী, না ছিলেন খৃষ্টান) তখন তোমাদের এ কথা বাতিল ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

টীকা-২৫৪. এটা হচ্ছে ইহুদীদের অবস্থা, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যগুলো গোপন করেছে, যা তাওরীতে উল্লেখিত ছিলো, তা হলো, 'মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁরই নবী'। আর তাঁর বৈশিষ্ট্যাবলী হবে এরূপ এবং হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম মুসলমানই ছিলেন আর একমাত্র গ্রহণীয় ধর্ম হচ্ছে ইসলাম; ইহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম নয়। ★

★ 'প্রথম পারা' সমাপ্ত।